গল্পকল্পতরু—(প্রথম কুসুম)

হিরণ্ময়ী

(উপন্যাস)

[দ্বিতীয় খণ্ড]

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।

আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানি কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ]

আল্‌বার্ট প্রেস্‌।
৪৬নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কর্ণবালিস ষ্ট্রীট,
বাহির সিমলা,—কলিকাতা।

শ্রাবণ,—১২৮৭।

মূল্য এক টাকা।

উপহার

বঙ্গসাহিত্যসমালোচনীসভাপ্রতিষ্ঠাতা
সাহিত্যজীবন
গুণিগণগুণগ্রাহী গুণিপ্রবর
শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
ভাওয়ালাধিপতি মহোদয় করকমলেষু—

কুমার !

আমি পূর্ব্বে কখন গদ্যে কোন উপন্যাস-গ্রন্থ রচনা করি নাই, এক্ষণে এ বিষয়ে এই "হিরণ্ময়ী"ই আমার প্রথম সৃষ্টি। আমি অন্য কোন ভাষা-বিবচিত কোনরূপ উপন্যাসের আদ্যোপান্ত বা কোন অংশ অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণয়ন করি নাই। আমার সামান্য কল্পনায় যেমন আসিল, তেমনি করিয়া গল্প সাজাইয়া, ইহা বিরচিত হইল; সুতবাং কি যে হইল, তাহা বলিতে পারি না। অপরের নিকট ইহা "কিছুই নয়" হইলেও, আমি আপনার নিকট সেরূপ হইবার আশা করি না। কেন না, আপনি আমার পরম উপকাবী—আমি আপনাব নিকট নিতান্ত উপকৃত; আপনি আমাকে সবিশেষ অনুগ্রহ করেন—আমি আপনাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করি, সুতরাং আপনার নিকট ইহা "কিছুই নয়" হইবার নয়। এই ভরসাতেই আমি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত আপনার করকমলে "হিরণ্ময়ী" অর্পণ করিলাম। আপনি সহৃদয় ও উদার, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন।

আপনার নিতান্ত অনুগত
শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতা।
২৭এ শ্রাবণ, ১২৮৭

গল্পকল্পতরু।

[প্রথম কুসুম]

হিরণ্ময়ী।

(উপন্যাস)

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অরণ্যে।

হিরণ্ময়ী সেই গভীর নিশীথে পিতৃভবন হইতে নির্গত হইয়া বরাবর সম্মুখের পথ ধরিয়া যাইতে লাগিলেন। অনেক দূর চলিয়া গেলেন, কোন ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল না। শীতল সমীরণ আস্তে আস্তে চারিদিকে খেলিতেছিল। তাহার সেই খেলায় পথপার্শ্বস্থ ঝাউগাছগুলি সাঁই সাঁই করিয়া নিস্তব্ধতার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে এক এক স্থানে এক একটি বৃক্ষশাখে এক একটি পাখী পক্ষশব্দ করিয়া কিচির মিচির করিতেছিল। এক এক স্থানে ঝিল্লিকুল ঝিঁ ঝিঁ শব্দে নীরব স্থল শব্দিত করিতেছিল। এই কয়েক প্রকার শব্দ সত্বেও নৈশ প্রকৃতি যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হিরণ্ময়ী সহসা এখানে সেখানে ভিন্নরূপ শব্দ শুনিয়া এক এক বার ভীত ও চমকিত হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সম্মুখ মৃত্যু তাঁহাকে সে ভয় ও চমক হইতে ভরসা প্রদান করিতে লাগিল। সেই জন্যই তিনি সেই সকল শব্দের দিকে লক্ষ্য করিয়াও করিলেন না।

কি আশ্চর্য্য, যে হিরণ্ময়ী বালিকা বলিলেই হয়, সেই হিরণ্ময়ী এক্ষণে বীররমণীর ন্যায় সাহসে ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশীয় কত শত পুরুষে যে কার্য্য করিতে ভীত হয়, আজ কি না একটি অবলা বালিকা তাহাই করিতে লাগিলেন—গভীর নিশীথে চলিতে লাগিলেন। মানুষের যে মন একবার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, সেই মন আবার ঘটনা-চক্রের নিষ্পীড়নে একশেষ সাহসিকতা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমাদের বিবেচনায় ভয় কিছুই নয়—ভরসা বা সাহসও কিছুই নয়—মনের ভাবান্তর মাত্র। এক্ষণে হিরণ্ময়ীরও তাহাই হইয়াছে।

হিরণ্ময়ী বরাবর যাইতে যাইতে এতদূর অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে, কোন্ দিকে যাইতেছেন, তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। কতক দূর গিয়া বাম দিকে অপেক্ষাকৃত একটি অপ্রশস্ত পথ দেখিতে পাইলেন। মনে করিলেন, সেই দিক দিয়া ভাগীরথী-তীরে যাওয়া যায়। মনে করিয়াই উহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। হিরণ্ময়ী তাঁহার মাতার সহিত পাল্কী করিয়া কএক বার ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন্ পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতেন না। কেবল বাটী হইতে বড় রাস্তার কিয়দ্দূর তাঁহার জানা ছিল। অদ্য রজনীতে সেই পথেরই কতক দূর আসিয়াছেন, কিন্তু তাহার পর বামে কি দক্ষিণে যাইতে হইবে, তাহা জানিতে পারিলেন না। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সেই অপ্রশস্ত পথে প্রবিষ্ট হইলেন।

সেই পথ দিয়া কতক দূর গমন করত আবার দুই দিকে দুইটি সূক্ষ্ম পথ দেখিতে পাইলেন। এইবার মহাসঙ্কট উপস্থিত,—কোন্ পথে যাইবেন, ভাবিয়া অস্থির। কোন লোক নাই যে, জিজ্ঞাসা করেন। আপনার মনকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া দক্ষিণ দিকের পথে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই পথটা এত বন্ধুর ও অপরিষ্কৃত যে, তাঁহাকে অনেক বার পদস্খলিত হইয়া পতিত হইতে হইয়াছিল—অনেকবার পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে হিরণ্ময়ী সেই কণ্টকময় বর্ত্ম পার হইয়া গ্রামের সীমান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ দিকে মধুপুর এবং সম্মুখভাগে একটা বৃহৎ মাঠ। এই উভয়ের মধ্যস্থলে অভাগিনী হিরণ্ময়ী। পথ-অনভিজ্ঞা

হিরণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিলেন; ভাবিলেন, কোন্ দিকে যাইবেন?—ভাবিলেন, ভাগীরথী আরও কতদূরে? ভাবিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ঐ যে, মাঠের ঠিক ও পারে গ্রামস্থিতির অপরিস্ফুট চিহ্ন দেখা যাইতেছে, ঐ খানেই ভাগীরথী। ঐ গ্রাম ভাগীরথীর তটে স্থাপিত আছে।" এই ভাবিয়া বরাবর সমান চলিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ী এ জীবনে একটি দিনের জন্যও এত পথ চলেন নাই। চলিবার প্রয়োজনই বা কি? কিন্তু আজ তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছে। এরূপ প্রয়োজন যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়। এরূপ প্রয়োজনের প্রয়োজন নাই। জগৎ হইতে ইহা দূর হইয়া যাউক। কিন্তু ইহা যে যাইবার নয়! যত দিন জগতে নিরাশার খরস্রোত, মনঃকষ্টের অসহ্য ঝঞ্ঝাবাত, চিন্তার মর্ম্মভেদী নিষ্পীড়ন, শোকের অনিবার্য্য নিষ্পেষণ থাকিবে, তত দিন ব্যক্তি বিশেষের এই প্রয়োজনও থাকিয়া যাইবে—কখনই চলিয়া যাইবে না। ধরিতে গেলে সময়ে এই প্রয়োজনই একমাত্র শান্তি। তা নহিলে এই মর্ম্মচ্ছিন্না বালিকা আজ এরূপ কেন? কিন্তু তথাপি আমরা এই প্রয়োজনের নাম শুনিলে কেমন এক রকম হইয়া যাই;—মনের ভিতর, প্রাণের ভিতর যেন কি করিতে থাকে।

জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবী দেবীর প্রাণস্বরূপিণী, কিরণময়ীর নন্দনকানন-সম্ভব পারিজাত কুসুমস্বরূপিণী এবং ধীরেন্দ্রনাথের আশাস্বরূপিণী হিরণ্ময়ী সেই জনশূন্য দূরদিগন্তরেখাঙ্কিত মাঠের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত যাইয়া আর চলিতে পারিলেন না। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইল—পা-দুইটি অবশ হইল। তিনি একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিকট বসিয়া পড়িলেন। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। অবিশ্রান্ত পথ-পর্য্যটনে তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। তিনি জলপান করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইলেন, চারি দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূরে একটি জলাশয়ের মত কি দেখিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সেই দিকে গমন করিলেন। তাঁহার তাৎকালিক সৌভাগ্যক্রমে সেইটি বাস্তবিক জলাশয়ই হইল, কিন্তু গ্রীষ্মকালের নিদারুণ পীড়নে বসুমতী উহার তৃতীয়াংশ জল পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অবশিষ্ট যে জল ছিল, তাহাও আবার পঙ্কিল, অস্বচ্ছ। তৃষ্ণাতুরা হিরণ্ময়ী তাহাই কিঞ্চিৎ পরিমাণে পান করিলেন। অতৃপ্তির সহিত পিপাসার এক

রূপ তৃপ্তিলাভ হইল। আবার চলিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে সেই দৃষ্ট গ্রামের সীমায় উপনীত হইলেন। গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে জঙ্গল। সেই ক্ষুদ্র গ্রামের নাম গোপালনগর। কিন্তু হিরণ্ময়ী তাহা জানিতেন না। মধুপুর হইতে গোপালনগর তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইবে।

হিরণ্ময়ী গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার আশা বিফল হইল। ভাগীরথী সেই গ্রামটিকে পবিত্র করেন নাই। তিনি আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াও ভাগীরথীকে দেখিতে পাইলেন না। এমন সময়ে পক্ষিকুল ডাকিয়া উঠিল। হিরণ্ময়ী দেখিলেন, আর রাত্রি নাই—ঊষা আসিয়াছে—পূর্ব্বদিক ঈষৎ পরিষ্কার হইয়াছে। তিনি তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়া গোপনে থাকিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। পাছে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায়—দেখিতে পাইয়া পরিহাস করে—পরিহাস করিয়া অত্যাচার করে, তিনি এই আশঙ্কাতেই এইরূপ ইচ্ছা করিলেন। দক্ষিণ দিকের বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। যতদূর পর্য্যন্ত গমন করিলে কেহই তাঁহাকে দেখিতে না পায়, তিনি ততদূর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। এদিকে দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। লোহিত সূর্য্য পূর্ব্ব-গগনে দেখা দিলেন।

জঙ্গলের ভিতর আর প্রকৃত অন্ধকার নাই। এক্ষণে কেবল বন্য বৃক্ষ-পুঞ্জের নিবিড় শ্রেণীসঞ্জাত কৃত্রিম অন্ধকার অবস্থান করিতে লাগিল। তাহাও আবার অত্যন্ত অপ্রগাঢ়। বন্য বৃক্ষগুলি প্রকৃতিপালিত। প্রকৃতি তাহাদিগকে আপন ইচ্ছায় যেখানে সেখানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে। একটি বৃক্ষ আর একটি বৃক্ষের শাখার উপর আপনার শাখা স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মূল হইতে একটি বন্যলতা কাণ্ড বাহিয়া উপরে উত্থিত হইয়া, যেখানে উভয় শাখার একত্র সমাবেশ, সেইখানে সাত আট ফেরে জড়াইয়া শীর্ষ ঝুলাইতেছে। তাহার ইচ্ছা, দুইটি বৃক্ষের শাখা বরাবর এইরূপে কালক্ষেপ করিতে থাকুক্। আহা, ঔদ্ভিজ্জ্য প্রণয়ের কি সুন্দর ছবি! মানবজগতে এরূপ দৃশ্য কুত্রাপি আছে কি না সন্দেহ। এক স্থানে বাল্যকাল হইতে একটি অশ্বত্থ এবং একটি বটবৃক্ষ দেহে দেহে এরূপ

সংলগ্ন করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এক্ষণে অতি উচ্চ হইয়াও আর পৃথক হইয়া থাকিতে পারে নাই। পরস্পরের দৃঢ় চাপে পরস্পরের দেহে ক্ষত হইয়াছে, তথাপি কেহ কাহাকে ত্যাগ করিতেছে না। হিরণ্ময়ী এই দুইটি পাদপীয় দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে একটি পলাশ বৃক্ষের শাখায় বসিয়া একটি শ্যামা নানাবিধ স্বরচাতুর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক শিশ্ দিল। সেই শব্দ শুনিয়া কিঞ্চিদ্দূরস্থিত ছাতিম বৃক্ষের উপর একটি দহিয়াল্ ডাকিয়া উঠিল। অমনি এদিকে ওদিকে একটি দুইটি করিয়া নানাবিধ বিহঙ্গ নানারূপ শব্দ করিয়া উঠিল। সেই শব্দ সমূহের মধ্যে নীরস ও সরস উভয়বিধই ছিল। যাহাই হউক, বড় মনোহর শব্দ। প্রত্যহ সেই বনের মধ্যে এইরূপ নৈসর্গ-সঙ্গীতের লহরী খেলিয়া থাকে, কিন্তু কয় জন তাহা শুনিতে পায়? যাহারা এই শ্রুতিসুখকর সুমধুর শব্দ শুনে, তাহারাই আবার ইহা উচ্চারণ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা স্বাভাবিক কণ্ঠে এরূপ শব্দ করিতে পারে না, তাহাদের মধ্যে কয় জন ব্যক্তি এই সঙ্গীত-প্রস্রবণ বনভূমিতে প্রবেশ করিয়া থাকে? আজ জগদীশ—জাহ্নবীর নয়নরূপিণী জীবনবিসর্জ্জনোদ্যতা হিরণ্ময়ী সেখানে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে এ হিরণ্ময়ী সে হিরণ্ময়ী নহেন, ইহাঁর এই কর্ণও সেই কর্ণ নহে। এমন মন-ভুলান সঙ্গীতও তাঁহার কর্ণে অমৃত ঢালিতে পারিল না।

হিরণ্ময়ী সারারাত্রি জাগিয়া এবং পর্য্যটন করিয়া, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার চক্ষুযুগল নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, এক একটি করিয়া কএকটি হাই উঠিল, গা হাত পা মাটী মাটী করিতে লাগিল। তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। একটি ঘনপত্র তমালবৃক্ষের মূলে অঞ্চলখানি পাতিয়া শুইয়া পড়িলেন। কত কি ভাবিতে ভাবিতে নেত্র দুইটি মুদিয়া আসিল। তাঁহার চিত্তোত্থিত চিন্তাতরঙ্গ ক্রমে ক্রমে ছিন্নভিন্ন ও অসংলগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই হিরণ্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব যন্ত্রণানাশিনী নিদ্রা এত গাঢ় হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইল যে, তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া অভিভূত রহিলেন। বাম বাহু উপাধান

হইয়াছে—দক্ষিণ বাহু যদৃচ্ছরূপে শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে—অঞ্চলের কিয়দংশ তাঁহার গাত্রোপরি আছে—কিয়দংশ মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইতেছে। কিয়ৎ কাল পূর্ব্বে যে হিরণ্ময়ীর চক্ষু বিজন বনদৃশ্য দেখিতেছিল, যে কর্ণ বিহঙ্গ-কূজন শুনিতেছিল, এক্ষণে সে চক্ষু মুদ্রিত—কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। এবং সে কর্ণ বধির—কিছুই শুনিতে পাইতেছে না। এক্ষণে হিরণ্ময়ীর চিত্তে নিরাশা, অভিমান, দুঃখ, মরণ-বাসনা প্রভৃতি কিছুই নাই। যতক্ষণ নিদ্রা তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিবে, ততক্ষণ হিরণ্ময়ী সুখিনী ও শান্তিময়ী থাকিবেন। পূর্ব্বদিকের সূর্য্য এখনও পূর্ব্বদিকেই আছে, তবে কি না অনেকটা উপরে উঠিয়াছে। হিরণ্ময়ী ঘুমাইতেছেন। মৃদু মৃদু নিশ্বাস পড়িতেছে। প্রভাত-বায়ু তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। প্রভাত-সূর্য্য স্থলে জলকমল ভ্রমে হিরণ্ময়ীর সুন্দর মুখমণ্ডলে প্রভাত-কিরণ ঢালিতেছে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বৃক্ষাবলির ব্যবধানবশতঃ রবি-রশ্মি সম্পূর্ণরূপে নিদ্রিতা হিরণ্ময়ীর মুখের উপর পড়িতে পারে নাই।

যে বরাঙ্গী হিরণ্ময়ী কারুকার্য্যখচিত পর্য্যঙ্কোপরি তূলগর্ভ শয্যোপকরণে শয়ন করিতেন, হায়, সেই হিরণ্ময়ী এক্ষণে বনভূমির ভিতর বৃক্ষমূলে অঞ্চল-খণ্ড পাতিয়া শুইয়া রহিয়াছেন! পাঠক! ইহাঁর এই শোচনীয় অবস্থা দেখিলে কি মনে হয়? এই মনে হয়,—"চিরদিন কভু কারো সমান না রয়।" মানুষ অদৃষ্টের ক্রীড়াপুত্তলী। অদৃষ্ট তাহাকে যেরূপ করিয়া সংসারক্ষেত্রে ঘুরাইবে, তাহাকে সেইরূপ করিয়াই ঘুরিতে হইবে। কি সাধ্য যে, এক নিমিষের শতাংশের একাংশ কালের জন্যও সে তাহার অন্যথা করিতে পারে? অদৃষ্ট চালক—মানুষ চাল্য। অদৃষ্ট যেরূপ করিয়া তাহাকে চালাইবে, তাহাকে সেইরূপ করিয়া চলিতে হইবে। আজ হিরণ্ময়ীকে সেইরূপ করিয়া চলিতে হইয়াছে। আজ অদৃষ্ট ইহাঁকে ভূতলে শুয়াইয়াছে, কি সাধ্য, ইনি তাহার অন্যথা করিতে পারেন? এখনও যে ইহাঁকে এই চিরচঞ্চল অদৃষ্টের চালনে আরও কি কি রূপে চলিতে হইবে, তাহাই বা কে জানে?

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন।

স্বপ্ন কি? কিছুই না, নিদ্রিত অবস্থায় মনের নিষ্ফল কার্য্য মাত্র। মনুষ্য জাগরণে সর্ব্বদা যাহার চিন্তা করে, নিদ্রিতাবস্থায় সময়ে সময়ে তাহার মন প্রায় তাহাই করিয়া থাকে। আমরা শুনিয়াছি স্বপ্ন-ক্রিয়ার ফল কখন কখন সত্যও হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু উহা কদাচিৎ, বেশীর ভাগই অসত্য। মন কখনই কর্ম্মশূন্য বা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে না। কাল যেরূপ চির-কর্ম্মক্ষম, মানুষের মনও সেইরূপ। যেদিন মৃত্যু হইবে,সেই দিনই মনের কার্য্য থামিবে, কেন না মৃত ব্যক্তির সহিত মনের কোন সম্বন্ধই নাই। মানুষ মরিলে আত্মার ধ্বংস নাই, কিন্তু মনের ধ্বংস আছে কি না জানি না। জানি না কেন? জানি;—কেন না, মনও যাহা, মানুষও তাহাই। সুতরাং মানুষের ধ্বংস হইলে মনেরও তাহাই ঘটে। একটি পদার্থের নিরবয়ব অংশ মন আর সাবয়ব অংশ মানুষ—উভয়েই ভিন্নাকারে এক পদার্থ। মন এবং মানুষ উভয়েই যে এক বস্তু, দর্শনশাস্ত্র তাহার অনেক প্রমাণ দেখাইয়া দেয়। আমরা তন্মধ্যে একটির উল্লেখ করিব মাত্র। পাঠক মহাশয় তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন। এক জন মানুষকে যদি বলি যে, তোমার মন অত্যন্ত অসরল; তাহা হইলে সে মানুষও অসরল বুঝাইবে না কি? এইরূপ আর একটি মানুষকে যদি বলা যায়, তুমি বড় ভাল মানুষ; তাহা হইলে তাহার মনকেও কি ভাল বলিয়া জ্ঞান করিব না। তাই বলিতেছি যে, মন যাহা, মানুষও তাহা, মানুষ যাহা, মনও তাহা—উভয়ে ভিন্নাকারে একই বস্তু।

হিরণ্ময়ী, নিদ্রিত অবস্থায়, একটি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিলেন। তিনি, যেন একটা পর্ব্বতের উপর হইতে, পদস্খলিত হইয়া, নিম্নস্থ সমুদ্রের জলে পড়িয়া গেলেন। ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি তাহা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। হিরণ্ময়ী দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে উদ্ধার করিবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া পর্ব্বত হইতে এক লম্ফে সমুদ্রগর্ভে পতিত হইলেন। হিরণ্ময়ী আবার দেখিলেন, এমন সময়ে একটা

উত্তালতরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে পর্ব্বতপার্শ্বস্থ ভূখণ্ডভূমিতে তুলিয়া ফেলিল, কিন্তু তিনি ধীরেন্দ্রনাথকে আর দেখিতে পাইলেন না! ধীরেন্দ্রনাথ অগাধ সলিলে ডুবিয়া গেলেন! হিরণ্ময়ী তদ্দর্শনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন—বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তিনি ধীরেন্দ্র-নাথের বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া আবার যেমন সিন্ধুগর্ভে ঝাঁপ দিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

ঘুম ভাঙ্গিবামাত্রই হিরণ্ময়ী চমকিয়া উঠিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, দৃষ্ট বিষয় কিছুই নহে—স্বপ্নের চাতুরী মাত্র। কিন্তু তথাপি তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হয় ত ধীরেন্দ্রনাথ অদ্য প্রাতে তাঁহার পত্র পাইয়া মনের নিদারুণ আক্ষেপে জলে ঝাঁপ দিয়াছেন বা অন্য কোনরূপে আত্মক্ষতি সংসাধন করিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ কাষ্ঠ-পুত্তলীর ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন! আবার কোথা হইতে উৎকট চিন্তা আসিয়া তাঁহার অন্তঃকরণকে মুহুর্মুহু বিলোড়িত করিয়া তুলিল। হিরণ্ময়ী চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, চক্ষে যেন স্তূপীকৃত অন্ধকার আসিয়া চাপিয়া পড়িয়াছে। নয়নযুগল ছলছল করিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে তন্মধ্যে অশ্রু দেখা দিল। মুখমণ্ডল রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল। হিরণ্ময়ী এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনে মনে বলিলেন, "হায়, আমি কেন পত্র লিখিয়া ধীরেন্দ্রনাথের সিন্দুকে রাখিয়া আসিলাম। এই পত্রই বুঝি আমার কাল হইল। আমি ত মরিবই, কিন্তু আমার ধীরেন্দ্রনাথের কোন বিপদ ঘটিলে সে পাপ কাহাকে অর্শিবে? আমি মহাপাপিনী—আমি পতি-ঘাতিনী। আর না; এ পাপ প্রাণ আর ক্ষণকালের জন্যও বহন করিব না। এই বনের ভিতর দিয়া বাহির হই। গ্রামের ভিতর দিয়া যাইব না। বনের ভিতর দিয়া অপথকে পথ করিয়া চলিয়া যাই। বোধ হয়, ভাগীরথী আর বেশী দূর নয়।" এইরূপ তিনি আপন মনে বিসদৃশ চিন্তা করিয়া জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ী কোথাও বৃক্ষশাখার নিম্ন দিয়া হেঁট হইয়া, কোথাও পতিত বৃক্ষ ডিঙ্গাইয়া, আবার কোথাও বা ঘুরিয়া যাইতে লাগিলেন। গভীর বিষাদে পা আর চলিতে চাহে না। বুকের ভিতর হু হু করিয়া কি যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

এ দিক সে দিক যাইতে যাইতে হিরণ্ময়ী জঙ্গলের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, একটি অপ্রশস্ত গ্রাম্য পথ রহিয়াছে। সেই পথটি গ্রাম গ্রামান্তর হইতে হিরণ্ময়ীর গত-রজনী দৃষ্ট গোপালনগরের মধ্যস্থল দিয়া বরাবর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম্য গোশকটের যাতায়াতের কএকটি চক্রচিহ্ন যেন সরু সরু নালীর মত হইয়া আছে। সেই পথের দুই দিকে নানা জাতীয় বৃক্ষ। কোন বৃক্ষের পত্র, কোন বৃক্ষের কুসুম এবং কোন বৃক্ষের ফল সেই পথটির যেখানে সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। কএকটি শ্যামলী, ধবলী গাভী ও মঙ্গলী, কালী ছাগী সেই পথটির ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া সেই সকল ভূপতিত পত্রপুষ্প ও পথিপার্শ্বজাত তৃণগুল্ম ভক্ষণ পূর্ব্বক আপন মনে গতায়াত করিতেছে। পথের কোথাও বৃক্ষচ্ছায়া—কোথাও রৌদ্র। কিছু দূরে বহুদূরবিস্তৃত ক্ষেত্রভূমি। হিরণ্ময়ী বন হইতে বহির্গত হইয়া সেই পথের ধারে একত্র বটাশ্বত্থবৃক্ষের মূলে ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর দর্শন লাভ করিলেন। গোপালনগরের পুত্রবতী নারীগণ সেই ষষ্ঠী দেবীকে বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। হিরণ্ময়ী তাহার নিদর্শন পাইলেন। সেই ষষ্ঠী দেবীর হাত, পা, মুখ কিছুই নাই, কেবল এক খণ্ড প্রস্তর মাত্র। তাঁহার সেই হস্তপদশূন্য দেহখানি সিন্দূরে প্রায় আদ্যোপান্ত মণ্ডিত। তাঁহার মস্তকে ও চতুষ্পার্শ্বে শ্বেত, লোহিত, পীত বর্ণের পুষ্পাবলি শোভিত। পার্শ্বে এক খণ্ড শিলাপট্টে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত, সেই সকল গর্ত্তের ভিতর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ রহিয়াছে। আজ প্রাতঃকালে কোন নবপুত্রবতী পুত্রের মঙ্গল কামনায় দুগ্ধ, পুষ্প, সিন্দূর প্রভৃতি দিয়া দেবীর পূজা দিয়া গিয়াছে।

হিরণ্ময়ী গলাঞ্চল হইয়া ষষ্ঠী দেবীকে প্রণাম করিয়া, কাতরস্বরে কহিলেন "মা ষষ্ঠি! যাহারা সৌভাগ্যবতী, তাহারাই তোমার প্রসাদে পুত্ররত্ন লাভ করিয়া থাকে, এ অভাগিনী এ জন্মে আর তোমার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিল না। মা! আর একটি নিবেদন,—দোহাই তোমার—আমার স্বামীর যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে। আমার স্বপ্ন দেখা যেন মিথ্যা হইয়া যায়। মা জগজ্জননি! এ জন্মে আর আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হ'ল না। পরজন্মে যেন তাঁহার সাক্ষাৎ পাই। মা! তুমি অন্তর্যামিনী। তোমার অগোচর

কিছুই নাই। তুমি আমার মনের সকল কথাই জানিয়াছ। পর জন্মে তুমিই ধীরেন্দ্রনাথকে আবার আমার স্বামী করিয়া দিও। মা গো! আমি বড় দুর্ভাগ্যবতী। আমার মত অভাগিনী আর কেহই নাই। দেবী ভাগীরথীই এক্ষণে এই দুঃখিনীর দুঃখনিবারিণী।" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার আক্ষেপ ও রোদনধ্বনি কেবল ষষ্ঠী দেবী এবং পক্ষিকুলের কর্ণে প্রবেশ করিল।

হিরণ্ময়ী রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গোপালনগরের দিক হইতে সেই পথ দিয়া যাইতে লাগিল। সে ষষ্ঠী দেবীর নিকট একটি দেবাঙ্গনা সদৃশ যুবতীকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। নিকটে আসিয়া কহিল, "হ্যাঁ গা, তুমি কি এই গোপাল নগরের বৌ?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "না গো, আমি এখানকার কেহই নই। আমার বাড়ী এখানে নয়।"

বৃদ্ধা।—"তবে কোথা তোমার বাড়ী?" হিরণ্ময়ী বৃদ্ধার কথা শুনিয়া ভাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমার বাড়ী গৌরীপুর।" হিরণ্ময়ীর পিতৃনিবাস মধুপুর হইতে চারি ক্রোশ দক্ষিণে গৌরীপুর। জগদীশপ্রসাদের বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনীর শ্বশুরালয় গৌরীপুরে ছিল। হিরণ্ময়ী তাহা জানিতেন। এক্ষণে বৃদ্ধার নিকট ভাঁড়াইয়া সেই গ্রামের নাম করিলেন। কিন্তু এই চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে তিনি এক দিনও গৌরীপুরের মাটী মাড়ান নাই। মধুপুরের নাম করিলে পাছে কোন গোলযোগ ঘটে, এই ভয়েই তিনি ভাঁড়াইলেন।

বৃদ্ধা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা আপনারা?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "বামুন।"

"তুমি এখানে কেন?"

"মামার বাড়ী যাইব।"

"কোন্ গাঁয়ে তোমার মামার বাড়ী?"

"বিল্বগ্রাম।"

"বিল্বগ্রাম কি?"

"বেল গাঁ।"

"বেলগাঁ?"

"সে গাঁ যে এখান থেকে অনেক দূর।"

"কত দূর?"

"বার তের কোশেরও বেশী হ'বে।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন; "না—অত নয়।"

বৃদ্ধা বলিল, "তবু দশ এগার কোশের কম নয়।" সে এই বলিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাপ মা আছে?"

"আছেন।"

"বিয়ে হ'য়েছে?"

"হ'য়েছে।"

"তোমার স্বোয়ামী কত বড়?"

"চব্বিস বছরের।"

"দেশে আছে না বিদেশে?"

"দেশেই আছেন।"

"তবে তিনি তোমাকে সঙ্গে ক'রে তোমার মামার বাড়ী নিয়ে গেল না কেন?"

"বাড়ীতে আর কেউই নাই, এই জন্যই তিনি আমার সঙ্গে আসেন নি।"

"সে কেমনতর পুরুষ? এত বড় সোমত্ত বৌকে একলা ছেড়ে দিয়েছে।"

হিরণ্ময়ী তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি খাটাইয়া বলিলেন, "কেন একলা পাঠাইয়া দিবেন? তিনি আমাকে পাল্কী করিয়া সঙ্গে লোক দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য ক্রমে কাল রাত্রিতে এক দল ডাকাত সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। তাহারা আমাদের উপর চড়াউ হওয়াতে আমার চারি জন পাল্কীবাহক এবং এক জন সঙ্গী আমাকে পাল্কী সমেত ফেলিয়া দিয়া প্রাণভয়ে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। দস্যুরা আমার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে কিন্তু আমি কাঁদিয়া কাটিয়া পড়াতে, স্ত্রীলোক দেখিয়া প্রাণে মারে নাই, ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি সারারাত্রি পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজ এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন কি করি, লোক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া একাকিনীই মামার বাড়ী যাইব।"

বৃদ্ধা এই কথা শুনিয়া নানারূপ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। শেষে বলিল, "আচ্ছা, মা! তুমি যে প্রাণে বেঁচেছ, এই-ই আমার ভাগ্যি। ডাকাতেরা তোমার হাতের বালা আর গলার মুক্তর মালা কেড়ে নেয় নি? দেক্তে পায় নি বুঝি?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "আমি ডাকাতদের দূর থেকে দেখেই মুক্তামালা বালা এক সঙ্গে জড়াইয়া একটা গাছের তলায় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম। তা'র পর তাহারা চলিয়া গেলে আবার এ গুলি কুড়াইয়া লইয়াছিলাম।"

বৃদ্ধা প্রশংসা করিয়া বলিল, "তোমার খুব বুদ্ধি, বাছা! বিপদের সময় বেশ ফিকির খাটিয়েছিলে।"

পাঠক মহাশয় হিরণ্ময়ীর এই বাক্‌চাতুর্য্যব্যাপার দেখিয়া কি মনে করিতেছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু আমরা হিরণ্ময়ীর সব দিক বজায় রাখিবার কৌশলের প্রশংসা করি।

বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। কত নাবাক্যে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল। হিরণ্ময়ীর দুঃখে বৃদ্ধার অন্তঃকরণে [illegible] বলিল "হ্যা দেখ, মা! তুমি যদি আমার কথা শুন, তবে বলি।"

হিরণ।—"কি বলিবে বল।"

বৃদ্ধা।—"তুমি আমার বাড়ী চল। আমি তোমাকে সেখানে দু' তিন দিন রেখে, লোক সঙ্গে দিয়ে তোমাকে তোমার মামার বাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। মনে মনে কি ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, না বাছা! তা হ'লে অনেক বিলম্ব হইবে। আমিই এখন পথে লোক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া মামার বাড়ী যাইব।"

বৃদ্ধা এই কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিল, সে কি গা! মেয়ে লোকের এ কেমন সাহস! তুমি সোমত্ত মেয়ে হ'য়ে কেমন ক'রে এই অচেনা জায়গায় একলা যা'বে? কত রকম মন্দ মানুষ আছে; কা'র মন কি রকম, তা' কি তুমি জান? আমি জেনে শুনে তোমাকে কেমন ক'রে একলা ছেড়ে দি? এখন তুমি আমার সঙ্গে চল। তা'র পর আমি তোমাকে তোমার মামার

বাড়ী পাঠিয়ে দেব। আমি কোন মতেই তোমাকে একলা ছেড়ে দেব না। এ জায়গা ভাল নয়।"

বৃদ্ধার কথায় হিরণ্ময়ীর মনে কতকটা ভয় হইল। এ ভয় আর কিছুই নহে, পাছে কোন দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, এই ভয়। তিনি কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া মনে মনে বলিলেন, "এখন এই বৃদ্ধার সঙ্গে যাওয়া কর্ত্তব্য, তা'র পর সুবিধাক্রমে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিব। আমার প্রতিজ্ঞা কখনই বিচলিত হইবে না। যতক্ষণ আমার মনে ধীরেন্দ্রনাথের সেই মনোহারিণী মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিবে, ততক্ষণ আমি দেবী ভাগীরথীকে ভুলিব না।" এই ভাবিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন, "হাঁ দেখ, মা! তবে তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চল।"

বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীর সম্মতি প্রকাশে অতিশয় আহ্লাদিত হইল। অনন্তর উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বহড়াগ্রামে।

ক্রমে ক্রমে উভয়ে গোপালনগরের সীমা অতিক্রম করিয়া একটা বৃহৎ মাঠ পার হইল। সেই মাঠের পর একটি গ্রাম দেখা দিল। বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে সঙ্গে লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই গ্রামের মধ্য দিয়া বৃদ্ধার বাড়ী যাইবার পথ।

হিরণ্ময়ী পথপর্য্যটনে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন, "ওগো, আমার পা বড় ব্যথা করিতেছে, তুমি এই খানে খানিক বস না।"

বৃদ্ধা সম্মতা হইল। সে তখন হিরণ্ময়ীকে লইয়া একটি পুষ্করিণীর ঘাটে উপস্থিত হইল। পুষ্করিণীটি ক্ষুদ্র। তাহার জলে পানা পড়িয়াছে। জল ভাল নহে, কিন্তু তথাপি তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ছিল। সেই পুষ্করিণীর চারিধারে কতকগুলি ছোট বড় গাছ ছিল। পানিকৌড়ী, মাছরাঙ্গা

পাখীরা সেই সকল গাছে বসিয়া জলের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে দুই একটা পাণিকৌড়ী এবং মাছরাঙ্গা অসরল হইয়া পুষ্করিণীর জলে ডুব পাড়িয়া সরল পুঁটী শিকার করিতেছিল। পুষ্করিণীর ঘাটটি ক্ষুদ্র, তাও আবার ভাঙ্গাচোরা। উহার নিম্নভাগ অত্যন্ত জীর্ণ হওয়াতে গ্রামের লোকেরা তালগাছ কাটিয়া ধাপ করিয়া দিয়াছিল।

ঘাটের পার্শ্বভাগে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ দীর্ঘ দীর্ঘ শাখা বিস্তার করিয়া ছায়া করিয়াছিল। বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে লইয়া ছায়াযুক্ত স্থানে উপবেশন করিল। বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীর মুখের দিকে এবং হিরণ্ময়ী পুষ্করিণীর জলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

এমন সময়ে তিনটি স্ত্রীলোক কলসীকক্ষে তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা সহসা হিরণ্ময়ীকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তাহারা রমণী হইয়া হিরণ্ময়ীর ন্যায় রমণী কখনও দৃষ্টিগোচর করে নাই, এইজন্য তাহাদের এত বিস্ময়। তিন জনে হিরণ্ময়ীর মুখের দিকে ছয়টি চক্ষু নিশ্চল ভাবে রাখিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী এক এক বার তাহাদের দিকে আবার এক এক বার জলের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোন কথা কহিলেন না।

এ দিকে এই ব্যাপার হইতেছে, ও দিকে বৃদ্ধা অনন্যমনে একটি কাপড়ের পুঁটলী খুলিয়া আবার গুছাইয়া বাঁধিতে লাগিল। তাহার পুঁটলীর ভিতর তিন খানি ছিন্ন মলিন বস্ত্র, চারি আনার পয়সা, ছয় খানি বাতাসা এবং একটি পানের পেতে ছিল। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে বৃদ্ধার পুঁটলী মোচন-বন্ধন কার্য্য সমাপ্ত হইল।

ইত্যবসরে সেই তিনটি স্ত্রীলোকের মধ্য হইতে একজন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, বাছা! এই মেয়েটি তোমার কে হয়?" বৃদ্ধা বলিল, "এ মেয়েটি আমার বোন্‌ঝি, বাছা!"

হিরণ্ময়ী এবার অধোমুখী হইলেন।

প্রশ্নকারিণী স্ত্রীলোকটি বলিল, "তোমার বোনের খুব সৌভাগ্যি, তা' নৈলে এমন সাক্ষেৎ লক্ষ্মী তা'র মেয়ে হ'য়ে জন্মায়। এমন মেয়ে বড় মানুষের ঘরেও পেরায় দেখা যায় না।"

দ্বিতীয় রমণী বলিল, "আহা, যেন এক খানি ভগবতী ঠাক্‌রুণের ছবি! এমন রূপ ত কখন দেখিনি, বোন্!"

তৃতীয় রমণী বলিল, "মুখ খানি'ত নয়, যেন চাঁদ খানি। কেমন নাক, কেমন চোক, কেমন গোলগাল গাল, কেমন ভুরু, কেমন ঠোঁট দুখানি। আহা, একটি পান দিয়ে মুখ খানি ঢেকে রাখা যায়।"

তাহারা তিন জনে এইরূপে হিরণ্ময়ীর প্রশংসা করিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী বৃদ্ধার কৌশল ও গ্রামবাসিনীদিগের প্রশংসায় কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। তাঁহার সেই ভাবনার মধ্যে এই কথাটিও ছিল,—"বৃদ্ধা বড় বুদ্ধিমতী।"

গ্রামবাসিনী রমণীত্রয় যে কার্য্য সংসাধন করিতে পুষ্করিণীতে আসিয়াছিল, হিরণ্ময়ীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহা ভুলিয়া গেল। তাহারা স্ব স্ব কলসী ভূতলে রক্ষা করিয়া তথায় উপবিষ্ট হইল।

এইবার হিরণ্ময়ী তাহাদিগের মধ্যে এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা, এই গ্রামের নাম কি?"

জিজ্ঞাসিতা স্ত্রীলোকটি বলিল, "চণ্ডীপুর।" হিরণ্ময়ী আর কিছু বলিলেন না। তিনি পূর্ব্বে কখন এ গ্রামের নাম শুনেন নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে বলিল, "বেলা বড় বেড়ে উঠ্‌ল; চল, আর গৌণ ক'রে কাজ নেই।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "তবে চল।"

অনন্তর বৃদ্ধা গ্রামের তিনটি স্ত্রীলোককে "আসি গো মায়েরা" বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। হিরণ্ময়ীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে গ্রামবাসিনী নারীত্রয় হিণ্ময়ীর রূপ সম্বন্ধে আরও কত প্রশংসা করিতে করিতে জল লইয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে সঙ্গে করিয়া এ মাঠ দিয়া, সে গ্রাম দিয়া, ও বাগান দিয়া যাইতে লাগিল। হিরণ্ময়ী বৃদ্ধার অনুমতি লইয়া আরও কএক স্থানে খানিক খানিক বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

অনন্তর উভয়ে আর একটি গ্রামে প্রবেশ করিল। মধুপুর হইতে এই গ্রাম অনেক দূর।

হিরণ্ময়ী সেই গ্রামের নিকট আসিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা, এ গাঁয়ের নাম কি?"

বৃদ্ধা হাসিয়া উত্তর করিল, "ও মা! এ গাঁয়ের নাম বহড়া। এই গাঁয়েই আমার বাড়ী। তোমাকে আর হেঁটে হেঁটে পায়ের ব্যথা ভোগ কত্তে হবে না।" এই বলিয়া সে হিরণ্ময়ীকে সঙ্গে লইয়া গ্রামের পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিল। এক্ষণে বেলা তৃতীয় প্রহর হইয়াছে।

বহড়া গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র। চল্লিশ খানির অধিক লোকালয় নাই। তাহাও আবার তৃণাচ্ছাদিত ও অপরিষ্কৃত। এই চল্লিশ খানি গৃহের মধ্যে অধিকাংশই কুটীর, দশ বার খানি গৃহ অপেক্ষাকৃত বড়। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে সকলেই দরিদ্র। তাহার মধ্যেও আবার অধিকাংশ নীচ জাতীয়। গ্রামবাসীদিগের সম্পত্তির মধ্যে কএকটা ডোবা পুকুর। কতকগুলা খর্জ্জুর ও তালবৃক্ষ। এই গ্রামের শিউলিরা এই দুই জাতীয় বৃক্ষ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া থাকে। কাহার কাহার কএকটা করিয়া গরু বাছুর ছাগল মহিষ ও দুই এক খানা ধানজমীও আছে। গ্রামের বাহিরে কিঞ্চিদ্দূরে একটি বড় পুষ্করিণী। উহার চতুষ্পার্শ্বের পাড় উচ্চ। সেই পাড়ের উপর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া এত তালবৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে যে, দূর হইতে দেখিলে একটি গোছাল তালবন বলিয়া ভ্রম জন্মে। পুষ্করিণীর জল অতিশয় পরিষ্কার। জলে মীনবংশেরও খুব বাড়াবাড়ি। বহড়া গ্রামের লোকেরা এই পুষ্করিণীর জল পান করিয়া থাকে। এই পুষ্করিণীর নাম তালপুকুর। কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি যে এই পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিল, তাহা বহড়া গ্রামের কেহই জানে না। তথাকার অজ্ঞ লোকেরা বলে, "এই পুষ্করিণীতে একটা যক্ষ বাস করে। তাহার অনেক ঘড়া টাকা আছে। সে এক এক দিন পাড়ের উপর টাকা বিছাইয়া রাখে। হঠাৎ কোন লোক লোভে পড়িয়া সেই টাকাগুলি লইতে আসিলে সেগুলা পুঁটি মাছের মত তড়াক্ তড়াক্ করিয়া জলে লাফাইয়া পড়ে। পড়িবার সময় ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ হয়। আর কে আসিয়া সে লোককে জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলে।

বহড়া গ্রামের চতুর্দ্দিকে মাঠ। প্রায় এক ক্রোশের মধ্যে অন্ত কোন গ্রাম নাই। মাঠের মধ্যে অনেক লোকের ক্ষেত্র ছিল। সেই সকল ক্ষেত্রে ধান্ত, কলাই, প্রভৃতি নানাবিধ ফসল উৎপন্ন হইত।

যে বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে সঙ্গে করিয়া বহড়া গ্রামে উপনীত হইল, তাহার বাড়ী গ্রামের সর্ব্ব পশ্চিমে অবস্থিত। বাড়ীর মধ্যে সর্ব্ব সমেত তিনখানি তৃণাচ্ছাদিত গৃহ। পার্শ্বে রন্ধনকুটীর। গৃহ তিনখানি পুরাতন, সুতরাং চালের উপরিভাগের কোন কোন স্থানে ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল। গৃহের দেওয়ালগুলি ফাটা। রন্ধনকুটীরটি একপ্রকার ববেস্থবে রক্ষা পাইতেছিল। কিন্তু বৃদ্ধার প্রাঙ্গনটি বেশ পরিষ্কৃত। সে বাটীতে অবস্থিতি করিবার সময় প্রত্যহ গোময় ও মৃত্তিকা দিয়া প্রাঙ্গন লেপন করিত। প্রাঙ্গনের মধ্যে উত্তরদিকে দুইটি পেয়ারা এবং পূর্ব্বদিকে একটি আম্রবৃক্ষ ছিল। বৃদ্ধার কপালে পেয়ারা ফল ফলিত, কিন্তু সে কখন বাড়ীর আম্র ভক্ষণ করিতে পায় নাই। তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ আম্রবৃক্ষটিতে একটি বৎসরও আম্র ফলে নাই। কিন্তু সে ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া আশায় পড়িয়া আম্রবৃক্ষটিকে অন্ন প্রস্তুতের যোগাড় করিয়া লয় নাই। বৃদ্ধার আশাই সেই আমগাছটির জীবন, নহিলে কোন দিন তাহাকে তাহার রন্ধনশালার চুল্লীতে ভস্ম হইতে হইত।

বৃদ্ধার সহিত হিরণ্ময়ী তাহার বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাড়ীর চারিদিকে রাঙচিতা ও বাঘাভেরাণ্ডার বেড়া দেওয়া আছে। হিরণ্ময়ী উপবেশন করিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বেড়ার ধারে গিয়া রাঙচিতার কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া তাহার আঠা বাহির করিল। পথে আসিবার সময় হিরণ্ময়ীর পায়ে হুঁছট লাগিয়া ও কাঁটা বিঁধিয়া যে যে স্থানে ক্ষত হইয়াছিল, সে সেই সেই স্থানে আঠা লাগাইয়া দিল। জ্বালা করিতে লাগিল, কিন্তু হিরণ্ময়ী সহ্য করিয়া রহিলেন।

অনন্তর বৃদ্ধা যে গৃহে অবস্থান করে, তাহার দ্বার বন্ধ তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, অনতিবিলম্বে একখানি ছেঁড়া খেজুর চাটাই আনিয়া দাওয়ার উপর বিছাইয়া দিয়া হিরণ্ময়ীকে বলিল,"ব'স' মা। এখানে বেশ বাতাস বইছে। এর পর ঘরে বিছানা ক'রে দেব। খানিক গড়ালে গায়ের ব্যথা সেরে যা'বে।"

হিরণ্ময়ী উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া একবার ভাবিলেন, "অবস্থার ন্যায় বহুরূপিনী আর কিছুই নাই।" এই চিন্তার সহিত তাঁহার মনে পিত্রালয়, বৃদ্ধার সামান্য গৃহ, কারুকার্য্য খচিত পশমী উপবেশনবাস ও খর্জ্জূরপত্র বিনির্ম্মিত ছিন্ন চাটাই তাহার মনে যুগপৎ উদয় হইল। তিনি ধীরে ধীরে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আবার মনে মনে বলিলেন, "এখন আমার সকলই সমান। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার অবস্থার আর ইতর বিশেষ থাকিবে না।" মনে মনে এই কথার আন্দোলন করিয়া হঠাৎ অমুচ্চস্বরে আপনা আপনি বলিয়া ফেলিলেন, "ভাগীরথী কোন্ দিকে ?"

বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীর অনতিদূরে বসিয়া মলিন অঞ্চলে নিজের মুখে বাতাস দিতেছিল। হিরণ্ময়ীর এই কথাটি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে তৎক্ষণাৎ বলিল, ভাগীরথীর কথা কেন বল্‌ছ মা ?"

হিরণ্ময়ী তৎক্ষণাৎ মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "ভাগীরথীতে স্নান করিব।"

বৃদ্ধা তাহাই বিশ্বাস করিয়া হাসিয়া বলিল, "বাছা ! তুই পাগল না কি ! ভাগীরথী যে এখান থেকে পনর ষোল কোশ পূবে। তা' আজ ত আর অবেলায় নাওয়া ভাল নয়, কাল শঙ্করীনদীতে নেও। সে নদী এ গাঁ থেকে দু' কোশ উত্তরে। আমি কাল সকালবেলা তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা'ব। আমিও নদীতে অনেক দিন নাই নি—দু'জনেই নাইব।"

হিরণ্ময়ী ভাগীরথীর দূরত্ব শ্রবণ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে কিসের ভাব উদয় হইল, কিন্তু বৃদ্ধা পাছে জানিতে পারি, এই ভয়ে আত্মসম্বরণ করিলেন। এতক্ষণ পরে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "তাই ত, আমি কোথায় আসিয়া পড়িলাম। শুনিয়াছিলাম, আমাদের গ্রাম হইতে পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী, কিন্তু বৃদ্ধা বলিতেছে, এখান থেকে পনর ষোল ক্রোশ পূর্ব্বে। তবে কি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না ? কে বলিল হইবে না ? ভাল, ভাগীরথীই আমার ভাগ্যে নাই, কিন্তু বৃদ্ধার উল্লিখিত শঙ্করী নদীই এবার আমার আশ্রয় ! আমি তাহারই জলে দেহ বিসর্জ্জন করিব। আমার

প্রতিজ্ঞা—হতাশের শেষ আশা অবশ্যই পূরিবে। বিধাতা যাহার জীবনের সমস্ত আশা ভরসা সুখ নষ্ট করিয়াছে, অবশ্য তাহার যন্ত্রণা বিনাশ করিবার জন্য নানা উপায় করিয়া রাখিয়াছে। মরিবার অনেক উপায় আছে—অগ্নি, বিষ, অস্ত্র, জল! আরও অনেক আছে।" মনে মনে এই বলিয়া গভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে মনে মনে ঠিক করিলেন, "বৃদ্ধা নিদ্রিতা হইলে আমি আজিই রাত্রিকালে শঙ্করীনদীতে ডুবিয়া মরিব। আমি এতক্ষণ কোন্ কালে মরিতাম, কেবল গঙ্গালাভের আশায়, অন্য উপায় অবলম্বন করি নাই, কিন্তু এ পাপিনীকে কেন পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথীব করুণা হইবে? আমি এতক্ষণে বুঝিলাম, কাল রাত্রিকালে পথ ভ্রান্ত হইয়া বিপরীত দিকে আসিয়াছিলাম। তা' যাই হউক, শঙ্করীই আমার আশ্রয়।"

বৃদ্ধা অনেকক্ষণ ধরিয়া হিরণ্ময়ীকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিল, "হ্যা দেখ বাছা! বেলা শেষ হ'য়ে এল, আর মিছে ব'সে থেকে কি হ'বে, মুখ হাত পা ধোও। আমি তোমার ফলারের যোগাড় করে দি।"

হিরণ্ময়ী বিমর্ষ চিত্তে বলিলেন, "আমার আদপেই কিছু খেতে ইচ্ছা নেই। এর পর যদি ক্ষুধা হয়, তবে তোমাকে বলিব।"

বৃদ্ধা বলিল, "সে কি? কিছু না খেলে হ'বে কেন? এখন যা' পার তাই খাও, শেষে রেতে খেও আবার।" এই বলিয়া আহার করাইবার জন্য আরও কতরূপ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

হিরণ্ময়ী দেখিলেন বৃদ্ধা, কোন মতে ছাড়িল না, সুতরাং স্বীকৃত হইলেন। বৃদ্ধা জল আনিয়া দিল, হিরণ্ময়ী হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিলেন। অনন্তর বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীর ফলাহারে আয়োজনের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে গমন করিল।

ইত্যবসরে হিরণ্ময়ী ভাবিতে লাগিলেন—তিনি পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা মনে মনে চিন্তা করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু বৃদ্ধা আসিয়া পাছে দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ নয়ন মার্জ্জন করিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন। নেত্র নিমীলন করিয়া একবার ভাবিলেন, "এই বৃদ্ধা আমাকে মাতার ন্যায় স্নেহ করিতেছে। এ বৃদ্ধা কে? ইহার নাম কি? কি জাতি?—কিছুই জানি না। যা' হউক আসিলে

জিজ্ঞাসা করিব। এ আমার প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিতেছে, আমি তাহার কিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা দেখাইব। আমার হস্তে বলয় আছে, গলায় মুক্তার মালা আছে, এই গুলি খুলিয়া ইহার নিকট রাখি। আজ রাত্রিকালে অমনি অমনি চলিয়া যাইব, এগুলি ইহার হইবে। এই ভিন্ন অন্য রূপে এক্ষণে কৃতজ্ঞতা দেখাইবার উপায় নাই।"

হিরণ্ময়ী মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধা তথায় প্রত্যাগত হইল। তাহার অঞ্চলে চিঁড়া মুড়কী, হস্তে দধি গুড়।

অনন্তর বৃদ্ধা গৃহ মধ্য হইতে একখানি ছোট খোরা এবং এক ঘটী জল আনিয়া হিরণ্ময়ীর সম্মুখে রক্ষা করিল। বলিল, "হ্যা দেখ, মা! এ গাঁ তেমন নয়—গরিবের গাঁ। এখানে ভাল জিনিষ কিছুই নেই।—এই চিঁড়ে মুড়কীও কত খোঁজ করে এনেছি। তুমি দই গুড় দিয়ে যেমন পার, চিঁড়ে মুড়কী মেখে খাও।"

হিরণ্ময়ী কি করেন, অগত্যা তাহাই করিলেন। বলা বাহুল্য যে তিনি পাঁচ সাত গ্রাসের বেশী খাইতে পারিলেন না। আহা, যে হিরণ্ময়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন, ক্ষীর সর নবনী খাইতেও ইচ্ছা করিতেন না, বিধাতা সেই হিরণ্ময়ীর মুখে এই দারিদ্রভোগ্য খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিলেন।

আহারের পর বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে গৃহের মধ্যে লইয়া, গিয়া একটি সামান্য শয্যায় শয়ন করাইল। নিজ পার্শ্বে বসিয়া তাহার গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিল পা টিপিয়া দিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধা শুনিবে কেন? পাঠক মহাশয়! আপনাকে বলা বাহুল্য যে হিরণ্ময়ী এই বৃদ্ধার সেবা শুশ্রূষা ও দয়ায় মোহিত হইলেন। যদিও এততেও তাঁহার আভ্যন্তরিক যন্ত্রনার উপশম হইল না কিন্তু তিনি কিয়ৎকালের জন্য বাহ্য যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। বাস্তবিক বৃদ্ধার দয়ার সীমা নাই। আজ বৃদ্ধা, মাতা—হিরণ্ময়ী, কন্যা। এইরূপে সময় কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ভয়ঙ্কর ঘটনা।

সন্ধ্যা আগতা দেখিয়া বৃদ্ধা একটা জলপূর্ণ ভাণ্ড হইতে একটি মৃণ্ময় প্রদীপ উত্তোলন পূর্ব্বক একখানি ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে মুছিল, প্রদীপে বর্ত্তিকা বসাইল, কিঞ্চিৎ তৈল দিল। তাহার পর রন্ধনশালায় গিয়া উনান হইতে একখানা পোড়া ঘুঁটে বাহির করিয়া একটা দেশালাই জ্বালিল। সেই আলোকে প্রদীপটি জ্বালিয়া লইল। রন্ধনশালার দেওয়ালে একটা কঞ্চির গোঁজে একটা আধভাঙ্গা ধুচুনী টাঙ্গান ছিল, বৃদ্ধা বাম হস্তে সেইটি ধরিয়া দক্ষিণ হস্তস্থ প্রদীপটি তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া আস্তে আস্তে সদর দরজায়, বাটীস্থ অন্য দুই খানি কুঠরীতে আলোক দেখাইয়া শেষে আপনার গৃহে দেখাইল, ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিল। অনন্তর গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটি জবুতবু গোছের দেরুখায় প্রদীপটি রাখিয়া দিল। গৃহ অন্ধকারের হাত এড়াইল। বৃদ্ধার রন্ধনশালায় তাহার কোন আত্মীয় দিবসে রন্ধনাদি করিয়াছিল তাই এখনও অগ্নি ছিল।

বহড়া গ্রামের সান্ধ্য চিত্রটি বড় সাদাসিধা। রাখালেরা সবৎসা গাভীদল লইয়া ফিরিয়া আসিল। রাখালরমণীগণ পুরুষদিগের সাহায্যার্থ অবিলম্বে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গাভীদিগকে বাঁধিতে লাগিল। রাখালেরাও সেই কার্য্যে যোগ দিল। গাই বাঁধা চুকিয়া গেল। যে সকল লোক দুগ্ধ-দোহন-কার্য্যে তৎপর, তাহারা দোহন পাত্র লইয়া গাভীদিগের দুগ্ধ দোহন করিতে আরম্ভ করিল। স্ত্রীলোকেরা পার্শ্বে বসিয়া, কেহ বা দাঁড়াইয়া, গোবৎসকে গ্রেপ্তার করিয়া রাখিল। বৎসগণ হাত ছাড়াইবার জন্য বল প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিল না বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। যে গাভী স্থির হইয়া দুগ্ধ দান করিতে নারাজ, তাহার পশ্চাৎ ভাগের পদদ্বয়ে ছাঁদন দড়ির বেড় দেওয়া হইল;— গাভী নিরুপায়, কেবল মধ্যে মধ্যে হম্বা হম্বা শব্দে, কি জানি কাহাকে ডাকিতে লাগিল। তাহার বৎস

সেই সময় একবার প্রাণপণে বল প্রকাশ করিয়া ধৃতকারিনীর হাত ছাড়াইবার জন্য লম্ফত্যাগ করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার গ্রেপ্তার হইল। গোশালার এক কোণে বসিয়া কোন গোপস্ত্রী একটি প্রদীপ জ্বালিয়া একখানা খড়কাটা বঁটি লইয়া ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ করিয়া খড় কাটিতে লাগিল।

এদিকে কৃষকগণ সে দিনের ক্ষেত্রকর্ম্ম সারিয়া হলস্কন্ধে স্ব স্ব বলদ লইয়া ফিরিয়া আসিল। কেহ হলাদি যথাস্থানে রক্ষা করিতে লাগিল, কেহ বা বলদগুলিকে বিছালি, ভুষি, তৈলকীট্ট ইত্যাদি ভোজ্য প্রদান করিল।

গ্রামের দুই চারি গৃহে শঙ্খধ্বনি হইল, কিন্তু একটিও গৃহে দেবতার আরতির মাঙ্গল্যযন্ত্রের বাদ্য শ্রুতিগোচর হইল না, তাহার কারণ এ গ্রামে তেমন লোকও নাই, তেমন দেবতাও নাই। তবে তা যাই হৌক, কিন্তু একটি বাড়ীতে হরিলুট হইয়া গেল। হরির প্রসাদিত বাতাসা লুণ্ঠনকারীদিগের মধ্যে সকলেরই মুখে 'হরিবোল হরিবোল' শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইল, কিন্তু ভূতল হইতে অনেকের হস্তে বর্ষিত বাতাসা উঠিল না। হরি ইহাদিগের নালিশ শুনিবেন কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বহড়া গ্রামের অধিবাসীরা বড় দরিদ্র। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা দিবসে রন্ধন করে, তাহারা রাত্রিকালে জলসিক্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে, আর যাহারা দিবসে অবকাশ পায় না, তাহারা এই সন্ধার সময় খাটিয়া আসিয়া রন্ধন কার্য্য আরম্ভ করে, প্রাতে পর্য্যুসিতান্ন ভক্ষণ করিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে যথা তথা চলিয়া যায়। সেইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক। তাহারা এক্ষণে চুলা জ্বালিয়া হাঁড়ি চড়াইয়া দিল। গ্রামের চারি দিক হইতেই ধূম উত্থিত হইতে লাগিল ঘুঁটে ধুয়ার গন্ধে গ্রাম ভরিয়া গেল।

তালপুকুরের পাড়ে শৃগালদল সময় পাইয়া কুকুরদলকে গালি দিতে লাগিল। কিন্তু কুকুরদল ও নাছোড়বান্দা, তাহারাও কতক দূর দৌড়িয়া গিয়া উর্দ্ধমুখে ঘেউ ঘেউ ভেউ ভেউ করিয়া দশকথা শুনাইয়া দিল।

অনন্তর বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে—গৃহ মধ্যে রাখিয়া পুনর্ব্বার রন্ধনশালায় গমন করিল। সেখানে আর একটা দীপ জ্বালিয়া একটা মেটে পাথরে কতকগুলি জলসিক্ত অন্ন লইয়া ভক্ষণ করিল। ব্যঞ্জনের মধ্যে বার্ত্তাকুদগ্ধ, কাঁচা লঙ্কা ও লবণ। দরিদ্রা ইহাতেই ভোজন সুখ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল।

এতক্ষণ হিরণ্ময়ী একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন। সেই আলো-কান্ধকারমিশ্রিত গৃহমধ্যে তাঁহার সেই বিষাদ মূর্ত্তি! মধ্যে মধ্যে এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইয়া অল্পদূর স্থিত প্রদীপশিখাকে বিকম্পিত করিতেছিল।

বৃদ্ধা আহারান্তে পুনর্ব্বার হিরণ্ময়ীর নিকট আসিল। সে তাঁহাকে অন্য-মনস্কা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি ভাব্‌ছ মা?"

হিরণ্ময়ী প্রকৃতিস্থা হইয়া বলিলেন, "না গো, কিছুই ভাবিতেছি না—চুপ করিয়া বসিয়া আছি।"

বৃদ্ধা।—"ঘুম পাইয়াছে কি?"

হিরণ।—"না।"

বৃদ্ধা।—"তবে দুই একটা রূপ্‌কথা (উপকথা) শুন্‌বে কি?" বৃদ্ধার এরূপ বলিবার কারণ এই যে, যদি ইহাতে হিরণ্ময়ীর চিন্তাকুলিত চিত্ত পরিবর্ত্তিত হয়।

হিরণ্ময়ী ইহাতে ইচ্ছা না থাকিলেও উপকারিণীর কথা-লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না।

বৃদ্ধা বাঘ, ভাল্লুক, রাক্ষস, রাজা, রাণী, রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র প্রভৃতি কত-রূপ উপকথা আরম্ভ করিল, কিন্তু হিরণ্ময়ী অন্যমনস্কতার সহিত কতক শুনিলেন, কতক শুনিলেন না। বৃদ্ধা মনে করিল, হিরণ্ময়ী সমস্তই শুনিতে-ছেন। অনন্তর বৃদ্ধার "আমার কথাটি ফুরা'ল, নটে গাছটি মুড়া'ল" হইয়া গেল।

অবকাশ পইয়া এইবার হিরণ্ময়ী বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, তোমার নাম কি? তোমরা আপনারা?"

বৃদ্ধা বলিল, "আমার নাম মঙ্গলা—আমরা গোয়ালা।"

হিরণ।—"তোমার আর কে আছে?"

বৃদ্ধা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, 'আর মা, এ পোড়াকপালীর আর কেউ নেই। কেবল পোড়া যমই আছে।"

হিরণ্ময়ী বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, বলিলেন, "আর দুঃখ করিয়া কি করিবে বল। বিধাতার ইচ্ছা কে লঙ্ঘন করিতে

পারে ? জগতের কার্য্যই এই।" তবে হিরণ্ময়ি! তুমি কেন সুগভীর দুঃখ সাগরে ডুবিয়া শঙ্করী নদীতে ডুবিতে সঙ্কল্প করিয়াছ ? বুঝিয়াছি, মানুষ দুঃখের সময় পরকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু নিজের দুঃখ উপশম করিতে সক্ষম হয় না। ইহা বিধাতার ইচ্ছা জগতের কার্য্য।

কিয়ৎক্ষণ পরে হিরণ্ময়ী আবার বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা, তবে কে আজ তোমার অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল ?"

বৃদ্ধা।—"এই গাঁয়ে আমার এক ঘর জ্ঞেয়াৎ আছে। সে বাড়ীর একটি মেয়ে, সম্পর্কে আমার নাৎনী হয়। আমি যখন বাটী থাকি না, তখন সেই রান্না টান্না করে রাখে, আপনিও খায় আর বাড়ী আগ্‌লায়।"

হিরণ।—"যা হউক্, তবু তোমার অনেটা উপকার হয়।"

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কথোপকথন হইবার পর হিরণ্ময়ী বলিলেন,"হ্যা দেখ, আমার এই বালা তু'গাছা আর মুক্তার মালা তোমার কাছে রাখিয়া দাও।"

বৃদ্ধা।—"আমিও তাই তোমাকে বল্‌ব বল্‌ব মনে কচ্ছিলেম। এ জায়গাটা বড় ভাল নয়, কার মনে কি আছে, তা জানি না। তা দাও, আমি এখন আমার কাছে গোপনে রেখে দি'। যখন তুমি মামার বাড়ী যা'বে, তখন তোমার আঁচলে বেঁধে দিব। হাতে গলায় প'রে পথে যেও না।

হিরণ্ময়ী হস্ত হইতে বালা ও কণ্ঠ হইতে মালা উন্মোচন করিয়া বৃদ্ধার করে অর্পণ করিলেন। বৃদ্ধা উহা হস্তে লইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, "এমন দামী জিনিষ, এও কি মেয়ে ছেলের একলা পরে পথে যেতে আস্তে আছে ?"

হিরণ।—"তুমি আমার প্রতি যেরূপ দয়া দেখাইতেছ, আমি তার কিছুই করিতে পারিলাম না, কিন্তু এ উপকার আমি কখন ভুলিব না।"

বৃদ্ধা।—"সে কি, বাছা! এ আর উপকার কি ? এখন তোমায় ভালয় ভালয় তোমার মামার বাড়ী পাঠা'তে পাল্লেই আমার আশা মিটে।"

হিরণ্ময়ী কোন উত্তর করিলেন না।

বৃদ্ধা আবার বলিল, "রাত বেড়ে উঠছে। চল এখন তোমাকে পাশের ঘরে শুইয়ে রেখে আসিগে।" এই বলিয়া হিরণ্ময়ীকে লইয়া পার্শ্বস্থ গৃহে গমন করিল।

সেই গৃহে বৃদ্ধা একটি বিছানা পাতিয়া একটি বালিস রক্ষা করিল। সে গৃহের কপাট নাই, কিন্তু ছেঁচা বাঁশের আগড় আছে।

বৃদ্ধা তথায় হিরণ্ময়ীকে রাখিয়া আবার নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিল। সিকায় একটি হাঁড়ি ঝুলিতেছিল, সে সেইটি পাড়িয়া তন্মধ্য হইতে চারিখানি বাতাসা বাহির করিল। অনন্তর রন্ধনশালায় গিয়া, একটি দুদ আওটাইবার হাঁড়ি হইতে এক বাটী দুগ্ধ লইল। পুনর্ব্বার আপনার গৃহে আসিল। অনন্তর সেই দুগ্ধে দুই খানা বাতাসা ডুবাইয়া দিল। তাহার পর সেই দুগ্ধপূর্ণ বাটী ও অবশিষ্ট দুই খানি বাতাসা লইয়া হিরণ্ময়ীর গৃহে প্রবেশ করিল।

হিরণ্ময়ী শুইয়াছিলেন, বৃদ্ধাকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "আবার এ সব কেন? আমি আর কিছুই খাইতে পারিব না। তুমি ইহা নিজে খাও। আমায় দিয়া কেন বৃথা নষ্ট কর।"

বৃদ্ধা বলিল, "বাছা! রেতে কি উপোস থাক্‌তে আছে? আচ্ছা, এখন না খাও, একটু পরে খেও, কেমন্?"

হিরণ।—"তা' আমি বল্‌তে পারি না।"

বৃদ্ধা।—"না, খেতেই হবে।"

হিরণ।—"আচ্ছা খাইব।" এ কথা অনিচ্ছায় বলিলেন।

বৃদ্ধা।—"আমার দিব্যি ক'রে বল,—খা'বে।"

হিরণ্ময়ী উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিলেন, "যা পারি, খাইব, কিন্তু সব পারিব না।"

বৃদ্ধা।—"ফাঁকি দিবে না ত?"

হিরণ।—"সত্য বলিতেছি,—তোমার দিব্য করিয়া বলিতেছি, খাইব। তুমি আমার যেরূপ উপকার করিতেছ, আমি তোমার কথা কখনই লঙ্ঘন করিব না।"

বৃদ্ধা।—"তবে এখন আমি শুইগে। যদি রেতে উঠ, তবে আমাকে এই ঘর থেকে ডেক। ঘুমিয়ে প'ড় না—দুদ্‌টুকু আর বাতাসা দুখানি খেও। আমি এখন তোমার ঘরের আগড় ভেজিয়ে দিয়ে শুইগে যাই।"

বৃদ্ধা আপনার গৃহে গমন করিয়া শয়ন করিল।

এদিকে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালীর কন্যা হিরণ্ময়ী সামান্যা দীনদরিদ্রের দুর্ভাগ্যবতী তনয়ার ন্যায় একাকিনী সেই কদর্য্য গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি ছিন্ন মাদুরের উপর অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখখানি বৈমর্ষ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কপালে, গালে, হস্তে, পদে এক একটা সুক্ষ্মশুণ্ড মশক বসিয়া রক্তশোষণ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার শরীর যেন অসাড়—কষ্টের লেশমাত্রও অনুভূত হইতেছে না। হিরণ্ময়ীর বিলয়োন্মুখ আশা ভরসার সহিত প্রদীপটিও নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল।

হিরণ্ময়ী তদ্দর্শনে তাড়াতাড়ি করিয়া অঙ্গীকৃত দুগ্ধের কিয়দংশমাত্র পান করিলেন। একেবারেই পান করিবার ইচ্ছা ছিল না, কেবল শপথের ভয়ে যৎকিঞ্চিৎ পান করিলেন। বাতাসা দুইখানা স্পর্শও করিলেন না। পাছে বৃদ্ধা দেখিতে পাইলে দুঃখিত হয়, এই জন্য দুইখানা বাতাসা এবং অনেকটা দুগ্ধ গৃহের একটা ক্ষুদ্র জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

পুনর্ব্বার মাদুরের উপর উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন। নিদ্রা আসিল, আর বসিতে পারিলেন না। আস্তে আস্তে শয়ন করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গেল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ।—প্রকৃতির যোগসাধনের সময়, সুতরাং তিনিও নিস্তব্ধ। এক্ষণে সংসার-নদের তুমুল কোলাহলপূর্ণ তরঙ্গসঙ্ঘ কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব হইয়া অনন্ত অসীম অগাধ কালসমুদ্রে মিশিতে লাগিল। যদি কেহ যুগপৎ ভয় ও ভক্তির দৃশ্য দেখিতে ইচ্ছা করে, তবে ইহাই সেই দৃশ্য।

বৃদ্ধা আপন গৃহে শয়ন করিয়াছিল। সে এক্ষণে একবার শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। হিরণ্ময়ী যে গৃহে শয়ন করিয়া আছেন, সে সেই গৃহের দ্বারদেশে গিয়া, "ওমা—ওগো মা—ওগো—ও বাছা" বলিয়া ডাকিল, কিন্তু হিরণ্ময়ীর সাড়াশব্দ পাইল না। আমাদের বোধ হয়, হিরণ্ময়ী পথশ্রমে ও অনাহারে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন। বৃদ্ধা! এক্ষণে তুমি আর দুঃখিনীকে জাগাইও না।—সূর্য্যোদয় হইতে দাও, তখন ডাকিও।

বৃদ্ধা আর ডাকিল না বটে,কিন্তু আগড় ঠেলিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশকরিল। গৃহ অন্ধকার। দীপবর্ত্তিকার সমস্তই পুড়িয়া গিয়াছে—প্রদীপে তৈলের গন্ধও নাই।

বৃদ্ধা গৃহমধ্যে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, যেখানে হিরণ্ময়ী শয়ানা আছেন, সেইখানে উপস্থিত হইল। আস্তে আস্তে হিরণ্ময়ীর গাত্রে হস্ত দিয়া ডাকিতে লাগিল—সাড়া পাইল না। ঠেলিতে লাগিল—তথাপি সাড়া পাইল না। গ্রীবায় হস্ত দিয়া উঠাইয়া বসাইতে চেষ্টা করিল, তথাপি হিরণ্ময়ীর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে এতদবস্থ দেখিয়া কি ভাবিল। ভাবিয়াই তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বাহিরে চলিয়া আসিল। আসিবার সময় তাহার মুখে অস্পষ্টভাবে শুনা গেল,—"হ'য়ে গেছে।"

অনন্তর বৃদ্ধা তথা হইতে চলিয়া গিয়া তৃতীয় গৃহটির মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে প্রবিষ্ট হইয়া "ও ভোলা! ওরে লখে" বলিয়া কাহাদিগকে ডাকিল। বৃদ্ধার আহ্বানে দুই জন যুবা গাত্রোত্থান করিয়া "কি মা?—হ'য়ে গেছে কি?" এই কথা বলিল।

বৃদ্ধা বলিল, "হ'য়ে গেছে; এখন তোরা শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর মড়াটাকে নিয়ে শঙ্করী নদীতে ফেলে দিয়ে আয়। আড়াই পহর রাত উৎরে গেছে।"

ভোলা এবং লখে এই বৃদ্ধার পুত্র। উহাদের আকার প্রকার দেখিলে দর্শকের মনে আপনা আপনি ভয়ের উদ্রেক হয়। ভোলা বড় এবং লখে ছোট। ইহাদের রূপগুণের কথা বেশী করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। পাঠক মহাশয়! যদি কখন বিকটমূর্ত্তি লেঠেল দেখিয়া থাকেন, তবে ইহাদিগকেও ঠিক্ সেইরূপ বলিয়া ধরিয়া লউন্।

ভোলা বৃদ্ধাকে বলিল, "হ্যা দেখ্ মা! আজ তুই আমাদেরকে ঘরে থাকৃতে ব'লে যে রকম রোজগারের যোগাড়টা করে দিলি, তা আমরা আর কি বল্‌ব। আমরা রোজ রোজই লাঠি হাতে ক'রে, মুখে কালি মেখে, রেতের বেলা পথের ধারে ব'সে থাকি; সময়ে সময়ে দু একটা রাহীকে মেরে ফেলে যা' কিছু টাকা কড়ি কাপড় চোপড় পাই, তা ত তুই সকলই জানিস্। কিন্তু আজ তুই যে, কি শুভক্ষণেই ঐ মেয়েটাকে হাত করেছিলি যা হোক। এত দিন ধরে আমরা দু'জনে দু শ আড়াই শ লোককে ঠেঙিয়ে মেরে যা কর্ত্তে পারিনি, তুই তা আজ একটাকে মেরে কল্লি।"

ভোলা এই কথা বলিলে, তিন জনেরই মুখে হাসি দেখা দিল।

লখে বলিল, "হ্যাঁ মা! হীরের বালা আর মতির মালা ত বেশ ক'রে রেখেছিস্? দেখিস্ বেটি! যেন আবার চোরের উপর বাটপাড়ি না হয়।"

লখের কথা শুনিয়া ভোলা বলিল, "ওরে বোকা! আজও কি তোর ঘটে বুদ্ধি সুদ্ধি জম্‌লো না। ওরে, মার বুদ্ধি আর পরামর্শমতেই ত আমরা ঠেঙাড়ের কাজ শিখে দিন গুজরোন্ কচ্চি, কিন্তু বল্ দেখি, সেই দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত আমরা কি কখন কোন বিপদে পড়েছি?"

লখে।—"মার আশীর্ব্বাদে তা' ত পড়িনি, দাদা!"

ভোলা।—"তবে বল্ দেখি, আমাদের মা-র বুদ্ধি কি সামান্যি। ওর কাছ থেকে আবার চোরে কার্দ্দানি ফলা'বে?"

উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতে দেখিয়া বৃদ্ধা বলিল, "ওরে, তোরা আর মিছে গোলমাল ক'রে সময় কাটাস্ নে। মড়াটাকে ফেলে দিয়ে এসে, তা'র পর যা হয় করিস্—বলিস্।"

বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া ভোলা ও লখে আর কালবিলম্ব করিল না। তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত উভয়ে হিরণ্ময়ীর গৃহে গমন করিল। আবার তিন জনে বিশেষ করিয়া হিরণ্ময়ীকে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। তখনও তাহাদের সন্দেহের কোন কারণ লক্ষিত হইল না। অনন্তর ভোলা ও লখে হিরণ্ময়ীকে স্কন্ধে লইয়া তথা হইতে শঙ্করী নদীতে প্রস্থান করিল। এই দুইজন দস্যু অতি দ্রুতবেগে অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া শঙ্করীর স্রোতে সুবর্ণপ্রতিমা ভাসাইয়া দিল।

এ দিকে দস্যুজননী রাক্ষসীস্বরূপা বৃদ্ধা হিরণ্ময়ীকে ভাসাইতে পাঠাইয়া দিয়া, আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দীপালোকে হিরণ্ময়ীর প্রদত্ত মুক্তামালা ও হীরকমণ্ডিত সুবর্ণবলয় বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিল। অন্তরে আর আনন্দ ধরিল না। আশা আসিয়া তাহাকে কত পন্থাই দেখাইতে লাগিল।

পাঠক! এই ভণ্ডতপস্বিনী কপটচারিণী পাপীয়সী বৃদ্ধাকে দেখিয়া আপনি কি মনে করিতেছেন? হিরণ্ময়ীর সহিত ইহার প্রথম সাক্ষাৎ এবং এই ঘটনা দেখিয়া ইহাকে কি বলিতে ইচ্ছা হয়?—রাক্ষসী। লোকে বলে কবিরা কল্পনা করিয়া রাক্ষস ও রাক্ষসীর সৃষ্টি করেন, কিন্তু আমরা বলি

তাহা নয়, তাঁহাদের বর্ণিত রাক্ষস রাক্ষসী এই মনুষ্য সমাজেই অহর্নিশ রহিয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত এই বৃদ্ধা ও ইহার দুই পুত্র।

অভাগ্যবতী হিরণ্ময়ীর এই পরিণাম যে এমন হইবে, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। তিনি আজ রাত্রিকালে শঙ্করী নদীতে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিবার চেষ্টায় ছিলেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধাই যে তাঁহাকে দুগ্ধের সহিত বিষ মিশাইয়া পান করিতে দিয়া হত্যা করিবে এবং শঙ্করীতে ভাসাইয়া দিবে, ইহা তাঁহার চিন্তার বহির্ভূত ছিল। এই লোমহর্ষণ ঘটনায় বৃদ্ধা সুখী, তাহার পুত্রদ্বয় সুখী, অবস্থানুসারে হিরণ্ময়ীও সুখী, কিন্তু আমরা তাহার বিপরীত। কিন্তু কি করিব, নিয়তির নিয়ম কে লঙ্ঘন করিতে পারে? তা যা হউক, আমরা এই নিষ্ঠুরা বৃদ্ধা এবং ইহার নিষ্ঠুর পুত্রদ্বয়ের অচিরে মৃত্যু কামনা করি। এই তিন জন না মরিলে, আরও যে কত লোক অকালে প্রাণত্যাগ করিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

দুরাত্মা ভোলা ও লখে হিরণ্ময়ীকে ভাসাইয়া দিয়া অবিলম্বে গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহারা কিরূপ করিয়া এই কার্য্য সমাধা করিয়া আসিল, বৃদ্ধার নিকট তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিল।

যে অলঙ্কারের জন্য হিরণ্ময়ী শঙ্করীর জলে বিসর্জ্জিত হইলেন, সেই অলঙ্কার এক্ষণে বৃদ্ধা ও তাহার পুত্রদ্বয়ের হস্তে পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরীক্ষিত হইতে লাগিল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শঙ্করী নদী।

বহড়া গ্রামের ক্রোশ দুই উত্তরে শঙ্করী নদী, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই নদী খুব বিস্তৃত নহে। ইহার জল পরিষ্কার এবং সুস্বাদু। ইহার উভয় তীরে সৈকতভূমি, তাহার পর তটভূমি। রাত্রিকালে ইহার শোভা অতি মনোহারিণী। উভয় তটের কোন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম, কোথাও বা শস্যক্ষেত্র। এক্ষণে শঙ্করীর স্রোত অনাঘাতিত হইয়া আপন

মনে চলিয়া যাইতেছে। সেই স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া অভাগী হিরণ্ময়ীর অপূর্ব্ব দেহও চলিয়া যাইতেছে। কতকগুলি পদ্মপুষ্প একত্রে ভাসিয়া গেলে যেরূপ দেখায়, একা হিরণ্ময়ীর দেহযষ্টিও সেইরূপ দেখাইতেছে। ক্রমে ক্রমে সময় চলিয়া গেল, যে স্থানের স্রোতে হিরণ্ময়ী বিসর্জ্জিত হইয়াছিলেন, সেই স্রোত চলিয়া গেল এবং তদুপরি ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার দেহও চলিয়া গেল। নৈশ প্রকৃতি নীরবে হিরণ্ময়ীর ভাসমান দেহ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

শঙ্করী নদীর অবিরামগতি-স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া হিরণ্ময়ীর দেহ বহুদূর চলিয়া গেল। বায়ুব সঞ্চারে উহা সমানভাবে না গিয়া একটু একটু করিয়া বাঁকিয়া যাইতে লাগিল। বাঁকিয়া যাইতে যাইতে একস্থলে সৈকত-ভূমিতে সংলগ্ন হইয়া গেল—আর যাইতে পারিল না। সেই স্থানে আটক পড়িয়া বায়ুসঞ্চালিতজলকম্পনে মৃদু মৃদু দুলিতে লাগিল। হিরণ্ময়ীর পরিহিত সিক্ত বস্ত্রখানির কিয়দংশ শরীরে এবং কিয়দংশ জলে অর্দ্ধমগ্ন হইয়া রহিল।

যতক্ষণ ভোগ, ততক্ষণ যোগ। কিন্তু ভোগ ফুরাইলেই বিয়োগ ঘটে। এই কালরাত্রিরও তাহাই ঘটিল। কএক ঘণ্টার জন্য ভূগোলের পূর্ব্বাংশের সহিত তাহার বিয়োগ সঙ্ঘটিত হইল। সে পূর্ব্বদিক ছাড়িয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল। ওদিকে পূর্ব্বাকাশে ঊষা ললাটে প্রভাতমণি বসাইয়া নয়ন উন্মীলন করিল। সূর্য্যোদয়ের এখনও বিলম্ব আছে।

এমন সময়ে সহসা কিঞ্চিদ্দূরে মনুষ্যকণ্ঠের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। কতকগুলি লোক যেন কি বলিতে বলিতে আসিতেছে। দূরত্ব নিবন্ধন তাহাদের উচ্চারিত কথার অর্থ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল না, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই তিন বার 'লুঠ—টাকা—আমার—বর্সা" এইরূপ কএকটি কথা অসংলগ্নভাবে শুনা গেল।

ক্রমে দেখা গেল যে, চৌদ্দ পনর জন ইতরজাতীয় লোক আসিতেছে। তাহাদের হস্তে অস্ত্রশস্ত্র অর্থ ও অলঙ্কার রহিয়াছে। তাহাদের আকার প্রকার ও সেই সকল দ্রব্য দেখিয়া, তাহাদিগকে দস্যু বলিয়া বোধ হইল। তাহারা আরও কিছুদূর আসিয়া পরস্পরে বলিল, "হ্যা দেখ্, নিধে! আর ত

যাবার সুবিধে দেখ্‌চিনে। ভোর হ'য়ে এসেচে। এখন ত আর ঠিকানায় যাবার যো নেই। এক কাজ করা যাক্;—ঐ জঙ্গলটার ভিতর গিয়ে লুকিয়ে থাকি গে চল্। দিনের বেলা ওখানে থেকে, আবার রেতের বেলা ঠিকানায় যাব, কেমন?"

আর একজন বলিল, "তা বই ত আর উপায় দেখ্‌চিনে। চল, শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর চল।"

এই বলিয়া সকলে দ্রুতপদে আসিতে লাগিল। এমন সময় সহসা একজন বিস্ময়সহকারে বলিয়া উঠিল, "ওরে ওটা কি?"

আর একজন বলিল, "কই রে?"

প্রশ্নকারী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ যে রে।"

অপর একজন ব্যক্তি দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "একটা মড়া বুঝি ধারে আটকে ভাস্‌চে। চল চল, যদি ওটা নৌকাডুবি হ'য়ে ম'রে থাকে, তবে ওর গায়ে গয়না টয়না আছে—খুলে নিগে চল্।" এই বলিয়া সকলে দ্রুত-পদে তটসংলগ্না হিরণ্ময়ীর নিকট উপস্থিত হইল। সকলে বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিল। এমন সময়ে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "ওরে এ স্ত্রীলোকটা মরে নি এখনও। এই দেখ্, একটু একটু নড়্‌ছে—না?"

আর ব্যক্তি দেখিয়া বলিল, "ঠিক্ বলেছিস, ভাই! নড়্‌ছে বটে। এক কাজ করি আয়;—একে জল থেকে তুলে নিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করা যা'ক্।" এই বলিয়া দুই তিন ব্যক্তি আস্তে আস্তে হিরণ্ময়ীকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া তীরে রক্ষা করিল। নাসিকায় হস্ত দিয়া দেখিল, অতি সূক্ষ্মভাবে নিশ্বাস বহিতেছে। কিন্তু হিরণ্ময়ী এখনও এতদূর চৈতন্যহীনা যে, বাহিরে কি কি হইতেছে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। এদিকে, তাঁহার অন্তরের ভিতর কি কি হইতেছে, তাহা বাহিরের লোকেরাও বুঝিতে পারিতেছে না।

অনন্তর সেই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বিষচিকিৎসক ছিল। সে ব্যক্তি কএক প্রকার টোট্‌কা টুট্‌কিও জানিত। সে হিরণ্ময়ীর তাৎকালিক আকার ও অবস্থা দেখিয়া বলিল, "এই স্ত্রীলোকটি বিষে এমন হ'য়েছে।" এই বলিয়া দ্রুতপদে সৈকতভূমি হইতে তটে আরোহণ করিয়া দুই প্রকার

লতা আনিল। উহার মধ্যে একপ্রকার লতার পাতা নিঙ্ড়াইয়া হিরণ্ময়ীর মুখে রস দিল। অল্পক্ষণ পরেই হিরণ্ময়ীর বমন হইল। এই বমনের সময় তাঁহার যে কষ্টানুভব হইয়াছিল, তাহা তাঁহার আকার ইঙ্গিতে বুঝা গেল। অনন্তর দ্বিতীয় প্রকার পাতার রস মুখমধ্যে প্রদত্ত হইলে, সেই যন্ত্রণার উপশম বোধ হইল।

অনন্তর সেই সকল ব্যক্তি সেখানে আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া, হিরণ্ময়ীকে ধরাধরি করত পূর্ব্বকথিত জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে তাহারা মনোমত নিভৃতস্থান বাছিয়া লইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। সকলে মিলিয়া বিশেষরূপে বিপন্না হিরণ্ময়ীর সেবা শুশ্রূষা করিতে ক্রুটি করিল না। সেই সকল ব্যক্তি যে দস্যু, পাঠক মহাশয়কে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে কথা এই, তাহারা হিরণ্ময়ীকে কি উদ্দেশে সুস্থ করিল?—তাহা বলিতে পারি না। এ দিকে সূর্য্যোদয় হইল। সূর্য্যালোকে দেখা গেল, যেখানে দস্যুরা হিরণ্ময়ীকে দেখিতে পাইয়াছিল, তথাকার বালুকাভূমিতে দুই প্রকার ছিন্ন লতা ও মনুষ্যপদের অনেকগুলি চিহ্ন বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বীরচাঁদ।

বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। যে জঙ্গলের মধ্যে দস্যুরা হিরণ্ময়ীকে লইয়া অবস্থান করিতেছে, উহা এক্ষণে নূতনভাব ধারণ করিয়াছে। উহার চতুষ্পার্শ নীরব। কেবল মধ্যে মধ্যে 'ফটিক জল' বলিয়া দুই একটা চাতক পক্ষী ডাকিতেছে। তাহাদের আহূত 'ফটিকজল' তত মিষ্ট না হউক, কিন্তু তাহাদের কণ্ঠস্বর তদপেক্ষা শতগুণে মিষ্ট।

এমন সময়ে সেই জঙ্গলের অপর দিকে পাঁচ ছয় জন লোককে দেখা গেল। উহারা কাহারা?—উল্লিখিত দস্যুদলের পাঁচ ছয় জন লোক। উহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি বলিল, "হ্যা দেখ,কেনা! এই মেয়েলোকটা বল্চে

কি যে, ওর মামার বাড়ী বেলগাঁয়ে। ও সেখানে যাচ্ছিল। এমন সময় একটা বুড়ী মাগী ওকে তা'র বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল। সে ওকে রাত্তিরে একটা ঘরে শুইয়ে রেখেছিল, ও-ও ঘুমিয়ে পড়েছিল, এমন সময়ে আমরা ওকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি।" এই কথা শুনিয়া সকলে একবার হাসিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "তা' ও বল্‌তে পারে, কেন না ও কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চে না। আর আমাদের দেখে ওর এরূপ সন্দেহও হ'তে পারে। তা যাই হৌক্, আমি ওর ভাবগতিক দেখে সমস্তই বুঝ্‌তে পেরেছি। ও কোথাও জালে পড়েছিল, কিন্তু এখন ভগবানের ইচ্ছেয় আমাদের হাতেই জাল ছিঁড়েচে। ভাই ছুঁড়ী কি সুন্দরী! আমার ইচ্ছে হয়, ওকে বিয়ে করি।"

তৃতীয় ব্যক্তি হাস্য করিয়া বলিল, "তোর ইচ্ছে হয়, আর আমাদের বুঝি হয় না?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি হাসিয়া বলিল, "সকলের ইচ্ছে সকলের মনেই থেকে গেল। সর্দ্দার বল্‌ছে কি গুরু ঠাকুরের হাতে ওকে দেবে। অন্য কারো ট্যাফোঁ করবার যো নেই।"

চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, "কাজেই।"

পঞ্চম ব্যক্তি বলিল, "ওরে, যা হ'বার নয়, তা'র ভাবনা ভেবে মচ্চিস্ কেন? তা'র চেয়ে আমরা ছুঁড়ীটেকে আশ মিটিয়ে, চোক জুড়িয়ে দেখি গে চল।"

চতুর্থ ব্যক্তি আবার বলিল, "কাজেই।"

অনন্তর তাহারা দলে গিয়া মিশিল।

এ দিকে দস্যুদিগের সর্দ্দার কএকখানি লুণ্ঠিত বস্ত্র বিছাইয়া তাহার উপর হিরণ্ময়ীকে শুয়াইয়া রাখিয়াছে। হিরণ্ময়ী এখনও উঠিয়া বসিতে পারিতেছেন না। তিনি এই সকল লোককে দেখিয়া মনে মনে কত কি আন্দোলন করিতেছেন—কত কি ভাবিতেছেন। সে আন্দোলনের—সে ভাবনার সীমা নাই। তিনি ভয়ে ও লজ্জায় চক্ষু উন্মীলন করিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে তাঁহার নিমীলিত চক্ষুযুগল হইতে কএক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

দস্যুসর্দ্দার নীরবে বসিয়া হিরণ্ময়ীর এই অশ্রুপাত দর্শন করিল। দলস্থ অপরাপর দস্যুগণও ইহা দেখিল। উহাদের মধ্যে দুই জন ব্যক্তি জনান্তিকে এতৎ সম্বন্ধে কি বলা কওয়া করিল। উঁহাদের নাম কেনারাম ও নিধিরাম।

দস্যুসর্দ্দারের নাম বীরচাঁদ। সে ব্যক্তি যদিও দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ও শরীরকে ঘৃণিত এবং পাপলিপ্ত করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার অধীনস্থ দস্যুদিগের অপেক্ষা তাহার হৃদয় উদার। সেই হৃদয়ে অসৎ বৃত্তির সহিত সৎবৃত্তিও সমানরূপে আধিপত্য করিতেছে। বীরচাঁদের হৃদয় অধিক সময় মন্দের দিকে গাড়াইয়া পড়িলেও, এক এক সময় ভালর দিকে এরূপ ভাবে ঢলিয়া পড়ে যে, তখন তাহাকে অতিবড় শক্ররও আলিঙ্গন ও মুক্ত-কণ্ঠে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে। অদ্যকার হিরণ্ময়ী-সংক্রান্ত ঘটনা দেখিয়া আমরা বীরচাঁদের সমস্ত দোষ ও অসৎ কার্য্য বিস্মৃত হইলাম। চেতনরহিতা ও মৃত্যুমুখপতনোন্মুখী হিরণ্ময়ীকে যে ব্যক্তি ঔষধি-লতা-পত্রের রস দিয়াছিল, সে এই বীরচাঁদ। যে ব্যক্তির ভয়ে অপর পাপাত্মা দস্যুরা হিরণ্ময়ীর প্রতি অসদাচার প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইতেছে না, সে এই বীরচাঁদ। হিরণ্ময়ী পিতার নিকট পীড়িতা কন্যার ন্যায় যে ব্যক্তির সম্মুখভাগে বিস্তৃত বস্ত্রগুলির উপর শুইয়া আছেন, সেও এই বীরচাঁদ।

বীরচাঁদের বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চাশ বৎসর হইবে। এত বয়স হইলেও, আজিও ইহার শরীরে পঞ্চবিংশ বা ত্রিংশবর্ষীয় বলিষ্ঠ যুবার ন্যায় শক্তি রহিয়াছে। ইহার আকার প্রকার দেখিয়া ইহাকে কেহ দস্যু বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। ফলকথা বীরচাঁদ একজন অপূর্ব্ব দস্যু। এরূপ দস্যু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বীরচাঁদ সময়ে দস্যু—সময়ে দয়ালু।

বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীকে বলিল, "বাছা? কেন তুমি আমার কাছে থেকেও এত ভয় পাচ্চ? যখন তুমি আমার কাছে আছ, তখন তোমায় কা'র সাধ্যি যে কিছু বলে? তোমার কোন ভয় নেই। আজ থেকে তুমি আমার ধর্ম্ম-মেয়ে। বল, ঠিক্ ক'রে বল, তোমার বাড়ী কোথা? তোমার কে আছে? তোমার নাম কি? আমা হ'তে তোমার মঙ্গল বই অমঙ্গল হ'বে না।"

হিরণ্ময়ী দস্যুসর্দ্দার বীরচাঁদের আশ্বস্ত কথাগুলি শুনিয়া ভাবিলেন, "যদি আমি ইহাকে আমার প্রকৃত বিষয় না বলি, তবে এ ব্যক্তি দুঃখিত হইবে,

কিন্তু বলিলে পাছে আমি বিপদে পড়ি। পাছে বিপদে পড়ি কেন, সত্য-সত্যই বিপদে পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এখনি হয় ত এ ব্যক্তি আমার পিতা মাতার নিকট আমাকে লইয়া যাইবে। আমি কোনমতে ইহার হাত এড়াইতে পারিব না। সুতরাং আমি মনের কথা, বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও, বলিতে পারিব না।" তিনি মনে মনে এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া নীরব রহিলেন।

বীরচাঁদ উত্তরের আশা করিয়া অনেক ক্ষণ বসিয়া রহিল, কিন্তু হতাশ হইল। তখন সে আবার বলিল, "হ্যাঁ মা! তুই কি সত্যি সত্যিই আমাকে শত্রু ঠাওরালি?" এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া আবার বলিল, "আচ্ছা, বাছা! এখন তুই ভয় পেয়ে আমার কাছে তোর মনের কথা খুল্‌লিনে, বুঝ্‌তে পেরেছি। পরে বলিস্‌, আমি তোকে তোর আপনার লোকের কাছে নিজে গিয়ে রেখে আস্‌ব।"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী মনে মনে কহিলেন, "সর্ব্বনাশ! যা ভেবেছি, তাই। ভাগ্যে মনের কথা খুলিনি। এই লোকটি ডাকাত হইয়াও আজ আমার প্রতি যেরূপ আচরণ করিতেছে, ইহা দেখিয়া, আমি ইহাকে এবং ইহার সঙ্গীদিগকে যেরূপ ভাবিয়াছিলাম, তাহা সত্য নয় বোধ হয়। কেননা ইহারা যদি নিদ্রিতাবস্থায় আমাকে সেই বৃদ্ধার বাটী হইতে ধরিয়া আনিবে, তবে এখন এই লোকটি আমাকে এত স্নেহ করিতেছে কেন?" তিনি মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া কিয়ংক্ষণ আবার কি ভাবিলেন। ভাবিয়া আবার মনে মনে বলিলেন, "এখনও আমি তলাইয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আচ্ছা, আবার ইহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক।" এই ভাবিয়া তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন, "হ্যাঁ গা! কেন তোমরা আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় বৃদ্ধার বাড়ী হইতে গোপনে লইয়া আসিলে? তোমাদের মনস্থ কি? আমাকে লইয়া কি করিবে? আমার কাছে ত কিছুই নেই যে, তোমরা লইবে।"

হিরণ্ময়ীর এই কথা শুনিয়া বীরচাঁদ বলিল, "আবার, বাছা! সেই কথা? আমরা ত তোমাকে গোপনে চুরি ক'রে আনিনি। তুমি শঙ্করীনদীর ধারে ভাস্‌ছিলে। তোমার পেটে বিষ ছিল। আমি তা ওষুদ দে বার ক'রে

তোমাকে আরাম ক'রেছি। তুমি বিষে বেহুঁস্—এমন কি মর মর ছিলে ব'লে আগের ব্যাপার কিছুই বুঝ্তে পাচ্চ না; তাই আমাদের উপর সন্দেহ কচ্চ। ভাল, বল দেখি,—তুমি আপনি বিষ খেয়েছিলে, না কেউ তোমাকে খাইয়েছিল? যে বুড়ীর কথা বল্ছ, সে কে? তা'র বাড়ী কোথা?"

হিরণ্ময়ী এইবার মনে মনে কতকটা বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধাই অলঙ্কারের লোভে তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবার চেষ্টায় শঙ্করীনদীতে ফেলিয়া দিয়াছিল। তিনি এই কথা আভাসে আভাসে বুঝিলেন, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিতে পারিলেন না। তাহা পারিবারও উপায় নাই। যাহা হউক, এখন দস্যুদিগের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ সন্দেহ রহিল না। তবে কি কতকটা রহিল? হাঁ, তা রহিল। কেননা তিনি এখনও সমস্ত ব্যাপার তলাইয়া বুঝিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "ওগো, সে বুড়ীর বাড়ী বহড়া গ্রামে, তা'র নাম মঙ্গলা। আর আমি কিছুই জানি না। বীরচাঁদের মনে বহড়া ও মঙ্গলা নাম দুইটি জাগিয়া রহিল। সে উহা কএক বার মনে মনে আবৃত্তি করিয়া লইল।

বীরচাঁদ আবার বলিল, "বাছা! কিছু খেতে ইচ্ছে হ'চ্চে কি?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "না—আমার শরীর এখনও অত্যন্ত অসুস্থ, কিছুই খাইব না।"

বীরচাঁদ বলিল, "তাই ত। আর একটা ওষুদের গাছ এখানে দেখ্তে পাচ্চি নে, তা পেলে এখনি তোমার শরীর আরও চাঙ্গা করে দিতেম। যা' হোক, এর পর সেরে যাবে—আর কোন ভয় নেই।"

এ দিকে ক্রমে ক্রমে বেলা শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। দস্যুদের নিকট ছোলা ছিল। উহারা তাহারই কিছু কিছু খাইয়া এক প্রকার পিত্ত রক্ষা করিল।

অনন্তর বীরচাঁদ তিন চারি জন অনুচরকে একটি ডুলী প্রস্তুত করিতে আদেশ দিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ জঙ্গল হইতে বাঁশ কাটিয়া মোটামুটী করিয়া একটী ডুলী তৈয়ার করিল।

এ দিকে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে স্তরের পর স্তর বাঁধিয়া অন্ধকার দেখা দিল, কিন্তু তাহার গর্ভস্থ বৃক্ষ লতা প্রভৃতি আর

স্পষ্টরূপে দেখা দিল না। কিন্তু এক দিকে অন্ধকার পরাজয় স্বীকার করিল। সে কোন্ দিকে?—উপর দিকে। উপর দিকে কি?—না হীরক-বিনিন্দিত শত শত উজ্জ্বল নক্ষত্র, অন্ধকারের স্তরীকৃত আবরণ ভেদ করিয়া ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। নিশাকরের এখনও দেখা নাই। লম্পট পুরুষ যেমন সারারাত্রি বাহিরে বাহিরে থাকিয়া ভোরে পত্নীর নিকট আসিয়া দেখা দেয়, নিশামণিও আজ তেমনি করিয়া রজনীকে দেখা দিবেন।

অনন্তর দস্যুগণ আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র ও লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। বীরচাঁদের আদেশে হিরণ্ময়ীর নিকট ডুলী আনীত হইল। বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীকে তন্মধ্যে শয়ন করাইয়া লইয়া যাইবার জন্য নিজে প্রস্তুত হইল। হিরণ্ময়ী তদ্দর্শনে কি ভাবিতে লাগিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন দেখিলেন যে, বীরচাঁদ নিশ্চয়ই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে, তখন তিনি ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ওগো, তোমরা আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে? আমি যাইব না। আমাকে এইখানে রাখিয়া যাও।"

বীরচাঁদ বলিল, "বাছা! তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ! এই অন্ধকার রাত্তিরে তুই এখানে একলা থাক্‌বি? তাও কি কখন হয়? এখন এই ডুলীতে শুয়ে আমার সঙ্গে চ, আমার সঙ্গীরা ডুলী বয়ে নিয়ে যাবে।"

হিরণ।—"কোথা লইয়া যাইবে?"

বীর।—"আমরা যে খানে থাকি, সেই খানে।"

হিরণ।—"কেন?"

বীর।—"কোন ভয় নেই।"

হিরণ।—"তবু বল না কেন?"

বীর।—"আমি তোমাকে আমার আপনার মেয়ের মত ভালবাসি ব'লে।"

হিরণ্ময়ী আর কোন কথা কহিলেন না। নীরবে ডুলীর মধ্যে শয়ন করিলেন। কিন্তু মনে মনে যে কত কি ভাবিতে লাগিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অনন্তর দুই জন দস্যু ডুলী স্কন্ধে করিল এবং বীরচাঁদ ডুলীর পার্শ্বে দাঁড়াইল, তাহার পর সকলে "জয় কালী" বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

খনিগর্ভে মণি।

বীরচাঁদ প্রভৃতি দস্যুগণ হিরণ্ময়ীকে লইয়া সেই ঘোর অন্ধকার রজনীতে ক্রমাগত চলিয়া দশ বার ক্রোশ পথ অতিক্রম করিল। অনন্তর তাহারা অজয় নদের দক্ষিণতটে উপনীত হইয়া বরাবর নদের ধারে পশ্চিম দিকে আরও পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া এক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। এক্ষণে যামিনী যামিনীনাথকে দেখিতে পাইয়া অন্তর্ভেদী পরিহাস-চ্ছলে কপট হাসি হাসিতে লাগিলেন। যামিনীনাথও সেই পরিহাসে অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জায় নিষ্প্রভ হইতে লাগিলেন। খুব হইয়াছে—যেমন কর্ম্ম, তেম্নি ফল!

এমন সময়ে গাছের ডালে কাক ডাকিয়া উঠিল। তখন রজনী ও রজনীপতি চন্দ্রদেব প্রণয়-কলহ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম দিকে গমন করিতে লাগিলেন। কেন?—কারণ কি? কারণ এমন কিছু নয়, তবে কি না ঊষা তাঁহাদের কলহে জাগিয়াছেন, এখনি আসিয়া ভৎ‍র্সনা করিবেন, এই কারণেই উভয়ে ঝগড়া করিতে করিতে পশ্চিমদিকে চলিলেন। আবার কাকগুলা কা কা করিয়া উঠিল। সারারাত্রি হিম খাইয়া কাকগুলার গলায় সর্দ্দি বসিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহারা ভোরের বেলা ভাঙা গলায় ভাঙা স্বরে কা কা করিয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে এক একটি করিয়া আরও কত রকম পাখী ডাকিতে লাগিল। প্রভাতবায়ু বিহঙ্গকণ্ঠের সেই সুমধুর ধ্বনি-লহরী বহিয়া নিদ্রিত মানবগণের কর্ণে ঢালিতে লাগিল। তাহাতে কেহ জাগিয়া উঠিল আবার কেহ পাশ ফিরিয়া ঘুমাইল।

বীরচাঁদ স্বীয় অনুচরগণ ও হিরণ্ময়ীকে লইয়া যেস্থানে উপস্থিত হইল, উহা শ্মশান। নিকটে কোন গ্রাম নাই, কিন্তু বহুদূর ব্যাপিয়া অজয় নদের তটে একটা অরণ্য রহিয়াছে। পক্ষিগণ এই অরণ্যের ভিতর হইতেই ভোর ডাক ডাকিয়া উঠিয়াছিল, এখনও ডাকিতেছে। সেই শ্মশানেরর অবিদূরে

এ দিক ও দিক করিয়া বার চৌদ্দ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খড়ো ঘর। সেই ঘর-গুলির কোন বিলি-ব্যবস্থা নাই—সকল গুলিই যেন বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত। বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, ঠিক অরণ্যের সীমান্তে যে একখানি ঘর দেখা যায়, উহাই অপরাপর গুলির অপেক্ষা কতকটা সৌষ্ঠবসম্পন্ন। কিন্তু সেই ঘরটি, পরিবার লইয়া থাকিবার মত ঘর নহে, যেন কোন সন্ন্যাসী বা উদাসানের ঘর বলিয়া বোধ হয়।

বার তের খানি ঘরের সর্ব্ব-পশ্চাতে যে ঘর খানি, বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। বীরচাঁদের আদেশে ভূতলে ডুলী রক্ষিত হইল। হিরণ্ময়ী তন্মধ্য হইতে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া একপার্শ্বে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বীরচাঁদ ব্যতীত কএক জন দস্যু সতৃষ্ণ নয়নে হিরণ্ময়ীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু হিরণ্ময়ী অবগুণ্ঠনবতী।

কিয়ৎক্ষণ পরে বীরচাঁদ আপন গৃহের দাওয়ার উপর হিরণ্ময়ীকে বসাইয়া সমভিব্যাহারী দস্যুগণকে লইয়া কতকটা দূরে গেল। হিরণ্ময়ী দাওয়ার উপর একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

এ দিকে বীরচাঁদ নিভৃতস্থলে দস্যুগণকে অনুচ্চস্বরে বলিল, "হ্যা দেখ্, তোরা এই মেয়েটিকে আন্‌বার কথা কারো কাছে বলিস্ নি। এমন কি, গুরুঠাকুরও যেন এ ব্যাপার না জান্‌তে পারে।"

এই কথা শুনিয়া এক জন দস্যু বলিল, "তুমি যে এ কথা সকলকে জানাতে বারণ কচ্চ, এর কারণ কি, সদ্দার?"

বীর।—"হাজার হৌক তোদের বয়সের সঙ্গে বুদ্ধি সুদ্ধিও কম। একটা কথার দশটা মানে বুঝ্‌তে এখনও তোদের ঢের দেরি আছে।"

সেই দস্যু আবার বলিল, "আছে বলেই ত জিগ্‌গেস্ কচ্চি গো।" এ কথা এরূপ ভাবে বলা হইল যে, তাহাতে কোন পরিহাসের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িল। বুদ্ধিমান বীরচাঁদ তাহা ভাবে বুঝিয়া লইল, কিন্তু সময় মত ঠিক উত্তর না দিয়া মনের কথা মনে চাপিয়া রাখিল। কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "ভদ্দরঘরের মেয়েকে খুব সাবধানে রাখ্‌তে হয় রে, বুঝ্‌লি? বিশেষত এ মেয়েটি বিদেশী, বিপদগেরস্ত, আবার এর সঙ্গে আপনার কোন লোক নেই।"

বীরচাঁদের কথা শুনিয়া সে এবং অপর এক জন দস্যু বলিল, "যা বলচ, সদ্দার! তা ঠিক্। আমরা তোমার এ কথা মঞ্জুর করি। আচ্ছা, আমরা এ কথা কারো কাছেই পেরকাশ করব না।"

বীর।—"সকলে মা কালীর দিব্যি ক'রে বল্।"

দস্যুগণ।—"মা কালীর দিব্যি।"

বীরচাঁদ তাহাদের এই দিব্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল।

অনন্তর দস্যুগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। এ দিকে সূর্য্যদেবও উদয়-গিরির চূড়ায় দেখা দিলেন।

আবার বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীর নিকট উপস্থিত হইল। হিরণ্ময়ী বীরচাঁদের দাওয়ার উপর একাকিনী বসিয়া অগাধ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আছেন। প্রতি নিমেষে তাঁহার অন্তঃকরণে নানারূপ চিন্তা, আশঙ্কা, সন্দেহ, কষ্ট প্রভৃতি সমুত্থিত হইয়া তাঁহাকে অতিশয় অস্থির করিয়া তুলিতেছে। বলা বাহুল্য যে, তিনি এইরূপ অসহনীয় অবস্থায় থাকিয়া, সে সময়ে রোদন করিতেছিলেন।

বীরচাঁদ নিকটে গিয়া, হিরণ্ময়ীর দুঃখে দুঃখিত হইল। তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা! তুমি কাঁদচ কেন? তোমার কোন ভয় নেই। যতক্ষণ বীরচাঁদ বেঁচে আছে, ততক্ষণ তুমি তোমার বাপের বাড়ীতে আছ, এম্নি মনে কর। তুমি আমাকে তোমার শত্রু ব'লে আকুল হয়ো না। একটু স্থির হও, কিছু খাও, তার পর আমি তোমাকে অনেকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করব, তুমিও তা'র ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দিও।" বীরচাঁদ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া গিয়া, কতকগুলি চিঁড়া মুড়্কী ও কতকটা দুগ্ধ আনিল। সে হিরণ্ময়ীকে উহা খাইতে অত্যন্ত অনুরোধ করিল। হিরণ্ময়ীও তাহার উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া, উক্ত তিন দ্রব্য একত্র মিশাইয়া, কিঞ্চিৎ খাইলেন। অনন্তর বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীকে আপনার গৃহের মধ্যে গোপনে রাখিল। যে কয় জন জানে, তদ্ব্যতীত আর কেহ যাহাতে না জানিতে পারে, সে সেইরূপ করিয়া তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিল। বলিল, "দেখ, মা! তুমি ঘরের বাইরে যেও না।"

হিরণ্ময়ী তাহাই স্বীকার করিলেন।

অনন্তর বীরচাঁদ কার্য্য সারিয়া, তথা হইতে চলিয়া গেল। যেখানে অধীনস্থ দস্যুগণ অবস্থান করিতেছে, সে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা এতক্ষণ তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল, এক্ষণে তাহাকে পাইয়া সকলে মিলিয়া সেই সকল লুণ্ঠিত দ্রব্যের যথাযথ অংশ করিয়া লইল। অংশ করা শেষ হইলে পর, বীরচাঁদ তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়, আবার এক বার বলিয়া আসিল, "দেখিস্ রে, তোদের পেট যেন মেয়ে মানুষের পেট্ হয় না। খুব সাবধান!—খুব সাবধান! মেয়েটির কথা কারু কাছে বলিস্ নি।"

তাহারা সকলে মিলিয়া বলিল, "সে কি কথা, সর্দ্দার! তুমি বার বার যে বিষয় আমাদের চেপে রাখ্‌তে বল্‌চ, আমরা কি, সে কথা কখন পের্‌কাশ কর্‌তে পারি? তোমার কোন চিন্তে নেই।"

অনন্তর বীরচাঁদ তথা হইতে চলিয়া গেল। ও দিকে দুই জন দস্যু বীরচাঁদ ও হিরণ্ময়ী সম্বন্ধে গোপনে কি বলা কওয়া করিতে লাগিল, তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

এ দিকে হিরণ্ময়ী বীরচাঁদের গৃহমধ্যে একাকিনী বসিয়া ভাবিতেছিলেন, এক এক বার অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে বলিতেছিলেন, "হায়, আমি কি হত-ভাগিনী! আমার মত স্ত্রীলোক যেন এ পৃথিবীতে আর কখন না জন্মায়! আমার আশা ভরসা সমস্তই পুড়িয়া ছাই হইল, কিন্তু হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণা-নল কোন মতে নিবিল না! কেনই বা নিবিবে? ছাইচাপা আগুন কখন কি নিবে? আমার এ মনের আগুন, সেই ছাইচাপা থাকিয়া ক্রমশই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। উঃ, আর যে সহিতে পারি না। বৃদ্ধা আমাকে বিষ খাওয়াইয়াছিল, বেশ করিয়াছিল, কিন্তু এ হতভাগিনী তাতেও মরিল না। মৃত্যুও কি আমাকে মহাপাপিনী বলিয়া উদ্গার করিয়া ফেলিয়া দিল! হায় হায়! এখনও আমার কপালে যে কত কষ্ট আছে, তা জগদীশ্বরই জানেন। তা যাই হউক, আমি যে আর জীবন-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না! আমার মৃত্যু বই যে আর গতি মুক্তি নাই! আমি কি মরিতে পারিব না? আমাকে কি চিরকাল এই যন্ত্রণানলে পুড়িতে হইবে? না, তা হইবে না। আজই রাত্রিকালে আমি এ পাপপ্রাণ পরিত্যাগ করিব। আসিবার

সময় আমি এই স্থানের অতি নিকটেই এক নদী দেখিয়াছি, আজ রজনীতে সেই নদীই আমার চিরবিশ্রামের স্থল হইবে। আমি পুণ্যসলিলা ভাগীরথীতে মরিতে পারিলাম না। শঙ্করী নদীতে মরিয়াও বাঁচিয়া উঠিলাম, কিন্তু এবার নিশ্চয়ই এই নদীতে ঝাঁপ দিব। এখন দিন; চারি দিকে লোক জন, কাজেই আমাকে চুপ্ করিয়া এই ঘরের ভিতর থাকিতে হইল। কিন্তু আজ রাত্রিকালে এই চিরযন্ত্রণাময়ী হিরণ্ময়ী সকল জ্বালা জুড়াইবেই জুড়াইবে।" এই বলিয়া তিনি উদাসিনীর ন্যায় কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে বীরচাঁদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্মশান।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে শ্মশানের কথা বলা হইয়াছে, এই পরিচ্ছেদে তাহার বিষয় আরও কিছু বিশদরূপে বলা উচিত হইতেছে।

অজয় নদের দক্ষিণ তটে সেই ভীষণ শ্মশান অবস্থিত। তাহার সেই অগাধগম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া জীবন্ত ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, মৃত ব্যক্তি পর্য্যন্তও যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। চতুর্দ্দিকে দূরব্যাপিনী বালুকা রাশি ধূ ধূ করিতেছে। তদুপরি প্রভাতসূর্য্যের ঈষদুষ্ণ-কিরণ-লহরী গড়াইয়া পড়িতেছে। ওদিকে আবার অজয়ের চিরচলন্ত স্রোত শ্মশানভূমির অন্ত্য-রেখা ধৌত করিয়া আপন মনে গড়াইয়া যাইতেছে। যে ব্যক্তি মানবজগতের মর্ম্মতল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়াছে, সেও আজ প্রভাতে এই শ্মশান দেখিয়া উদাসচিত্তে অনন্ত চিন্তাসাগরের অনন্ত স্রোতে পড়িয়া গড়াইয়া যাইতেছে। বিশ্বনাট্যশালার যবনিকাস্বরূপ এই শ্মশান। মানুষ ভূমিষ্ঠ হইবার দিবস হইতে নানারূপ দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন করিয়া নানাবিধ অভিনয় করিতে থাকে, কিন্তু এই স্থানে তাহার রঙ্গভৌমিক রঙ্গলীলা পরিসমাপ্ত হইয়া যবনিকা পতন হয়। এই যবনিকার বহির্ভাগে যে কি আছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে যে যাহা বলে, তাহা তাহার কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এই শ্মশানের যেখানে সেখানে চিতা, অঙ্গার, দগ্ধকাষ্ঠ, ছিন্ন কন্থা ও ছিন্ন বস্ত্র, ভগ্ন শঙ্খভূষণ, লৌহভূষণ, ভগ্ন খট্টা, কঙ্কাল, খর্পর, ভগ্নাস্থি প্রভৃতি বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া আছে। এই সকল পদার্থ অন্য স্থানে, এখানে একটি আবার সহস্র হস্ত দূরে একটি করিয়া পড়িয়া থাকিলে, হৃদয়ে যে ভাবের উদ্রেক হইত, কিন্তু এখানে সে ভাবের তেমন কিছু উপলব্ধি হয় না। যেখানে যে বস্তু থাকিলে অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠে, এই শ্মশানেই তাহা লক্ষিত হইয়া থাকে। শ্মশানের মৃত্তিকা তোমার আমার শরীর, বায়ু তোমার আমার নিশ্বাস এবং ভাব তোমার আমার জীবন। আমাদের যাহা কিছু, তৎসমস্তই এই শ্মশানের। শ্মশান ভিন্ন আমাদের এবং আমরা ভিন্ন শ্মশানের কিছুই নাই। তুমি যত পুণ্য সঞ্চয় কর না কেন, কিন্তু এই স্থানে তোমাকে আসিতেই হইবে। আমি যত পাপ করি না কেন, কিন্তু আমাকেও এই স্থানে উপস্থিত হইতেই হইবে। তুমি আস্তিক আর আমি নাস্তিক, কিন্তু আমাদের উভয়কেই এই স্থির-গম্ভীর শ্মশানের আশ্রয় লইতেই হইবে। শ্মশান ব্যতীত আমাদের কিছুই নাই। সাহসীর সাহস, ভয়ার্ত্তের ভয়, বীরের বীরত্ব, কাপুরুষের কাপুরুষত্ব, বলীর বল, দুর্ব্বলের দৌর্ব্বল্য, প্রেমিকের প্রেম, সুখীর সুখ, দুঃখীর দুঃখ, সুস্থের স্বাস্থ্য, পীড়িতের পীড়া, সমস্তই স্ব স্ব অধিকারীর সহিত এই প্রেত-ভূমিতে একত্রীভূত হয়। অহো, কি অপূর্ব্ব রঙ্গভূমি!—কি ভীষণ স্থান!—কি মহাশিক্ষার মহাচিত্র!

তুমি রাজা, আমি প্রজা, সুতরাং এখন তোমাতে আমাতে ভিন্ন ভাব রহিয়াছে, কিন্তু কিছু দিন পরে এই শ্মশানে আর তাহা থাকিবে না। এখানে তুমিও যে—আমিও সে। এখানে বৈষম্যের প্রবেশাধিকার নিষেধ। কেবল সাম্যেরই একাধিপত্য। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনোরাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বৈষম্য যতই কেন তেজঃ প্রকাশ করুক্ না, কিন্তু এই মহা-স্থানের অবারিত তোরণসীমায় কোনরূপ বৈষম্যের গর্ব্ব খাটিবে না। যেরূপ ধর্ম্মের নিকট অধর্ম্মের পরাজয়, সেইরূপ এখানে সাম্যের নিকট বৈষম্যের সর্ব্বস্বান্ত হইবেই হইবে। এই অনন্ত বিশ্বমণ্ডলের মধ্যে সকলেই যে এক সমান, তাহার প্রমাণস্থল এই মহাশ্মশান। যদি তুমি আমার কথায়

বিশ্বাস না কর, তবে একবার এই শ্মশানবক্ষে নিমীলিত নেত্রে দাঁড়াইয়া ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে এখনি জানিতে পারিবে, কে যেন অলক্ষিত ভাবে আসিয়া তোমার কর্ণে জলদগম্ভীর স্বরে বলিবে—"জগতের সমস্তই এক, সুতরাং সমান।" ভাই! তখন তুমি আমাকে তোমার একজন বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিবে।

এই অজয়নদতীরস্থিত শ্মশানে ভৈরবানন্দ নামে একজন কাপালিক বাস করিতেন।

ঊনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

ভৈরবানন্দ কাপালিক।

ভৈরবানন্দ কাপালিক জ্ঞানানন্দ কাপালিকের শিষ্য। জ্ঞানানন্দ কাপালিক বহুকাল হইতে এই শ্মশানে যোগসাধন করিতেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। এমন কি, তিনি তন্ত্রোক্ত বিধিব্যবস্থানুসারে অনেক অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইতে এবং অনেকের অত্যুৎকট রোগ বিনাশ করিতে পারিতেন। তাঁহার এতাদৃশী ক্ষমতা দর্শনে অত্রস্থ সকলেই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা ও ভক্তি করিত। তিনি একশত এগার বৎসর পৃথিবীর ও আপনার হ্রাসবৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তনাদি দর্শন করিয়া আপন ইচ্ছায় অজয় নদের গর্ভে দণ্ডায়মান থাকিয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভৈরবানন্দ কাপালিক, জ্ঞানানন্দের মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে, তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। জ্ঞানানন্দ আরও কএক বৎসর জীবিত থাকিলে ভৈরবানন্দের জ্ঞানশিক্ষার সবিশেষ উপায় হইত, কিন্তু দুই তিন বৎসরে তেমন কিছুই হয় নাই—অতি অল্প স্বল্পই হইয়াছিল। তথাপি লোকে ইহাঁকে একজন দেবসদৃশ তান্ত্রিকের শিষ্য বলিয়া ভক্তি করিতে ক্রটি করিতে না। এই শ্মশান ভৈরবানন্দের যোগপীঠ এবং পূর্ব্বে যে মঠসদৃশ গৃহটির কথা বলিয়াছি, উহা ইহাঁর বিশ্রাম স্থান।

এক্ষণে প্রাতঃকাল। ভৈরবানন্দ স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। ইনি একজন বলিষ্ঠ যুবা। বয়ঃক্রম আজিও ত্রিংশবর্ষ স্পর্শ করে নাই। ইনি কখন রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র, কখন গৈরিকরঞ্জিত সূত্রবাস পরিধান করিয়া থাকেন। অদ্য পট্টবসন পরিধান করিয়াছেন। কপালে সিন্দূরের তিনটি রেখা; গলদেশে, বাহুমূলে ও মণিবন্ধে সুন্দর রুদ্রাক্ষের মালা; মস্তকে ভ্রমরকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ; চক্ষুযুগল রক্তবর্ণ; মুখমণ্ডলে নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব শ্মশ্রুভার এবং গোঁফ। স্কন্ধদেশে যজ্ঞসূত্র বিলম্বিত রহিয়াছে।

ভৈরবানন্দ শ্মশানে উপস্থিত হইয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া উপবেশন করিলেন। ঘৃত, চন্দন, পুষ্প, জল ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি শক্তিপূজার উপকরণগুলি সম্মুখভাগে রক্ষা করিলেন। অনন্তর যোগসাধনের উপক্রম করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে বীরচাঁদের দলভুক্ত দুই জন দস্যু তাঁহার নিকট আসিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিল। ভৈরবানন্দ তাহাদিগকে বসিতে বলিয়া, আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন সেই দস্যুদ্বয় উপবেশন করিয়া, তাঁহাকে ধীরে ধীরে বলিল, "দেখুন, ঠাকুর মশাই! একটি কথা বল্‌ব, কিন্তু ভয়ে বল্‌তে পাচ্চিনি।"

ভৈরবানন্দ বলিলেন, "কাহার ভয়?"

প্রথম দস্যু বলিল, "সদ্দারের।"

ভৈরবানন্দ।—"বীরচাঁদের?"

উভয়ে।—"আজ্ঞে।"

ভৈ।—"কোন ভয় নেই, তোরা বল্। আমাকে কোন কথা বলিলে বীরচাঁদ রাগ করিবে না। সে আমাকে বড় ভক্তি করে।"

প্রথম দস্যু কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "আজ্ঞে, তা জানি; তবে কি না সে বড় রাগী, পাছে কি কত্তে কি করে। তা যা হৌক, আপনকার ভালর কথা বল্‌লে যদিও আমাদের কোন অমঙ্গল ঘটে—ঘটুক।" সে এই কথা বলিয়া তাহার সঙ্গীর কর্ণমূলে ফুস্ ফুস্ করিয়া কএকটি কি কথা বলিল।

তখন প্রথম দস্যু চারি দিকে দুই তিন বার তাকাইয়া দেখিয়া বলিল, "ঠাকুর মশাই! আপুনি বলেছিলে যে, কি এক রকম যোগ কর্‌বার তরে একটি খুব সুন্দরী যুবতী মেয়ে নোক চাই। তা আমরা এত দিন ধ'রে খুজে খুজে আজ পেয়েছি।"

এই কথা শুনিয়া ভৈরবানন্দের কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, " সে যুবতীটিকে কোথা পেলি? এখন সে কোথায় আছে?"

দ্বিতীয় দস্যু।—"শঙ্করী নদীতে তাকে পেয়েছি। সে বিষে জর জর মর মর হয়ে ভাস্‌ছিল। এখন্ বেশ্ সেরে উঠেছে। এখন্ সে সদ্দারের ঘরে আছে। সদ্দার তাকে গোপনে রেখেছে আর আপনকারকে তার কথা বল্‌তে আমাদের বারণ করেছে।"

ভৈ।—"বীরচাঁদ তাকে কেন গোপনে রেখেছে?"

দ্বিতীয় দস্যু।—"সে নিজে গিয়ে তাকে তার বাপের না মামার বাড়ী রেখে আস্‌বে।"

ভৈ।—"আচ্ছা, তা যেন হইল, কিন্তু সে আমাকে এ কথা বলিতে কেন বারণ করিয়াছে?" এই কথাগুলি উচ্চারণ করিবার সময় ভৈরবানন্দের মুখ-মণ্ডলে ঈষৎ ক্রোধের আবির্ভাব হইল।

প্রথম দস্যু।—"তবু আপুনি বল কি না সদ্দার আপনকাকে ভক্তি করে। বল্‌তে কি, সদ্দার তেমন নোক নয়, ঠাকুর মশাই।"

ভৈরবানন্দ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন। এই দুই জন দস্যুর মুখে এই কথা শুনিবার পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, এখন্ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্ষণে তাঁহার অন্তঃকরণে দুইটি কুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল।—তন্মধ্যে একটি ক্রোধ—বীরচাঁদের উপর এবং অপরটি লোভ—যুবতী লাভের।

ভৈরবানন্দের চিত্ত ক্রোধ এবং লোভে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলে, তখন তাঁহাকে প্রকৃত ভৈরবানন্দ বলিয়া বোধ হইল। অনন্তর তিনি কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে বলিলেন, "হ্যা দেখ, তোরা এক কাজ কর। সেই যুবতীকে আমার নিকট লইয়া আয়।"

এই কথা শুনিয়া দস্যুদ্বয় কিঞ্চিৎ ভীত হইল। বলিল, "সদ্দার থাকৃতে,

কেমন ক'রে তাকে এখানে আন্‌ব ?—সর্দ্দার জান্‌তে পার্‌লে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘট্‌বে !"

তখন ভৈরবানন্দ কি এক মৎলব ঠাওরাইলেন। ঠাওরাইয়া বলিলেন, "হ্যা দেখ, তোরা অবিলম্বে বীরচাঁদকে আমার কাছে ডাকিয়া আন্। আমি তাহাকে কৌশল করিয়া অনেক দূরে পাঠাইয়া দিতেছি। তাহার আজ আর ফিরিয়া আসিবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। তোরা এই সুযোগে তাহার গৃহ হইতে সেই যুবতীকে আমার নিকট অনায়াসে আনিতে পারিবি। অথচ কোন গোলযোগ ঘটিবে না।"

দস্যুদ্বয় এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল। তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উভয়ে বীরচাঁদের নিকট প্রস্থান করিল। এই দুই জন দস্যু সেই নিধে আর কেনা। হিরণ্ময়ীর উপর ইহাদের মন্দ অভিপ্রায় ছিল, কেবল বীরচাঁদের ভয়ে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই বলিয়াই তাহার উপর এত ক্রোধ ও প্রতিহিংসা। এক্ষণে ইহারা বীরচাঁদকে অপদস্থ ও জব্দ করিবার অভিপ্রায়েই অন্য উপায় না দেখিয়া ভৈরবানন্দের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে। ঢলিয়া পড়িবার বিশেষ কারণ এই যে, ভৈরবানন্দ কাপালিক বীরচাঁদ প্রভৃতি দস্যুদিগের গুরু। তাহারা ভৈরবানন্দের গুরু জ্ঞানানন্দের স্থাপিত কালীদেবীর উপাসক। তাহারা যখন কোথাও ডাকাইতি করিতে যাইত, তখন সেই কালীর পূজা করিয়া ভৈরবানন্দের আজ্ঞা লইয়া শুভযাত্রা করিত। ভৈরবানন্দ কালী ঠাকুরাণীর প্রসাদে দস্যুদিগের নিকট হইতে পূজা দক্ষিণা ও দর্শনীর হিসাবে অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই সকল অর্থ তাঁহার কালীবাড়ীর ভূগর্ভে কলসপূর্ণ হইয়া প্রোথিত ছিল।

দস্যুদ্বয় চলিয়া গেলে, ভৈরবানন্দ মনে মনে এই কথাগুলি বলিলেন, "এত দিন পরে আমার যোগসাধনের প্রকৃত পথ পরিষ্কৃত হইল। তন্ত্রে লিখিত আছে, একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতীকে সম্মুখে বসাইয়া, কামবৃত্তিকে বশীভূত করত লক্ষ জপ করিতে পারিলে সিদ্ধ হওয়া যায়। তখন অনায়াসে অলৌকিক কার্য্য সাধন ও উৎকট রোগসমূহের প্রতীকার করা যাইতে পারে। এক্ষণে আমি তাহাই করিতে চেষ্টা করিব। বীরচাঁদ আমার প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া সেই যুবতীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সে নির্ব্বোধ, তাই

এরূপ করিয়াছে। যাই হউক, তাহার নিকট চাহিলে, সে যুবতীকে ছাড়িবে না বোধ হয়। সুতরাং কৌশল করিয়া তাহার গৃহ হইতে যুবতীকে আনিতে হইল।" তিনি এইরূপ আরও কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে বীরচাঁদের সহিত পুনর্ব্বার নিধে ও কেনা তথায় উপস্থিত হইল। বীরচাঁদ আসিয়াই ভৈরবানন্দকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন ভৈরবানন্দ বলিলেন, "হ্যা দেখ, বীরচাঁদ! তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে।"

বীর।—"আজ্ঞে করুন্।"

ভৈ।—"তুমি এখন স্নানাহার করিয়া অবিলম্বে মাহেশ্বরীপুর গমন কর।"

বীর।—"কি দরকার, প্রভু!"

ভৈ।—"আমি কাল শেষ রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, কে যেন আমাকে বলিল, 'ভৈরবানন্দ! তুমি কল্য প্রাতে তোমার প্রধান সেবক বীরচাঁদকে মাহেশ্বরীপুরের মাহেশ্বরীর দেবীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া, তাঁহার স্নানজল ও সিন্দূর আনাইয়া পান ও কপালে ধারণ কর। তাহা হইলে তোমার অবিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।'"

বীরচাঁদ এই কথাগুলি স্থির হইয়া শুনিল। শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "প্রভু! আর কাকেও পাঠা'লে কি হ'বে না?"

ভৈরবানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আরে, পাগল! তোকেই যেতে বলেছে যে।"

বীরচাঁদ মনে মনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। গভীর চিন্তা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। সে মনে মনে ভাবিল, "তাই ত, কি করি, মেয়েটিকে তাদের বাড়ীতে রেখে আস্বার আগে কি করেই যাই। আবার না গেলেও গুরুদেব রাগ করবেন। বিশেষত স্বপ্নের কথা কেমন করেই বা লঙ্ঘন করি। মাহেশ্বরীপুর এখান থেকে অনেক দূর। এখন গেলে আজ আর ফির্তে পার্ব না—সেই কাল সকাল বেলা। যাই হোক, মেয়েটিকে খুব গোপনে সাবধান ক'রে রেখে যাই। মা কালীই তাকে রক্ষে কর্বেন।"

বীরচাঁদ এইরূপ ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, তবে আমি শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর নেয়ে খেয়ে নি গিয়ে।"

ভৈ।—"আচ্ছা, যাও। বিলম্ব করিও না।"

বীরচাঁদ ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিল।

বীরচাঁদ প্রস্থান করিলে পর, নিধে আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইয়া ভৈরবানন্দকে বলিল, "ঠাকুর মশাই! আপনকার ধন্যি বুদ্ধি যা হোক্।"

কেনা এই কথায় সায় দিল।

অনন্তর ভৈরবানন্দ বলিলেন, "হ্যা দেখ্, তোরা সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই সেই যুবতীকে আমার নিকট আন্‌বি। অন্য লোক জন যেন জান্‌তে না পারে।"

নিধে তৎক্ষণাৎ বলিল, "আজ্ঞে, তা আবার বল্‌তে? খুব সাবধানে না আন্‌লে কেউ যদি দেখ্‌তে পায়, তা হ'লে সদ্দার জান্‌তে পার্‌বে। সে জান্‌তে পার্‌লেই আমাদের বিপদ।"

ভৈ।—"আচ্ছা, কিরূপ গোপনে তাহাকে আনিবি?"

এবার কেনা উত্তর দিল, "ঠাকুর মশাই! আমি এক ফিকির জানি। সেই ফিকির খাটিয়ে আমি তাকে আন্‌ব। এমন্ কি—সেও চিন্‌তে পার্‌বে না।"

ভৈ।—"ভাল ভাল, দেখিস্, খুব সাবধান।"

কেনা।—"তবে এখন্ আমরা খাই দাই গে আর এ বিষয়ের সন্ধান রাখিগে।"

ভৈ।—"আচ্ছা, যা।"

দস্যুদ্বয় ভৈরবানন্দ কাপালিককে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

অনন্তর ভৈরবানন্দ যোগ করিতে বসিলেন। কিন্তু আজিকার যোগে তাঁহার সুযোগ কি দুর্যোগ ঘটিল, তাহা বলিতে পারি না। ভৈরবানন্দের চিত্ত আজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, চঞ্চল এবং কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল। ওদিকে বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীকে এক প্রকার বুঝাইয়া, সাবধানে থাকিতে বলিয়া প্রস্থান করিল। আর এ দিকে ভৈরবানন্দ যোগসমাপনান্তে যোগপীঠ পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

কালীবাড়ী।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিল। আকাশে তারা হাসিল, অজয়নদের জলে প্রতিবিম্ব ভাসিল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

এদিকে হিরণ্ময়ী একাকিনী বীরচাঁদের গৃহে বসিয়া আছেন। নানারূপ আশঙ্কায় তাঁহার আপাদমস্তক কাঁপিতেছে—মর্ম্মের পরতে পরতে যন্ত্রণা ভীষণরূপে নৃত্য করিতেছে। এতাদৃশ ভীষণ অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও তিনি আপনার অভীষ্ট সাধনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে ভাবিয়াছিলেন, রাত্রিকালে অজয়ের জলে ঝাঁপ দিবেন। এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত। তিনি মনে মনে নানারূপ চিন্তা ও কল্পনা করিয়া গৃহ হইতে যেমন বহির্গত হইয়া কএক পদ অগ্রসর হইলেন, অমনি পশ্চাদ্ভাগ হইতে সহসা দুই জন লোক বস্ত্র দিয়া তাঁহার চক্ষু বাঁধিয়া, মুখ চাপিয়া ধরিল। তিনি ভয়ে চীৎকার করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না—চীৎকার শব্দ বাহির হইল না। চক্ষু আবদ্ধ হওয়াতে ধৃতকারী ব্যক্তিদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন না। কেবল ঘোরতর ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন।

সেই দুই জন লোক তাঁহাকে কোলপাঁজা করিয়া অজয় নদের একটি নির্জ্জন দেশে লইয়া যাইতে লাগিল। এরূপ করিয়া লইয়া যাওয়াতে তাহাদের মনে যে, কোন দুরভিসন্ধি ছিল, তাহা প্রকাশ পাইল। কিন্তু হিরণ্ময়ী সৌভাগ্যক্রমে সেই দুরাত্মাদের দুরভিসন্ধির হাত এড়াইলেন। সহসা সেখানে অপর একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল।

আগন্তুক ব্যক্তি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, তোরা ইহাকে লইয়া এদিকে যাইতেছিস্ কেন? আমার কাছে না লইয়া যাইয়া এদিকে লইয়া যাইবার কারণ কি?"

তাহার এই কথা শুনিয়া, সেই দুই জন ব্যক্তির মধ্য হইতে একজন কৌশল খাটাইয়া বলিল, "আড়ালে আড়ালে না নিয়ে গেলে, যদি কেউ

দেক্‌তে পায়, তবেই ত মুস্কিল, তাই এদিক্ দিয়েই আপনকার কাছে [একে নিয়ে যাচ্ছিলেম।”

আগন্তুক ব্যক্তি তাহাই বিশ্বাস করিল।

অনন্তর তিন জনে হিরণ্ময়ীকে লইয়া অতি শীঘ্র তথা হইয়া চলিয়া গেল। অপর কেহ তাহা দেখিতে পাইল না।

এই নির্ম্মম ব্যক্তিদের হস্তে পড়িয়া হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে যে কিরূপ ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল, তাহা খুলিয়া বলিতে পারে, এমন্ লোক এই পৃথিবীতে নাই। হা হতভাগিনি হিরণ্ময়ি! তোর কপালে এতও ছিল। হায়, কি অশুভক্ষণেই তুই বাড়ী ছাড়িয়াছিলি! জগদীশ্বর! বিপন্না হিরণ্‌কে রক্ষা কর। তুমি বই এখন ইহার আর কেহই নাই।

কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে আগন্তুক ব্যক্তি বলিল, “হ্যা দেখ্ নিধে! হ্যা দেখ্ কেনা! তোরা একে নিয়ে আমার সঙ্গে বরাবর কালীবাড়ী চল্।”

এই আগন্তুক ব্যক্তিই ভৈরবানন্দ কাপালিক।

উভয়ে বলিল, “যে আজ্ঞে!” কিন্তু মনে মনে বলিতে লাগিল, “ঠাকুর মশাই! তুমি হঠাৎ এখানে এসে আমাদেরকে আশায় বঞ্চিত ক’রে ফেল্লে। যা হ’ক্, যার কপালে যা আছে, সে তা ভোগ কর্‌বেই কর্‌বে।”

অনন্তর তিন জনে হিরণ্ময়ীকে লইয়া কিয়দ্দূর গমন করত একটা বনের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই অরণ্য অজয় নদের তীরে বহুদূর ব্যাপিয়া অবস্থিত। তিন জনে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কিয়দ্দূর গমন করত একস্থানে দাঁড়াইল। সেই স্থানের চারি দিকেই ঝোপ। ভৈরবানন্দ আপন কটিদেশ হইতে দশটি চাবি বাহির করিয়া বামহস্তে রক্ষা করিলেন। দক্ষিণ হস্তে তথাকার ভূমি হইতে কতকগুলা ডাল পালা ঘাস পাতা সরাইয়া ফেলিলেন। তাহার পর সেই দশটা চাবিতে দশটা বড় বড় তালা খুলিলেন। খুলিয়া একটা চতুষ্কোণাকার কপাটপট্ট তুলিয়া ফেলিলেন। উহা তুলিবামাত্র তন্মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইল। ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যভাগ সাধারণতঃ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এক্ষণে আবার রাত্রিকাল বশতঃ উহা আরও গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইয়া রহিয়াছে।

ভৈরবানন্দ সর্ব্বপ্রথমে সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি দীপ জ্বালি-

লেন। তাহার পর সেই আলোক ধরিয়া ছুরাত্মা নিধে এবং কেনা হিরণ্ময়ীকে লইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। উপরের কপাট পড়িল।

সেই সুড়ঙ্গের সর্ব্বশেষের দিকে কালীদেবীর গৃহ। সেই গৃহের মধ্যে একটি বৃহৎ পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ঐ মূর্ত্তিকে 'দস্যুকালী' বা 'ডাকাতে কালী' বলিয়া অভিহিত করিলে অত্যুক্তি হয় না। মূর্ত্তিটি দেখিলে হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। আবক্ষলম্বিত সুদীর্ঘ করাল রসনা। উহা ছাগ, মেষ, মহিষ, এমন কি নররক্তেও মধ্যে মধ্যে রঞ্জিত হইয়া থাকে। রসনার উপরিভাগে সুতীক্ষ্ণ বিকট দশনশ্রেণী। বড় বড় গোলাকার চক্ষুযুগল যেন ঘূরিতেছে। আবার ললাট-চক্ষু হইতে যেন অগ্নিশিখা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সুদীর্ঘ নাসিকা। আলুলায়িত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি দেহ বর্ণের সহিত মিশ্রিত হইয়া অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়াছে। মূর্ত্তিটি নগ্না—কেবল কটিতটে প্রকৃত অস্থিমালা, একটির পর একটি করিয়া গায়ে গায়ে ঝুলিতেছে। কণ্ঠদেশ হইতে পাদপর্য্যন্ত প্রকৃত নরমুণ্ডমালা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি চতুর্ভুজবিশিষ্টা। উর্দ্ধদ্বিভুজে ছুই খানি সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ এবং নিম্নদ্বিভুজে ছুইটা বড় বড় প্রকৃত নরমুণ্ড। কটিতটবেষ্টিত নরহস্তশ্রেণীতে এবং বক্ষোলম্বিত ও করধৃত নরমুণ্ডগুলিতে এক্ষণে আর মাংস, বসা, চর্ম্ম নাই—কেবল কঙ্কালসার হইয়া আছে। কালীর পদতলে ভূতনাথ ভৈরবের শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। তাহাতে অস্থি-ভূষণসমূহ সজ্জিত রহিয়াছে। সেই উভয় মূর্ত্তির একত্র সমাবেশ দর্শনে দর্শ-কের মনে সাক্ষাৎ বিশ্বসংহারীর সহিত বিশ্বসংহারিণীর ছায়া জাগিয়া উঠে।

কালীর গৃহের ছুই পার্শ্বে আরও চারি খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ। কালীর সম্মুখে একটি বৃহৎ যূপকাষ্ঠ (হাড়িকাঠ) প্রোথিত আছে। উহার চতুঃপার্শ্বে শোণিতরেখাবলী অঙ্কিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই হাড়িকাঠে অনেক মেষ, মহিষ, ছাগ ও মনুষ্য নিহত হইয়াছে। কালীর গৃহের মধ্যে সুরা-গন্ধের সহিত রক্তচন্দনরঞ্জিত রক্তজবার সুগন্ধ মিশ্রিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভরিয়া আছে। কালীর সম্মুখে একটি পিত্তলনির্ম্মিত ঘট। উহার উপরিভাগে আম্রশাখার উপর একটি নারিকেল স্থাপিত আছে। এতদ্ব্যতীত দস্যুপ্রথানু-যায়ী শক্তিপূজার অন্যান্য উপকরণসমূহ এদিকে ওদিকে সংরক্ষিত আছে।

ভৈরবানন্দ হিরণ্ময়ীকে লইয়া একটি গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই জন দস্যুও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তথায় হিরণ্ময়ীর নয়নবন্ধনী উন্মোচিত হইল। তিনি প্রথম দৃষ্টিপাতে সেই তিন জনকে দেখিয়া ভয়ে ও লজ্জায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া ভৈরবানন্দ "ভয় নেই—ভয় নেই" বলিয়া অনবরত আশ্বাস দিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ী যে, নিধে ও কেনাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, তাহা যেন ঠিক করিতে করিতেও কৃতকার্য্য হইলেন না—ঘোর ধাঁধা লাগিয়া গেল। তাঁহার চক্ষে ভৈরবানন্দ কাপালিক যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ বোধ হইল।

হিরণ্ময়ী ক্রমে ক্রমে এতদূর ভীত ও বিহ্বল হইলেন যে, তাঁহার আত্মা-পুরুষ পর্য্যন্ত শুকাইয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গে দর দর ধারে স্বেদোদ্গম হইতে লাগিল—ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল—প্রাণ যেন আন্‌ চান্‌ করিতে লাগিল। তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না.—সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তিনি ভূমিতলে পড়িবামাত্রই একজন দস্যু অন্য গৃহ হইতে জল আনিল। অপর জন বাতাস করিতে লাগিল। ভৈরবানন্দও আস্তে আস্তে বাতাস করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল ধরিয়া মুখে জল প্রয়োগ করিতে করিতে হিরণ্ময়ীর চেতনা হইল। তিনি অত্যন্ত ভয়ব্যাকুলচিত্তে কাঁদিতে লাগিলেন।

ভৈরবানন্দ তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। হিরণ্ময়ীর কর্ণে কাহারই সান্ত্বনাবাক্য স্থান পাইল না। তখন ভৈরবানন্দ মনে মনে ঠিক্ করিলেন যে, "এক্ষণে ইহার সহিত কোন কথা কওয়ায় ফল নাই। এক্ষণে এই যুবতী নিতান্ত ভীত হইয়াছে। কল্য আবার আসিয়া ইহাকে বুঝাইব। যাই হ'ক, এই রমণী হইতেই আমার বিশেষরূপে যোগ-সাধন হইবে।" এই ভাবিয়া তিনি সঙ্গীদ্বয়কে কানে কানে বলিলেন, "এখন্ আমরা এখান থেকে যাই চল্। কেন না, এই যুবতী আমাদিগকে দেখিয়া যার পর নাই ভয় পাইতেছে। আমি আবার কাল আসিয়া ইহাকে বুঝাইব।"

তাহারা ভৈরবানন্দের কথায় সায় দিল। অনন্তর তিন জনে হিরণ্ময়ীকে ত্যাগ করিয়া, কালীর হস্ত হইতে কৃপাণ এবং গৃহস্থিত অন্যান্য অস্ত্রগুলি

লইয়া, সুড়ঙ্গ হইতে বহির্গত হইল। পাছে হিরণ্ময়ী আত্মঘাতিনী হন, এই জন্য তাহারা তথায় কোন অস্ত্র রাখিল না। বিশেষতঃ যে গৃহে হিরণ্ময়ীকে রাখা হইয়াছিল, সে গৃহের মধ্যে কিছু খাদ্য দ্রব্য ব্যতীত, অপর কোন দ্রব্যই রাখা হইল না। বাহির হইতে হিরণ্ময়ীর গৃহের কপাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কালীর গৃহের আলোক হিরণ্ময়ীর গৃহকপাট দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এ দিকে ভৈরবানন্দ প্রভৃতি তিন ব্যক্তি সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিয়া পূর্ব্ব-বৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় তাহারা আস্তে আস্তে পরস্পরে কত কি কথা কহিতে লাগিল। ভৈরবানন্দ কাপালিক মনে মনে একবার বলিলেন, "এই সুন্দরী কি অপ্সরা? এ কি আমার হইবে?"

একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

মনের ভাব।

নিধে এবং কেনা কি বলা কওয়া করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল। ভৈরবানন্দ আপনার মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আজ তাঁহার অন্তঃকরণে অন্য ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এক একবার ভাবিতে লাগিলেন, "যাই—আর একবার সেই সুন্দরীকে দেখিয়া আসি। এখন আর নিধে কেনা নাই, আমি একাকী গিয়া সেই অপূর্ব্ব রূপসীর মনোহর রূপ দর্শন করি। আমি তাহাকে দেখিবার পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম যে, কামবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া, তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া যোগসাধন করিব, কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত হইয়া উঠিল। কেন এমন হইল? কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। আমি আজিও বিবাহ করি নাই। মনে করিয়াছিলাম আজীবন কৌমারা-বস্থায় থাকিয়া যোগসাধন করিব। কিন্তু আজ আমার সে কল্পনা কার্য্যকরী হইল না দেখিতেছি। সেই সুন্দরীকে দেখিয়া অবধি আমার অন্তঃকরণ

তাহার প্রেমলাভের জন্য সমুৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। আজ আমার একে আর হইল। হাজার কেন চেষ্টা কর না, কিন্তু এক এক সময়ে মন কোন কথাই মানে না, সে আপনার ইচ্ছায় কার্য্য করিয়া থাকে। আজ আমার মনও তাহাই। আমার যে এরূপ ভাবান্তর হইবে, তাহা কখন স্বপ্নেও দেখি নাই। যাই হউক, আমার যা হয় হইবে, কিন্তু আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমি নিধের মুখে শুনিয়াছি, সেই যুবতী ব্রাহ্মণ-কন্যা, তা ভালই হইয়াছে, আমার তাহাকে বিবাহ করিবার কোন অসুবিধা নাই। আমি তাহাকে বিবাহ করিব। পূর্ব্বে আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমি যে পথের পথিক, তাহাতে বিবাহ করিলে যোগসাধনের ব্যাঘাত ঘটিবে। কিন্তু এখন আমার সে বিশ্বাস আর দাঁড়াইবার স্থান পাইল না। এখন বুঝিয়াছি, বিবাহ না করিয়া, যোগসাধন হয় না। সুতরাং আমার বিবাহ করা কর্ত্তব্য। সেই যুবতীকে বিবাহ করিয়া, আমার আশাকে চরিতার্থ করিব। কপালে যা থাকে, তাহাই হইবে।”

ভৈরবানন্দ এইরূপ কত কি ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু মঠ ছাড়িয়া পুনর্ব্বার একাকী কালীবাড়ী গেলেন না। নানাচিন্তায় রাত্রি প্রভাত হইল। তিনি একটিবারও নিদ্রার দেখা পাইলেন না।

অনন্তর তিনি যথাবিধি স্নানাদি করিয়া পূর্ব্ববৎ শ্মশানে যাইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনে আর সে ভাব নাই—এখন নূতন ভাব—যুবতী লাভের ভাব। তিনি অন্তরে বাহিরে কেবল সেই সুড়ঙ্গস্থিতা যুবতীকে দেখিতে লাগিলেন। মন আর কিছুতেই অন্য দিকে ফিরিল না। সুতরাং যোগদ্রব্যসংগ্রহের কতকটা উলটাপালটা হইয়া গেল।

ভৈরবানন্দ শ্মশানে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে কেনা ও নিধে তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

ভৈরবানন্দ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কেনা বলিল, “ঠাকুর মশাই! সর্দ্দার কি ফিরে এসেছে?” এই কথা বলিয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিল।

ভৈ।—“না এখনো ফিরিয়া আসে নাই, কিন্তু প্রায় তাহার আসিবার সময় হইয়াছে। তোরা এখন্ এখান হইতে চলিয়া যা।”

কেনা।—"যে আজ্ঞে, কিন্তু দোহাই আপনার, আমরা যে, এ কাজটার যোগাড় ক'রে দিয়েছি, এ কথা যেন সদ্দার জান্‌তে না পারে। আর বেশি বল্‌ব কি?"

ভৈ।—"কোন চিন্তা বা ভয় নাই।" হাসিয়া এই কথা বলিলেন।

কেনা ও নিধে তখন তাহাদের ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিল।

আরও কিয়ৎকাল গত হইল।

তাহার পর বীরচাঁদ মাহেশ্বরী দেবীর স্নানজল ও সিন্দূর আনিয়া ভৈরবানন্দের নিকট উপস্থিত হইল। ভৈরবানন্দ স্নানজল পান ও সিন্দূর কপালে ধারণ করিলেন। পরে বীরচাঁদকে বিদায় দিয়া শ্মশানে গমন করিলেন।

বীরচাঁদ তাড়াতাড়ি আপনার গৃহের দিকে চলিয়া গেল। তাহার চিত্ত হিরণ্ময়ীর জন্য অত্যন্ত অস্থির। কেবল কখন্ দেখি, কখন্ দেখি, এইরূপ মনোভাব। সে কাপালিকের মঠ হইতে বরাবর আসিয়া আপনার গৃহের দ্বারদেশে আসিয়াই "কেমন আছ মা" বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। দেখিল ঘরখানি শূন্য পড়িয়া আছে।

শূন্যগৃহ দেখিবামাত্রই, বীরচাঁদের মন চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ কি এক চিন্তা আসিয়া সেই চমকিত চিত্তকে আরও অধীর করিয়া তুলিল। বীরচাঁদ ঘরের চারি দিক বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়াও হিরণ্ময়ীকে পাইল না। তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া চারি দিক খুঁজিতে লাগিল, তথাপি হিরণ্ময়ীকে পাওয়া গেল না। এইবার বীরচাঁদের বীরহৃদয়ে গভীর চিন্তাসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে আর এক নিমিষের জন্যও স্থির হইতে পারিল না। হিরণ্ময়ীকে অল্প সময়ের মধ্যে দেখিয়া দস্যু বীরচাঁদের হৃদয় যে, আজ জগদীশপ্রসাদের হৃদয়ের ন্যায় হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। বীরচাঁদ হিরণ্ময়ীকে না পাইয়া যেন প্রাণের কি এক অমূল্য রত্ন হারাইয়া ফেলিল। তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া গেল। কাহাকে যে কি বলিবে, তাহাও ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে তাড়াতাড়ি তাহার অনুচর দস্যুদের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে, তোরা সেই মেয়েটিকে

এদিকে কোথাও আস্‌তে দেখেছিস্‌? সে যে ঘরে নেই—কোথা গেল—দেখেছিস্‌?"

এই দস্যুদের মধ্যে কেনা ও নিধে ছিল না। তখন বীরচাঁদের মনে তাহাদের অস্তিত্বেরও উদয় হইল না, সুতরাং তাহাদের খোঁজও পড়িল না।

জিজ্ঞাসিত দস্যুগণ বীরচাঁদের এই দুঃখমিশ্রিত বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। সে যে হিরণ্ময়ীর জন্য এতদূর বিচলিত হইবে, তাহা তাহারা একবারও ভাবে নাই। কেন না তাহাদের চিত্ত স্বতন্ত্র।

তাহারা বীরচাঁদকে বলিল, "কই, সর্দ্দার! আমরা ত তাকে দেখিনি। সে ত তোমার ঘরেই ছিল। আমরা তোমার কাছ থেকে এসে অবধি আর ওদিকে যাই নি।"

বীরচাঁদ আরও দুঃখিত হইল। বলিল, "তাই ত, কিছু যে বুঝতে পাচ্চি নি।"

একজন দস্যু বলিল, "আচ্ছা, সর্দ্দার! তুমি কি কাল রাত্তিরে ঘরে ছিলে না?"

বীর।—"আরে আহাম্মক! তা থাক্‌লে কি আর এমন হয়। কাল যে আমি দিনের বেলা থেকে বাড়ী ছাড়া।"

উক্ত দস্যু।—"কোথা গিয়েছিলে?"

বীর।—"ঠাকুর মশায়ের তরে মাহেশ্বরী পুরের মাহেশ্বরী দেবীর চানজল আর সিঁদুর আন্‌তে গিয়েছিনু। এই কতক্ষণ ঘরে এসেছি।" এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। আবার বলিল, "তোরা আমার সঙ্গে আয়, ভাল ক'রে খোঁজ করি।"

অনন্তর সকলে মিলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ অতীত হইয়া গেল, কিন্তু সুফল ফলিল না। সুতরাং কেবল বীরচাঁদেরই নিরাশা দ্বিগুণিত হইল। সে কিয়ৎকাল কি ভাবিয়া, দস্যুগণকে বিদায় দিয়া, পুনর্ব্বার আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিল।

এবার বীরচাঁদের নিরাশ বদনমণ্ডলে গাঢ়তর বিষাদ প্রস্ফুট হইল। অবশেষে সেই বিষাদের ফল অশ্রুতে পরিণত হইয়া আসিল। বোধ হয়, বীরচাঁদ পূর্ব্বে আর কখন কাঁদে নাই! আজ হিরণ্ময়ীর শোক তাহাকে

কাঁদাইল। পরের জন্য দস্যুনয়নের অশ্রু যে, কি অপূর্ব্ব পদার্থ, তাহা আজ বীরচাঁদের চক্ষে দেখা গেল। যাহাকে যে ভাল বাসে—স্নেহ করে, তাহাকে সে যদি না পায়, তাহা হইলে সে যে, একপ্রকার জীবন্মৃত হইয়া পড়ে, তাহার দৃষ্টান্ত বীরচাঁদ। যে নিষ্ঠুর হইয়া কৃত লোককে নিহত, ও আহত করিয়াছে, সে আজ একটি পরবালিকার জন্য কাঁদিয়া ফেলিল, ইহা কি সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয়? দস্যুহৃদয়ে যে এত দয়া—এত স্নেহ—এত সহানুভূতি, ইহা তোমার আমার স্বপ্নেরও অগোচর। বীরচাঁদের ন্যায় দস্যুকে কাহার না পূজা করিতে ইচ্ছা হয়?

বীরচাঁদ আরও কএকবার এদিক ওদিক করিয়া অনুসন্ধান করিল, কিন্তু হিরণ্ময়ীকে পাইল না। তখন কি ভাবিয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেল। সারাদিন আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

দ্বিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

যেমন কর্ম্ম—তেমনি ফল।

সমস্ত দিন দিবাকর আকাশে আকাশে ঘুরিয়া অস্ত হইলেন। পক্ষিগণ কিচিমিচি করিয়া 'দিবা অবসান হ'ল' বলিয়া স্ব স্ব নীড়ে উড়িয়া বসিল। অজয়নদের তট ও তটস্থ অরণ্যাদি ক্রমে ক্রমে ঈষৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। সন্ধ্যা জলো কালি ঢালিয়া দিবার পর রজনী ঘন কালি ঢালিতে আরম্ভ করিল। সে কালিতে ভূতলস্থ সমুদয় পদার্থ ডুবিয়া গেল। কেবল উপরে কতকগুলি ফেণবিন্দুস্বরূপ নক্ষত্র ভাসিয়া রহিল। নিম্নে স্তরে স্তরে অন্ধকার। দেখিতে দেখিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া আসিল।

এমন সময়ে অজয়নদের তটের অবিদূরে একটি গৃহে আলোক দেখা গেল। সেই আলোক উক্ত গৃহের একটি দেওয়ালের ছিদ্র দিয়া বাহিরে আসিতেছিল। গৃহের মধ্যে দুই জন লোক কত কি কথা কহিতেছে। মধ্যে মধ্যে অসংলগ্ন ভাবে ও বিকৃতস্বরে গান গাহিতেছে। তাহাদের বসিবার আসন একখানা ছেঁড়া মাদুর। সম্মুখে সুরাপাত্র ও শল্যদগ্ধ মাংস। উহাদের

মধ্যে একজন সুরা ঢালিয়া অপরকে দিতেছে আর আপনিও পান করিতেছে আবার মধ্যে মধ্যে কথা কহিতেছে, গান গাহিতেছে। কিন্তু তাহাদের গৃহের কপাট ভিতর হইতে আবদ্ধ রহিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের সেই সামান্য গৃহ ও ছেঁড়া মাদুর যেন স্বর্গ ও স্বর্গের সিংহাসন। এবং তাহারা যেন স্বর্গের দেবতা হইয়া সুরানন্দ ভোগ করিতেছে। ক্রমে আনন্দের বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস নাই।

তাহারা গৃহের ভিতরে এইরূপ করিতেছে, এদিকে বাহিরে কে একজন লোক কান পাতিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, সে যেন উৎসুকচিত্তে তাহাদের কথাগুলি শুনিতেছে। এক একবার দেওয়ালের ছিদ্র দিয়া ভিতরের ব্যাপার দেখিতেছে।

এমন সময়ে সহসা গৃহের ভিতর হইতে শুনা গেল, "কেমন, কেনারাম! সদ্দার শালা খুব জব্দ হ'য়েছে।"

কেনা।—"নিধিরাম! জব্দ ব'লে জব্দ, শালা আজ সারাদিন চর্‌কীর মত ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু আমরা যে তা'র সর্ব্বনাশ করেছি, তা শালা জান্‌তে পারেনি।" সে এই বলিয়া হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিধি।—"ঠাকুর মশাই ভাগ্যে ছিল, তা নইলে শালাকে কি জব্দ কত্তে পাত্তুম্?"

কেনা।—"ভগবান্ আমাদের মা বাপ্।"

নিধি।—"দেখ্ দেখি, ভাই! আমরা ছুঁড়ীটেকে হাত কর্‌ব মনে কল্লুম্, না শালা কোত্থেকে এসে বাগ্‌ড়া দিলে। শালা আবার তাকে ধর্ম্মমেয়ে ব'লে ডাকে। ওর বাবার মেয়ে।"

কেনা।—"ওর বাবার বাবার তস্যি বাবার মেয়ে।" এই কথা বলিয়া উভয়ে হাসিয়া উঠিল।

নিধি।—"দেখি এখন শালার ধর্ম্মমেয়েই বা কি করে আর শালাই বা কি ক'রে। এখন সে ছুঁড়ীটে ঠাকুর মশাইর হাতে পড়েছে।"

কেনা।—"ঠাকুর মশাইর কপাল জোর।"

নিধি।—"তা ত আমাদের হতেই।"

কেনা।—"তা তার হবার করে বলতে?"

নিধি।—"দেখ্, কেনা! এইবার ভাই, আমরা ঠাকুর মশাইর খুব পিরিও-পাত্তর হ'ব।"

কেনা।—"ঠাকুর মশাইর খুব চালাক বুদ্ধি। কেমন ফাঁকি দে সদ্দারকে মাহেশ্বরীপুর পাঠিয়েছিল।"

এই কথা বলিয়া আবার উভয়ে হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর তাহারা এ সম্বন্ধে আর কোন কথা কহিল না। অন্য কথা পাড়িল।

তাহাদের গৃহের বহির্ভাগে যে ব্যক্তি উৎকর্ণ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল, সে এই কথোপকথনের আদ্যোপান্ত শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু কোনরূপ সাড়াশব্দ প্রকাশ করিল না। সে আর সেখানে দাঁড়াইয়া কালবিলম্ব করিল না। বিদ্যুতের ন্যায় কোথায় চলিয়া গেল।

আবার অল্পকাল পরেই সে ব্যক্তি উল্লিখিত স্থানে ফিরিয়া আসিল। এখন তাহার মূর্ত্তি নূতন অথচ ভয়ানক। তাহাকে দেখিলে যেন সাক্ষাৎ যমদূত বলিয়া বিশ্বাস হয়। এক্ষণে তাহার মুখমণ্ডলের সমস্ত ভাগ কালিমাখা; দক্ষিণ হস্তে একখানি শাণিত ছোরা; চক্ষুযুগল আরক্ত ও ক্রোধবিস্ফারিত। কঠিন দন্ত অনবরত অধর দংশন করিতেছে। প্রবল নিশ্বাসের বেগে বিশাল বক্ষ এক একবার স্ফীত হইতেছে। শিরস্থিত বিঘত-পরিমিত কেশরাশির কতকগুলি পশ্চাতে, কতকগুলি দুই পার্শ্বে আর কতকগুলি কপাল বাহিয়া মুখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সহসা এ ব্যক্তির এই ভয়ঙ্কর সংহার-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবার উদ্দেশ্য কি?

এবারেও এ ব্যক্তি পূর্ব্বস্থানে একবার দাঁড়াইয়া কি শুনিল—ছিদ্র দিয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে ঐ গৃহের আবদ্ধ দ্বারের বাহিরে গিয়া অপর একজন লোকের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া গৃহমধ্যস্থ দুই জন লোকের নাম ধরিয়া ডাকিল। তাহার ডাক শুনিয়া ভিতর হইতে এক জন বলিল, "কেরে, চন্দুরে না কি?"

বাহিরের ব্যক্তি উত্তর দিল, "হুঁ।"

ভিতর হইতে এক ব্যক্তি বলিল, "এতক্ষণ কোথা ছিলি, শালা! আয় আয়, যথা লাভ,—শেষটাই তোর কপালে আছে।" এই বলিয়া টলিতে টলিতে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

দ্বার খুলিবামাত্রই তাহাদের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। উভয়েই অত্যন্ত ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিল—দুই একবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। কি বলিবে বলিবে মনে করিল, কিন্তু জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গেল। উভয়ে এতক্ষণ ধরিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল। দুই জনেই পলায়ন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দ্বারদেশে যমদূত।

বাহিরের ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই সেই দুই জনকে বলে আক্রমণ করিল। পুনঃ পুনঃ সুতীক্ষ্ণ ছোরার আঘাতে উভয়েরই বক্ষ কর্ণ উদর বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। শোণিতের স্রোত ফুটিয়া ছুটিল। তখন উভয়ে ভূতলে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

হত্যাকারী সেই সময় কেবল একবার বলিল, "অবিশ্বাসী পিশাচ! তোদের যেমন কৰ্ম্ম—তেম্নি ফল। আজ তোরা যাকে জব্দ কত্তে চেষ্টা করেছিস, যে বিশ্বাসীকে একটি মেয়ের মনে অবিশ্বাসী ক'রে তুলছিস্, এ সেই বীরচাঁদ—তোদের যম।" এই বলিয়া আবার সেই দুই জন আহত পাপাত্মাকে ছোরার আঘাত করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই দস্যু নিধিরাম ও কেনারামের পঞ্চত্বলাভ হইল।

উহাদিগকে হত্যা করিয়া, বীরচাঁদ রক্তলিপ্ত দেহে ছোরা লইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় গৃহের আলোক নিবাইয়া দিল। সে যে তখন কোথায় গেল, তাহার অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। নিধে ও কেনার নিহত দেহ অন্ধকার গৃহে পড়িয়া রহিল।

ত্রিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর আগত হইয়াছে। এক্ষণে অজয়নদের তীরে মনুষ্যকণ্ঠের কোন সাড়াশব্দ নাই। শৃগালদল শবমাংস খাইয়া, মন খুলিয়া কবিওয়ালাদের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিতেছে, কতকটা কৃতকার্য্যও হইতেছে। দূরে কুক্কুরগণ, তাহাদের কবি-গাওনা, কোন কাজেরই নয়, বলিয়া

পাঁচালী বা হাফ্-আখ্ড়াই গাওনার আখ্ড়া দিতেছে। বৃক্ষশাখায় পূর্ণেন্দু-বিনিন্দিতচক্রবদন পেচক শ্রোতা হইয়া, শৃগাল ও কুক্কুর উভয় দলকেই বাহবা দিতেছে। আবার এখানে সেখানে ঝিঁঝিঁপোকা খাদে রাগ রাগিণী ভাঁজিতেছে। সঙ্গীতচর্চ্চার মহাধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে অজয়নদের তটে একটি অশ্বত্থবৃক্ষতলে একটি যুবা উপবিষ্ট হইয়া কি ভাবিতেছেন। তাহার আকার প্রকার দেখিলে, যেন তাহাকে কি একটি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন বলিয়া বোধ হয়। যুবা অজয়ের জলের উপর স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া, নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন। অজয়ের জল কোথা হইতে আসিয়া, কোথা চলিয়া যাইতেছে ;—গতির বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই। সেই-রূপ যুবার চিন্তারও বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই। সেই চিন্তা কোথা হইতে আসিয়া,কাহাকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়া যাইতেছে—আবার ঘূরিয়া আসিতেছে —আবার চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু অজয়ের জলের সহিত উক্ত যুবকের চিন্তার এ বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও আর একটি বিষয়ে নাই। সে সাদৃশ্য অজয়ের জল কেন, কাহারই সহিত হইবার নহে। সেটি কি ?—না, লক্ষ্য-পদার্থ ব্যতীত জগৎসংসারকে বিস্মৃত হইয়া যাওয়া। অজয়ের জল তাহা পারে নাই। কেননা উহা এক দিয়া আসিবার সময় অবধি অপর দিকে যাইবার সময় পর্য্যন্ত বালুকাকণা, খড়কুটা, ফুল প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু যুবকের চিন্তায় তাহা নাই; উহা কেবল প্রবল বেগে লক্ষ্যের দিকেই ছুটিতেছে—অন্য কোন পদার্থই স্পর্শ করিতেছে না। উভয়ের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ।

যুবকের নয়নসম্মুখে অজয়ের জল নাচিতেছে, যুবা উহা দেখিয়াও দেখি-তেছেন না। যুবার কর্ণে অজয়-জলের অস্ফুট কুলু কুলু ধ্বনি আসিতেছে, যুবা উহা শুনিয়াও শুনিতেছেন না। কোন একটি গভীর চিন্তায় তন্ময় হইয়া গেলে, বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে না। এরূপ চিন্তানিমগ্ন ব্যক্তির নিকট বাহ্যজগতের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই যুবকেরও তাহাই হইয়াছে। একমাত্র নিগূঢ় চিন্তার ঐন্দ্রজালিক কৌশলে বা মায়ায় ইহাঁর নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও কিয়ৎক্ষণের জন্য লোপ পাইয়াছে। এরূপ নীরব নিশীথে এ যুবার এরূপ নির্জ্জনস্থলে একাকী বসিয়া থাকিবার কারণ কি ?

এ যুবা কে ?—তাহা জানিতে পারিলে, এরূপ প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন কি ছিল ? পরে দেখা যাইবে, এ লোকটি কে। এখন একবার অজয়ের তট ছাড়িয়া অন্যদিকে যাওয়া যাউক্। পাঠক! থামুন্ থামুন ; ঐ শুনুন, যুবক যেন কি বলিতেছেন না ? বলিতেছেন,—

"এ নয়নে কেন তা'রে করিনু দর্শন ?
দেখিলাম যদি, কেন না পারি ভুলিতে ?
যদিই ভুলিতে পারি, তা' হ'লে তখন
কিরূপে বা পারিব এ জীবন ধরিতে ?
সমস্ত ভুলিতে পারি আঁখি পালটিতে,
তা'রে কি ভুলিতে পারি এ প্রাণ থাকিতে ?

"অজয়ের জল যদি নিমেষের তরে
না পারে ভুলিতে সেই ভাগীরথী-জল ;
মানব হইয়া আমি, বল ত কি ক'রে,
ভুলিবারে পারি সেই রূপ নিরমল ?
ভুলিব আপন প্রাণ ; প্রাণের প্রাণেরে
ভুলিতে নারিব কিন্তু, ক্ষণেকের তরে।"

যুবা এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব হইল। আবার যেন কতকটা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া বলিতে লাগিলেন ;—

"এত যে করিনু যোগ, শ্মশানে বসিয়া,
এত যে সহিনু কষ্ট জাগিয়া যামিনী,
পরলোকে ফল তা'র ? বল কি করিয়া
এরূপ কল্পিত বাণী স্বপ্নপ্রসবিনী ?
ইহলোকে খাটি', পা'ব পরলোকে ফল ?
মূর্খের মুখেই সাজে এ কথা কেবল।

"শ্মশানে বসিয়া যোগ, জাগিয়া যামিনী ;
ইহলোকে ফল তা'র ফলিল আমার।

তা' না হ'লে কোথা হ'তে স্থির সৌদামিনী
আসিয়া খুলিল মোর আনন্দ-দুয়ার ?
ইহলোকে কর কাজ, ইহলোকে ফল
নিশ্চয় পাইবে, যদি থাকে পুণ্যবল।

"আমার পুণ্যের বল না থাকিত যদি,
তা' হ'লে কি স্বপনের অগোচর মণি
অজয়নদের তীরে মম সুখনদী
বহাইতে আসিত রে ? কখন ভাবিনি।
শ্মশানে বসিয়া যোগ, জাগিয়া যামিনী,
সঙ্গিনী পেয়েছি, তাই স্থির সৌদামিনী।
বিবাহ করিব তা'রে জুড়াব জীবন ;
ইহলোকে সেই মোর যোগের কারণ।"

যুবা এই বলিয়া আবার নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সহসা এক ব্যক্তি সেই অশ্বত্থবৃক্ষের উপর হইতে আস্তে আস্তে কএক পদ নীচে নামিয়া, বৃক্ষমূলোপবিষ্ট যুবার পশ্চাদ্দিকে লাফাইয়া পড়িল।

সেই ব্যক্তি হঠাৎ লাফাইয়া পড়িবামাত্র ধুপ্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল। বৃক্ষতলোপবিষ্ট অনন্যমনা যুবার চমক হইল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিয়া লজ্জিত ও বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

যে লোকটি লাফাইয়া পড়িয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ কিছু না বলিয়া, সহসা ঐ যুবার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া যুবা যেন কি ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, "এ কি কর ? কাঁদ কেন ? তুমি এই গাছটার উপর কেন বসিয়াছিলে ?"

সে তাঁহার এই সকল কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "প্রভু ! আপনার কি এ রকম কাজ করাটা ভাল হ'য়েছে ? আমার ধর্ম্ম মেয়েকে ফিরে দাও। আপুনি গুরু, আমি শিষ্য, আর বেশি বলব কি ?"

পাঠক মহাশয়! এক্ষণে আপনি এই দুইটি লোককে চিনিতে পারিলেন কি? বলুন দেখি, ইহারা কে?—যে পা জড়াইয়া ধরিয়াছে, সে বীরচাঁদ আর যাঁহার পা জড়াইয়া ধরা হইয়াছে, তিনি ভৈরবানন্দ কাপালিক। ঠিক হইয়াছে।

ভৈরবানন্দ প্রথমতঃ বীরচাঁদের এইরূপ ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কে যেন তাঁহার চিত্তকে অন্য দিকে ফিরাইয়া দিল। তিনি মনের কথা চাপা দিয়া অন্য কথা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন, "বীরচাঁদ! আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। কে তোমার ধর্ম্মমেয়ে, আমি তাহাকে চিনি না। তুমি কি পাগল হইয়াছ?"

বীর।—"এখনও হইনি, আপুনি তাকে না ফিরিয়ে দিলে, তার জন্যে ভেবে ভেবে আমাকে পাগল হ'তে হ'বে। আপনার পায়ে পড়ি, আর আমায় দুঃখু দিও না। তাকে ফিরে দাও—ফিরে দাও।"

ভৈ।—"আমি তাকে চিনি না, সে আমার কাছে নাই।"

বীর।—"এই যে আপুনি তার কথা বল্‌ছিলে। সে আপনকার কাছেই আছে।"

ভৈ।—"আমি অন্য কথা কহিতেছিলাম, তুই কি শুন্‌তে কি শুনেছিস্।"

এইবার বীরচাঁদ ভৈরবানন্দের পা ছাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে, না; আমি ঠিক্ শুনেছি, আরও বলি শুনুন্,—কেনা আর নিধে আমার শত্রু হ'য়ে আপনকার হাতে সেই মেয়েটিকে দিয়েছে। সেই শালাদের ফিকির শুনে আপুনি মিছিমিছি আমাকে মাহেশ্বরীপুর পাঠিয়েছিলে। ঠাকুর! আপনকার মনে কেন এমন পাপকম্মের ইচ্ছে হ'ল? সে শালারা যেমন কম্ম করেছিল, তার তেম্নি প্রতিফলও পেয়েছে। আমি এই ছোরাতে তাদের খুন করেছি।"

এই কথা শুনিয়া ভৈরবানন্দের মনে এককালে অনন্ত চিন্তার তরঙ্গ উঠিল। তিনি একবার যেন দশ দিক বিভীষিকাময় দেখিলেন। মনে মনে নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন, কিন্তু প্রাণপণে চাপিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া দেখিলেন। কিন্তু আর কৌশল করিয়া উত্তর দিবার পন্থা পাইলেন না। সুতরাং তাঁহাকে বলিতে হইল, "বীরচাঁদ! আমি তোমার গুরু, তুমি আমার শিষ্য ত?"

বীর।—"আজ্ঞে।"

ভৈ।—"আমি যদি সেই যুবতীকে বিবাহ করি,তাতে তোমার বাধা কি?"

বীর।—"সে মেয়েটি এখন আমাকেই এই কাজের মূল ভেবে অবিশ্বেসী জেনেছে। আপুনি ফিকির ক'রে আমাকে ফাঁকি দিয়ে এই অন্যায় কাজ করেছ। তার বাপ মার বা অন্য কোন আপনার নোকের মত না নিয়েই বা আপুনি তাকে বে ক'ত্তে চান কেমন ক'রে? আবার তার বে হ'য়েছে কি না, তাই বা জানলে কি ক'রে? আমি এখন আপনকার মৎলবকে ভাল বলতে পারি না। আপুনি এখন তাকে আমার হাতে ফিরে দেও। আমি বিনিদোষে তার কাছে অবিশ্বেসী হয়েছি, এই আমার বড় দুঃখু—বড় নজ্জা। আমি তাকে তার বাপ্ মার কাছে রেখে আসি, তার পর আপনকার যা ইচ্ছে হয় ক'র।"

ভৈরবানন্দ এই সকল কথার উত্তর না দিয়া, অন্য কথা পাড়িলেন। বলিলেন, "বীরচাঁদ! তুমি এই গাছের উপর কেন বসিয়াছিলে? তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তর দিলে না কেন?"

বীর।—"আমি কেনা আর নিধেকে খুন ক'রে, নদীতে গা হাত পা ধুতে এসেছিলুম। রক্ত কালি ধোবার পর ডাঙায় উঠে এসে এই গাছতলায় গা মুচ্ছিলুম। এমন সময় ঐ দিক্ থেকে এই দিক্‌পিনে কে আস্‌ছিল। আমি নোকটা কে, জান্‌বার তরে এই গাছটার উপর উঠে পড়্‌লুম্। শেষে দেখ্‌লুম, আপুনিই এখানে এসে বস্‌লে। আমিও আপনকার এখানে আস্‌বার কারণ জান্‌বার তরে উপরে চুপ্ ক'রে ব'সে রইলুম।"

ভৈরবানন্দ, এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত ও লজ্জিত হইয়া মনে মনে বলিলেন, "আমি এখানে আসিয়া ভাল করি নাই। বীরচাঁদ ইহারই মধ্যে জান্‌তে পারিয়া গোলযোগ ঘটাইয়া দিল। তা কি করিব, যখন যাহা ঘটিবে, তাহার অন্যথা করে, এমন কে আছে?"

বীরচাঁদ ভৈরবানন্দকে নীরব থাকিতে দেখিয়া আবার বলিল, "প্রভু! আর আমায় কষ্ট দিও না। আমার ধর্ম্মমেয়েকে ফিরে দাও। তাকে কোথা রেখেছ?"

ভৈ।—"তোমাকে আমার একটি কথা রাখিতে হইবে।"

বীর।—"কি কথা ?"

ভৈ।—"আমি সেই যুবতীর প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বা স্বেচ্ছায় অবৈধাচার করিব না। আমি তার সম্মতি লইয়া তাহাকে বিবাহ করিব। সুতরাং কোন চিন্তা নাই, তুমি আর দুঃখ করিও না।"

বীর।—"আপনকার বিবাহ করা ত বিধি নয় ; কারণ, আপুনি সন্ন্যেসী যোগী।"

ভৈ।—"এখন আমার মনের ভাবান্তর ঘটিয়াছে। আর এক কথা, বিবাহ করিলে কি যোগসাধন হয় না ?"

বীর।—"আপুনি যে মতের মতে চল্‌ছেন, সে মতে বে করা ত উচিত নয়। এতে যে আপনকার যোগ টোগ সব নষ্ট হ'য়ে যা'বে।"

ভৈ।—"যায় যাক্, কিন্তু, বীরচাঁদ! তুমি আর তাহাকে চাহিও না। যদি গুরুকে শিষ্যের সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য আর অসন্তুষ্ট করা অকর্ত্তব্য ব'লে স্বীকার কর, তবে আমার কথা লঙ্ঘন করিও না। আমি তাকে যে স্থানে রাখিয়াছি, সে স্থানের নাম তোমার জানিবার প্রয়োজন নাই।"

এই কথা শুনিয়া বীরচাঁদ মনে মনে কত কি চিন্তা করিতে লাগিল। ভৈরবানন্দ এই অন্যায় কার্য্য করিলেও তিনি তাহার গুরু, সুতরাং সে যে কি করিবে, তাহার কূলকিনারা খুঁজিয়া পাইল না। ভৈরবানন্দ কেনা বা নিধে হইলে এতক্ষণ কোন্ কালে তাহাদের পথের পথিক হইতেন। কেবল এক গুরু বলিয়াই এখনও বীরচাঁদের হস্তে নিস্তার পাইতেছেন, কিন্তু পরে যে কি হইবে, তাহা ভবিষ্যতই জানে।

বীরচাঁদ অনেকক্ষণ ভাবিয়া বুঝিল যে, তাহার আশা নিষ্ফল হইল। তখন সে বলিল, "ঠাকুর মশাই! তুমি নিতান্তই সে মেয়েটিকে ফিরে দিলে না—কোথায় তাকে রেখেছ, তাও বল্‌লে না—এই বিশ্বেসী বীরচাঁদকে তার কাছে যার পর নাই অবিশ্বেসী ক'রে দাঁড় করা'লে। আমি এখন্ বিশেষরূপে বুঝ্‌লুম্ যে, মানুষ চেনা মানুষের কাজ নয়। তা হ'লে আজ আর আমাকে এমন বিপদে পড়্‌তে হ'ত না। এখন্ আর কি করব বল ? আমি আপনকার চরণে বিদেয় নিয়ে চিরকালের জন্যে চ'ল্লেম। আর আমি এখানে থাক্‌ব না। আমার মন বড় খারাপ হ'য়েছে। এখানে থাক্‌লে,

কি জানি কি হ'তে কি হ'বে। আপুনি গুরু ব'লে আপনকাকে আর কিছুই বল্‌তে পারিনি। তা যা হৌক্, সেই মেয়েটির বাপ মার অনুসন্ধান নে, তাদের কাছে পাঠিয়ে দিও। তারা যদি মত দেয় তবে বে ক'র, আর এক নিমিষের তরেও যেন তার উপর অত্যাচার ক'র না। আমি এখন্ চল্‌লুম্—কিন্তু কোথা যে চল্‌লুম—তা বল্‌তে পারি নে। আপনকার কাছে আজ আমার এই শেষ বিদেয়।"

এই বলিয়া বীরচাঁদ দুঃখিতচিত্তে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিল। তখন ভৈরবানন্দ বলিলেন, "বীরচাঁদ! তুমি যেও না—আমার কথা শুন।"

বীর।—"আজ্ঞে, আর না—আর না। আমি আর থাক্‌ব না। কিন্তু যাবার সময় আর একটা কথা বলি, "আপুনি জোরে সেই মেয়েটির উপর কোন মন্দ ব্যভার ক'ল্লে, আপনকার অন্যায় কাজ করা হ'বে। তখন আর গুরু শিষ্যে সম্বন্ধ থাক্‌বে না। আপুনি তার উপর কোন অত্যাচার ক'ল্লে আমি অবিশ্যি জান্‌তে পার্‌ব। আপুনি চান্দিক ভেবে চিন্তে কাজ কর্‌বে। আমি চল্লুম।" এই বলিয়া অবিলম্বে তথা হইতে চলিয়া গেল।

ভৈরবানন্দ আবার তাহাকে ডাকিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন তিনিও কি ভাবিতে ভাবিতে মঠে প্রস্থান করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

কৌশল।

দস্যুবীর বীরচাঁদ ভৈরবানন্দকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পর এক দিন অতীত হইয়া গেল। কেনা ও নিধেকে বীরচাঁদ যে খুন করিয়াছে, এ কথা ভৈরবানন্দ কাপালিক কাহাকেও বলিলেন না বটে, কিন্তু দস্যুগণ আভাসে তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল। তন্মধ্যে নিধিরাম ও কেনারামের কএক জন আত্মীয়, বীরচাঁদকে হত্যা করিবার জন্য সচেষ্ট রহিল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা যে কত দূর কার্য্যকারী হইবে, তাহা নিতান্ত সন্দেহস্থল হইয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে অন্বেষণ করিয়া পাইলে ত? তাহাতে আবার সে, যে সে নয়—বীরচাঁদ।

হত্যাকাণ্ডের রাত্রিতে বীরচাঁদের সঙ্গে ভৈরবানন্দের যে রূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তিনি তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। এই কএক দিন ধরিয়া কেবল আপনা আপনিই সেই বিষয়ের প্রশ্নোত্তর করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহার আর সেরূপ যোগসাধনের নিয়ম রক্ষিত হয় না। মনের মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তিনি যেন সর্ব্বদা কিসের জন্য প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। আবার কখন কখন কি ভাবিয়া ভাবিয়া দুঃখিত, ভীত ও চঞ্চল হইয়া পড়েন। অপরে যাহাতে তাঁহার এই ভাব বুঝিতে না পারে, তিনি সে বিষয়ে বিশেষরূপে সতর্ক থাকিতে লাগিলেন। এক সময়ে তিনি যেন কি একটি কার্য্য করিতে অগ্রসর হন্, আবার পরক্ষণেই কাহাকে মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইয়া পশ্চাৎপদ হইয়া পড়েন। বোধ হয়, বীরচাঁদ যেন তাঁহার মনোনয়নে সশস্ত্র দেখা দিয়া যায়।

গত কল্য ভৈরবানন্দ দুই তিন বার সুড়ঙ্গস্থিতা হিরণ্ময়ীর নিকট যাইয়া, তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন—খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—নির্ভয় দিয়াছিলেন—আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী তাঁহাকে দেখিয়া আরও ভীত, চঞ্চল ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। আহা, হিরণ্ময়ী যেন কারাগারে বদ্ধ হইয়া ভয়ানক যমদূতের হস্তে পতিত হইয়াছেন।

অদ্য প্রাতঃকালে ভৈরবানন্দ পুনর্ব্বার হিরণ্ময়ীর নিকট গমন করিলেন। হিরণ্ময়ী তাঁহাকে দেখিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় ভয়ে জড় সড় হইলেন।

ভৈরবানন্দ কিয়ৎক্ষণ তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিয়া কেন এত ভীত হও? আমি তোমার উপকার ব্যতীত অপকার করিতে আসি না। তুমি আহার না করিয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছ। এরূপ করিয়া আর কয় দিন বাঁচিবে?"

হিরণ্ময়ী নতমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "এখন মরিলেই বাঁচি। আপনি আমাকে কালী দেবীর নিকট বলিদান করুন্। ইহাতে আপনার পুণ্য সঞ্চয় হইবে, কালী দেবীর তৃপ্তি লাভ হইবে আর আমারও সমস্ত জ্বালা

যন্ত্রণা ঘুচিয়া যাইবে।” এই বলিয়া তিনি অধোমুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ভৈরবানন্দ তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, “বাঁচিয়া থাকিলে কি তোমার জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইবে না?”

হিরণ।—“না।”

ভৈ।—“কেন?”

হিরণ।—“তা আর আপনাকে কি বলিব?”

ভৈ।—“আমি কি শত্রু?”

হিরণ।—“মিত্র হইলে, আমাকে এতক্ষণ কোন্ কালে এই কারাগৃহ হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়া ছাড়িয়া দিতেন।”

ভৈরবানন্দ এ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। কিয়ৎকাল নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর মনে মনে বলিলেন, “ইহাকে এখন্ আহার করাইতে না পারিলে জীবিত রাখা নিতান্ত দুর্ঘট। এ যে কথা বলিল, “আমি সেই কথাকে ভিত্তিমূল করিয়া ইহাকে আহার করাইব।” এই ভাবিয়া হিরণ্ময়ীকে বলিলেন, “আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না ত কি এই অন্ধকার গৃহে চিরকাল আবদ্ধ করিয়া রাখিব? তুমি যদি আমার কথা রাখিয়া, আহার কর, তবে শীঘ্রই তোমাকে ছাড়িয়া দিব।”

হিরণ।—“আহার না করিলে কি ছাড়িয়া দিতে নাই?”

ভৈ।—“আমার পক্ষে তাহা দিতে নাই। তুমি এখন্ অতিথি, সুতরাং কালীদেবীর প্রসাদ ভোজন না করিলে ছাড়িয়া দিতে পারি না।”

হিরণ।—“আমার ক্ষুধা নাই।”

ভৈ।—“এ কথায় কে বিশ্বাস করে? আজ বলিয়া নয়, কালও তুমি আহার কর নাই; ইহাতেও কি তোমার ক্ষুধার উদ্রেক হইল না? এও কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?”

হিরণ্ময়ী বলিলেন, “আচ্ছা, আমি আপনার কথা অবহেলা করিব না, যা পারি খাইব, কিন্তু আপনি শপথ করিয়া বলুন, আমাকে ছাড়িয়া দিবেন।”

ভৈরবানন্দ মনে মনে ভাবিলেন, “এখন্ ত শপথ করিয়া ইহাকে আহার করাই, তাহার পর ছাড়িয়া দেওয়া আর না দেওয়া, আমার ইচ্ছা। এক

জন বিনা আহারে মারা যাইবে, এমন শপথ করিতে দোষ কি ?" এই ভাবিয়া বলিলেন, "আমি তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি আহার করিলে ছাড়িয়া দিব।"

সরলা হিরণ্ময়ী এ কথায় বিশ্বাস করিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, আমি ইহার পর আহার করিব।"

ভৈরবানন্দ সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "তবে এখন্ কিছু খাও।"

হিরণ্ময়ী অধোমুখে থাকিয়া বলিলেন, "আমি কোন পুরুষের নিকট কিছু খাই না।"

ভৈ।—"তবে আমি এখন আসি, তুমি একাকিনী বসিয়া খাও। আমি ও বেলা আসিয়া এই সকল দ্রব্য যেন এইরূপেই পড়িয়া থাকিতে না দেখি।"

এই বলিয়া তিনি হিরণ্ময়ীর দিকে তাকাইতে তাকাইতে সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এ দিকে দুর্ভাগ্যবতী সরলা হিরণ্ময়ী মুক্তিলাভের আশায় কালীদেবীর কএক প্রকার প্রসাদের কিছু কিছু খাইলেন। আহারের পর দেখিলেন, প্রদীপের ঘৃত ফুরাইয়া আসিয়াছে। অমনি তৎক্ষণাৎ উহাতে কতকটা ঘৃত ঢালিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবনার ভিতর বেশীর ভাগ এই কথা ছিল, "হে মা কালি! আমাকে মুক্তি দান কর মা!" প্রথম দর্শনে হিরণ্ময়ীর চক্ষে এই কালীমূর্ত্তি রাক্ষসী বলিয়া বোধ হইয়াছিল, পরে তিনি চিনিতে পারিয়া ইহাঁরই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

পাঠক মহাশয়! যদি এই কালিকাদেবী, সম্মুখে রোরুদ্যমানা নিপীড়িতা হিরণ্ময়ীর মঙ্গল সংসাধন না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইনি কালী নামে রাক্ষসী। কিন্তু যদি হিরণ্ময়ীর মুক্তি লাভ ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলে ইনি যথার্থই দয়াময়ী কালী। তখন আমরাও হিরণ্ময়ীর সহিত ইহাঁর পূজা করিব।

পঞ্চপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

চন্দুরে।

ভৈরবানন্দ হিরণ্ময়ীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া স্নানাদি করিলেন। তার পর শ্মশানে যোগসাধন করিতে গেলেন। এখন্ ইহাঁর যোগসাধন মাথা আর মুণ্ড। প্রতি অক্ষিনিমেষপাতেই কেবল সেই চিন্তা—সেই হিরণ্ময়ীর চিন্তা। হিরণ্ময়ীই এক্ষণে ইহাঁর যোগসাধনের এক মাত্র মূল—একমাত্র সম্বল। কোথায় ইনি পূর্ব্বে মনস্থ করিয়াছিলেন যে, কোন একটি সুন্দরী ও সর্ব্বসুলক্ষণা যুবতী পাইলে, তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে লক্ষ জপ করিবেন, তা না হইয়া একে আর হইয়া পড়িল! বরঞ্চ ইনি হিরণ্ময়ীকে দেখিবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় বশ করিয়া যোগাদি করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া অবধি ইহাঁর মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছে। এত দিন ধরিয়া যত যোগকষ্ট সহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গেল। শিবোক্ত তন্ত্র শাস্ত্র ইহাঁর নিকট অপমানিত হইল। পবিত্র পথের পথিক হইয়া, এবং দুর্জ্জেয় ইন্দ্রিয় জয় করিয়া যোগসাধন করা যার তার কর্ম্ম নয়—কথনই নয়। তা হইলে, বন ত বন—গিরি ত গিরি—শত সহস্র লোকনিবাস বৃহৎ বৃহৎ নগর পর্য্যন্তও যোগীর সংখ্যায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। তাই বলিতেছিলাম যে, ভৈরবানন্দ কাপালিকের ন্যায় যোগীর পক্ষে প্রকৃতরূপে যোগপথাবলম্বী হওয়া অত্যন্ত দুর্ঘট। যাউক, এখন্ আর এ সকল কথা পড়িয়া কোন ফল নাই।

ভৈরবানন্দ শ্মশানস্থিত যোগপীঠে উপবেশন করিয়া নিমীলিত-নেত্রে হিরণ্ময়ীর সেই অপূর্ব্ব অলৌকিক অচিন্তনীয় মুখসৌন্দর্য্য ভাবিতে লাগিলেন। "ওঁ নমঃ—ওঁ নমঃ" মন্ত্র পাঠ করিয়া কালিকাদেবীর পূজা করিলেন বটে, কিন্তু সে পূজায় গলদ্ পড়িয়া গেল।

অনন্তর যোগ পূজাদি সমাপন করিয়া মঠে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে কুড়ি পঁচিশ জন দস্যু তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণাম করিল।

তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম চন্দুরে। সেও আজ কাল এক প্রকার দস্যুসর্দ্দার হইয়াছে।

উহারা সকলে নিকটে উপস্থিত হইলে, ভৈরবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা কি অভিপ্রায়ে এখন্ এখানে আসিয়াছিস্ ?"

চন্দুরে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া মনের কথা নিবেদন করিল, "ঠাকুর মশাই! আজ দিন ভাল, যদি আপুনি আজ্ঞা কর, তবে একবার দলবল নে রাত্তিরে শুভ যাত্তারাটা করি।"

ভৈ।—" কোন্ দিকে যাবি ?"

চ।—"পূর্ব্ব দিকপিনে।"

ভৈ।—"ভাগীরথীর ওপারে না এপারে ?"

চ।—"ওপারে।"

ভৈ।—"কোন্ স্থানে ?"

চ।—"গোবিন্দিপুরে।"

ভৈ।—"সেখানে কি কোন জমীদারের বাটীতে ?"

চ।—"আজ্ঞে।"

ভৈ।—"আশীর্ব্বাদ করিতেছি, নির্ব্বিঘ্নে কৃতকার্য্য হইয়া আয়।"

অনন্তর চন্দুরে স্বীয় দলবল লইয়া সেই মুহূর্ত্তেই গোবিন্দপুর যাত্রা করিল। দিনের বেলা প্রস্থান করিল বলিয়া সকলে তখন ছদ্মবেশে অস্ত্রাদি গোপন পূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া গেল।

পাঠক মহাশয়কে চন্দুরে দস্যুর বিষয় কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। বীরচাঁদ যখন ভৈরবানন্দকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিল, তখন এই চন্দুরেও তাহার সহিত ছিল। চন্দুরে বীরচাঁদের খুব অনুগত ও বিশ্বস্ত বন্ধু। বীরচাঁদ অন্যান্য দস্যুর অপেক্ষা ইহাকে ভালবাসিত ও বিশ্বাস করিত। বীরচাঁদ ইহাকে অনেক বার বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। চন্দুরেও তাহাকে দুই তিন বার বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছিল। এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে আন্তরিক সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। আপাততঃ চন্দুরের কোথাও ডাকাইতি করিতে যাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এক্ষণে সে সহসা সেই কার্য্য করিতে প্রস্থান করিল। উদ্দেশ্য—ডাকাইতিকে ডাকাইতি আর সেই সঙ্গে

সঙ্গে বীরচাঁদের অনুসন্ধান। কিন্তু তাহার সঙ্গী দস্যুগণ কেবল প্রথমটিই বুঝিয়া লইল।

চন্দুরের বয়ঃক্রম চব্বিশ পঁচিশ বৎসর হইবে, হটাৎ দেখিলে বোধ হয়, যেন তেত্রিশ চৌত্রিশ বৎসরের। দেহবর্ণ খুব কাল নয়। চক্ষু দুইটি কোটরগত, ভ্রূযুগলে অল্প অল্প লোম, নাসিকা খর্ব্ব, কপাল চাপা, গাল পুরু, কান ছোট, অধর অপেক্ষা ওষ্ঠ মোটা, দাঁতে মিশি মাজন, ঘাড় বেঁটে সুতরাং মোটা, হাতের আঙুলগুলি ছোট ছোট, বাহু যুগল ও বক্ষঃস্থল ডৌলসই। তাহার গাত্রের কএক স্থানে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন আছে। তাহার হাঁটুর একস্থানে এক সময়ে দূর হইতে শর নিক্ষিপ্ত হইয়া বিঁধিয়া গিয়াছিল বলিয়া, আজিও সে কতক কতক খোঁড়াইয়া যাতায়াত করে। এইত গেল রূপবর্ণন। সুতরাং এক্ষণে গুণ বর্ণন চাই ;—চন্দুরে বড় নিষ্ঠুর। সে ভৈরবানন্দ ও বীরচাঁদ ব্যতীত অপর কাহারই খাতির রাখে না। সকলের উপরেই চটা। সকলকেই একটুতে গালাগালি দেয়—তর্জ্জন গর্জ্জন করে। সুতরাং সকলে তাহাকে ভয় করিয়া চলে; কেহ তাহাকে কোন কিছু বলে না, কিন্তু মনে মনে তাহার এক গুণ গালাগালির প্রতিশোধ দশগুণ গালাগালিতে করিয়া লয়। সহচর দস্যুদের অপেক্ষা চন্দুরে অপরের সহিত কথোপকথনের সময় অধিক পরিমাণে অশ্লীল কথা উচ্চারণ করে। কেবল গুরুঠাকুরের নিকট প্রাণপণে সতর্ক হইয়া কথা কয়। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বীরচাঁদের হৃদয় উদার, মন সরল হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু চন্দুরের হৃদয় ও মন একেবারেই উদারতা ও সরলতা জানে না। কেবল সে ভৈরবানন্দ ও বীরচাঁদের নিকট সময় বিশেষে কপটতা করিয়া ঐ দুইটি বৃত্তিকে দেখাইবার চেষ্টা করে—চন্দুরে নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ভৈরবানন্দ আজ এতক্ষণ ধরিয়া শ্মশানেই বসিয়া ছিলেন। এক্ষণে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া, মঠে যাওয়ার পরিবর্ত্তে বরাবর হিরণ্ময়ীর নিকট প্রস্থান করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

সেই মূর্ত্তি।

সুড়ঙ্গের মধ্যে দুঃখিনী হিরণ্ময়ী চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছেন। তাঁহার সেই চিত্রাঙ্কিতবৎ বিষাদময়ী মূর্ত্তি দেখিলে তাহাকে গাঢ়তর চিন্তাময়ী বলিয়া কে না বিশ্বাস করিবে? তিনি এক এক বার আপন অবস্থার আদ্যোপান্ত ভাবিতেছেন আর মুহুর্মুহু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। কখন কখন বক্ষে ও ললাটে করাঘাত করিয়া কালিকা দেবীর দিকে চাহিতেছেন। তাঁহার মর্ম্মবেদনার সীমা নাই।

এই রূপে কিয়ৎক্ষণ গত হইলে পর, তাঁহার মুখ হইতে এই অন্তর্ভেদি বাক্যগুলি শুনা গেল;—"হায়! আমি কি হতভাগিনী—কি মহাপাপিনী! আমি পিতা মাতার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া, যে কাজ করিয়াছি, তাহার পরিণাম যে এইরূপ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমি তাঁহাদিগকে না বলিয়া আসিয়া কখনই ভাল করি নাই। এক্ষণে তাঁহারা আমার জন্য, না জানি, কতই কাঁদিতেছেন—দুঃখ করিতেছেন। বিধাতা ইহা দেখিতে পারিবেন কেন? তাই এক্ষণে আমার এই দশা ঘটিয়াছে। পাপ করিয়াছি, তাই ভুগিতেছি। কিন্তু এখনও আমার এই ভোগের শেষ হয় নাই। না জানি, আরও কি হইবে!" শেষ কথাটি বলিয়াই হিরণ্ময়ী শিহরিয়া উঠিলেন। আরও বিমর্ষ হইয়া অধোমুখে কাঁদিতে লাগিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইয়া গেল। হিরণ্ময়ী আবার গভীর দুঃখের সহিত বলিলেন, "মা কালি! এই হতভাগিনীকে আর কেন বাঁচাইয়া রাখিয়াছ?" তোমার কণ্ঠে নরমুণ্ডগুলি ঝুলিতেছে, তন্মধ্যে আমার মুণ্ডকেও ঝুলাইয়া লও। আমি আর সহিতে পারি না। মা গো! যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না! আমাকে মরিবার উপায় বলিয়া দাও। তুমি দয়াময়ী; তোমার কাছে থেকেও কি আমার এই দারুণ যন্ত্রণার অবসান হইবে না?—মা! তোমার হাতের কৃপাণ স্থানান্তরিত হইয়াছে, তা নহিলে এতক্ষণ

তোমার সম্মুখে এই দেহ নিহত হইয়া পড়িয়া থাকিত।" এই বলিয়া হিরণ্ময়ী আবার অশ্রু মোচন করিয়া হতাশ চিত্তে কি ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সহসা ভোজন পাত্রের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। অমনি তাঁহার মনেও ভাবান্তর ঘটিল। তখন তিনি যেন আপনা আপনি আশ্বস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আমি কথা রক্ষা করিয়া দেবীর প্রসাদ খাইয়াছি, এইবার এই সুড়ঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি পাইব। এইবার সেই লোকটি আসিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিবে। সে কে ? আমি একবার আমাদের বাড়ীতে এই-রূপ মানুষ দেখিয়া ছিলাম। বাবাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিযাছিলেন "কাপালিক।" একেও সেইরূপ দেখিতেছি। সে এই কালীদেবীর পূজা করে। যাই হউক, এইবার আমাকে সে ছাড়িয়া দিবে।" এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। আবার বলিলেন, "আচ্ছা, এ ব্যক্তি যদি এরূপ একজন ধার্ম্মিক, তবে আমাকে তেমন করিয়া কেন এখানে ধরিয়া আনিল ? ইহার মনের ভাব কি ?" এই বলিয়া আবার হিরণ্ময়ী অস্থির হইয়া উঠিলেন। "হে মা কালি, আমায় রক্ষা কর মা !" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সহসা তাঁহার কর্ণকুহরে দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দ প্রবেশ করিল। অমনি তিনি ভয়ে চুপ করিয়া অশ্রু মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই দেখিলেন,—সেই মূর্ত্তি।

ভৈরবানন্দকে দেখিবা মাত্রই হিরণ্ময়ীর বদনমণ্ডল আনত হইল—দৃষ্টি ভূতলাকৃষ্ট হইল—হৃৎপিণ্ডের রক্তস্রোত প্রখর হইল।

ভৈরবানন্দ তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন। অনন্তর কি ভাবিয়া, বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিয়া এরূপ হও কেন ?"

হিরণ্ময়ী এ কথার উত্তর না দিয়া, বলিলেন, "আমি আপনার আদেশে আহার করিয়াছি। এইবার আমাকে ছাড়িয়া দিন। আপনার কথা এবং আমার আশা পূর্ণ হউক। আমাকে সুড়ঙ্গের বাহিরে রাখিয়া আসুন্। কালীদেবী আপনার মঙ্গল করিবেন।"

ভৈরবানন্দ হিরণ্ময়ীর এই কথা শুনিয়া প্রথমতঃ কোন উত্তর করিলেন না, কেবল কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া শেষে বলিলেন, "হ্যা দেখ, তুমি

যা বলিতেছ, সে কথা ঠিক্—আহার করিলে তোমাকে ছাড়িয়া দিব, এ কথা আমি বলিয়াছিলাম বটে। ফলে তাহা ঘটিবেও বটে, কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে কিছু বিলম্ব ঘটিযা পড়িল।"

এ কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ীর চিত্ত চমকাইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎকাল কি ভাবিয়া, অবনতমুখে বলিলেন, "কি দৈব দুর্ব্বিপাক ঘটিল?"

ভৈ।—"আমি তোমাকে কেমন করিয়া একাকিনী ছাড়িবা দি? আবার দিলেই বা তুমি কোথা যাইবে? আমাব নিতান্ত ইচ্ছা এই যে, যে লোকটি তোমাকে ধর্ম্ম-কন্যা বলিয়া তাহাব গৃহে আনিযা বাখিয়াছিল,তাহাকেই দিযা তোমাকে তোমাব পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিব। কিন্তু সে এখন এখানে নাই। একমাস পবে আবাব আসিবে। তখন এখান হইতে তোমাব যাওয়াই কর্ত্তব্য।"

ভৈববানন্দেব এই কথা শুনিযা হিবণ্ময়ীব মনোমধ্যে যে কি রূপ এক অভিনব চিন্তা সমুদিত হইল, তাহা অপবে ঠিক করিযা বুঝিতে পারিবে না। তিনি পূর্ব্বে ভৈববানন্দকে স্বীয় পিত্রালযেব পবিচয ঠিক কবিযা বলেন নাই। কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন, "ভৈরবানন্দ হয়ত তাঁহার কথিত স্থানেই তাঁহাকে পাঠাইযা দিবেন। তা' দিন, তাহাতে লাভ বই ক্ষতি নাই—পবিত্রাণ ঘটিবে, কিন্তু একমাস কাল বিলম্ব।" শেষেব কএকটি কথা স্মবণ করিয়া আবাব তাঁহাব হৃদয় শতধা আন্দোলিত হইয়া উঠিল। তিনি কোনরূপ উত্তব কবিতে পাবিলেন না।

হিবণ্ময়ীকে নিরুত্তব থাকিতে দেখিয়া ভৈববানন্দ বলিলেন, "কেমন, আমি যা বলিলাম, তাহা ভাল নয়?"

হি।—"আমি পথ চিনি। নিজেই যাইতে পাবিব।"

ভৈববানন্দ হাস্য কবিয়া বলিলেন, "তুমি পাগল।"

হি।—"আপনি যে শপথ কবিয়াছিলেন?"

ভৈ।—"তাহাব কার্য্যও ত কবিব। ভয় কি? তুমি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক, আমি একবাব মঠে যাই,—আবার আসিব।"

হিবণ্ময়ী কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু কি যে উত্তব কবিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না।

ভৈববানন্দ পূর্ব্ববৎ দ্বাবরুদ্ধ করিযা প্রস্থান করিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-প্রস্তাব।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ দিন গত হইয়া গেল। হিরণ্ময়ী দিনের মধ্যে শতবার দিন গণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখ, চিন্তা, ভয় ও রোদনের আর সীমা রহিল না।

ভৈরবানন্দ এই কয় দিন প্রত্যহ একবার, দুইবার, তিনবার করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিতেন। সপ্তম কি অষ্টম দিবসের মধ্যাহ্ন সময়ে পূর্ব্বের ন্যায় ভৈরবানন্দ হিরণ্ময়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া কতবার সান্ত্বনা করিলেন। হিরণ্ময়ীও তাঁহাকে দেখিলে প্রত্যহ যেরূপ হন, যেরূপ করেন, অদ্যও সেইরূপ হইলেন, সেইরূপ করিতে লাগিলেন।

ভৈরবানন্দ অনেকক্ষণ হিরণ্ময়ীর অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-গর্ব্বিত বদনমণ্ডলের দিকে আশাবিমুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কি বলিবেন বলিবেন করিয়া থামিয়া গেলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ থামিতে পারিলেন না। বলিয়া ফেলিলেন, "সুন্দরি!—" আবার নীরব হইলেন।

হিরণ্ময়ীও নিরুত্তর।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভৈরবানন্দ আবার বলিলেন, "সুন্দরি! আজ তোমাকে আমার একটি কথা রাখিতে হইবে।"

হিরণ্ময়ীর চিন্তা চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল। তিনি উসখুস করিতে লাগিলেন। তথা হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য উৎসুক হইলেন, কিন্তু কোথায় যাইবেন?

ভৈরবানন্দ আবার বলিলেন, "কই, উত্তর দিলে না যে?"

হি।—"কি উত্তর দিব?"

ভৈ।—"আমি যে কথা বলিব, সেই কথার উত্তর।"

হি।—"ভাল কথা হইলে ভাল উত্তর দিব।"

ভৈ।—"ভাল বই তোমার নিকট আমি কখন মন্দকথা জিহ্বাগ্রেও আনি না। যে কথা বলিব, তাহাতে উভয়েরই মঙ্গল হইবে।"

হি।—"কি বলুন্?"

ভৈ।—"আমি তোমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি। তুমি দয়া করিয়া আমার ইচ্ছা পরিপূর্ণ কর।"

হিরণ্ময়ীর কর্ণে এই কথা যেন শত সহস্র বজ্রপাতের ন্যায় প্রবেশ করিল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। চতুর্দ্দিকে যেন গাঢ় অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গেল, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু উপযুক্ত উত্তরই দিবার ইচ্ছা ছিল। হতভাগিনী অনন্যোপায় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু সম্মুখে ভৈরবানন্দ।

তদ্দর্শনে ভৈরবানন্দ শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "এ কি, তুমি হঠাৎ এমন হইলে কেন? কোথায় যাইবে? আমি কি তোমাকে কোন অপ্রিয় কথা বলিলাম?"

এবার হিরণ্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে আর কিছুই অপ্রিয় নাই।"

ভৈ।—"কেন?"

হি—"আপনি আর আমাকে এরূপ কথা বলিবেন না। বলিলে আমি আত্মঘাতিনী হইব। আপনি কি আমাকে এইজন্য ছাড়িয়া দিতেছেন না? হা, আপনার শপথের পরিণাম কি এই?" এই বলিয়া তিনি অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন।

ভৈরবানন্দ মহাবিপদেই পড়িলেন। তাঁহার নবোদিতা আশা লতা হতাশ পবনে যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি তিনি আশা-লতার মূল ছাড়িলেন না। এইবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "তাই ত, কি করি? যাই হোক, এখন ইহাকে আর কিছু বলিব না। আর দিন কএক যাউক, ক্রমে ক্রমে সবই হইবে। নারীজাতি অল্পেতেই ভুলিয়া যায়, সুতরাং ইহাকে বুঝাইয়া বলিলে অবশ্য আমি কৃতকার্য্য হইব।" মনে মনে এই

কথা বলিয়া হিরণ্ময়ীকে বলিলেন, "আমি তোমায় পরিহাস করিতেছিলাম; তজ্জন্য তুমি কিছু মনে করিও না। বীরচাঁদ আসিলেই তোমাকে পাঠাইয়া দিব। আমি এখন চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে পূর্ব্ববৎ প্রস্থান করিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করিবার আশা তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে একবারও বিচ্যুত হইল না। তিনি, "সাধিলেই সিদ্ধি" এই মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে এইরূপে আরও কএক দিন অতিবাহিত হইল।

অষ্টপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

দস্যুহস্তে।

দেখিতে দেখিতে জ্যৈষ্ঠ মাস গত হইয়া এক্ষণে আষাঢ় মাসেরও প্রায় এক পক্ষ অতীত হইতে চলিল। সুতরাং বর্ষা ঋতুর প্রাদুর্ভাবে পৃথিবী এক নূতন শোভায় সুশোভিত হইল। এক্ষণে প্রচণ্ড উত্তাপের পরিবর্ত্তে বৃষ্টিপাতে সমস্ত পদার্থ যেন কতকটা শীতল হইয়াছে। কখন প্রাতে কখন মধ্যাহ্নে, কখন সায়াহ্নে, কখন রাত্রিকালে এবং কখন বা দিবারাত্রি বারি বর্ষণ হইতে লাগিল। 'চিরদিন কাহারই সমান না যায়' এক্ষণে সূর্য্যদেবেরও তাই ঘটিয়াছে। অনন্ত আকাশ-আবরণকারী মেঘ তাঁহার পরম শত্রু হইয়াছে। কাজেই এক্ষণে তিনি পূরা ১২।১৪ ঘণ্টাকাল অপ্রতিহতপ্রভাবে আর একাধিপত্য করিতে পাইতেছেন না। এক্ষণে নগর অপেক্ষা গ্রামের শোভা বড় মনোহর। শরৎকালে যে ক্ষেত্রভূমি শুকশ্যামল আবরণে আবৃত হইবে, এইক্ষণে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। বৃক্ষ, লতা, তৃণ ও গুল্ম ধৌতধূলি হইয়া যেন অভিনব হরিদ্বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়াছে। আম, কাঁঠাল, পিয়ারা, আনারস প্রভৃতি সুস্বাদু ফলগুলি বর্ষা ঋতুর রসভাণ্ডারের সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতেছে। পুষ্করিণী প্রভৃতি বিশুষ্ক জলাশয়গুলি এক্ষণে পূর্ণজল হইয়া মীনবংশের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছে। এক জলাশয়ের জল-স্রোত বহিয়া কলকলনাদে অপর জলাশয়ে গিয়া পড়িতেছে, কখন বা নিম্নভূমি দিয়া

বরাবর কোথায় চলিয়া যাইতেছে। তমাল-ডালে চাতক বলিতেছে, "ফটিক জল।" মেঘ ডাকিতেছে, কাজেই ময়ূর নাচিতেছে। মেঠো পথে যে বাহির হইতেছে, সে ভিজিতেছে। যাহার অর্থ নাই, তাহার জীর্ণ গৃহের চাল ভেদ করিয়া জল পড়িতেছে। আর বর্ষা বর্ণনার প্রয়োজন নাই। পাঠক মহাশয় আর যাহা যাহা জানেন, এই বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া দিন।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, দ্বিতীয় দস্যু-সর্দার চন্দুরে ভৈরবানন্দের নিকট বিদায় লইয়া দলবল সহ গোবিন্দপুরে ডাকাইতি করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিল। সে এক্ষণে তথায় ডাকাইতি করিয়া কৃত-কার্য্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। সে এই সময়ের মধ্যে কয়েক স্থলে তাহার পরম বন্ধু বীরচাঁদের অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু কাজে কিছুই হয় নাই। তথাপি সে আশা ত্যাগ করে নাই। এক্ষণে দুরাত্মা চন্দুরে অপরাপর দস্যুর সহিত ভাগীরথীর বাম (পূর্ব্ব) তটে উপনীত হইল। এক্ষণে রাত্রিকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। গুঁড়ুনি গুঁড়ুনি বৃষ্টি হইতেছে।

এই দুর্যোগ, অদ্য বেলা তৃতীয় প্রহর হইতে এখনও সমান ভাবে রহিয়াছে। এই জন্য সেই সময় হইতে এক খানি নৌকা ভাগীরথীর উক্ত তটে আবদ্ধ আছে। চন্দুরে সহসা স্বদলবল সহ সেই নৌকাখানি আক্রমণ করিল। নৌকায় চারি জন দাঁড়ী মাঝী এবং একজন আরোহী। তাহারা সকলেই নিদ্রিত ছিল। সহসা দস্যুদিগের কোলাহল ও চীৎকার শুনিয়া তাহারা সকলেই জাগ্রত হইল। জাগ্রত হইয়া দেখিল, সম্মুখে কতকগুলা যমদূত।

চন্দুরে এবং তাহার সঙ্গিগণ দাঁড়ীমাঝীদিগকে অত্যন্ত প্রহার করিল। তাহারাও আত্ম রক্ষার জন্য উদ্যত হইল বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। তিন জন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু এক জন অত্যন্ত আঘাতিত হইয়া নৌকাগর্ব্ভে পতিত হইল। তাহার বাঁচিবার আশায় সংশয় ঘটিল।

অনন্তর দস্যুগণ আরোহীকে আক্রমণ করিয়া বলিল, "তোর কাছে যা যা আছে, সব আমাদের দে, নৈলে এই ছোরায় তোর টুঁটি কেটে ফেলব।"

আরোহী তাহাদিগের এই লোমহর্ষণ বাক্য শুনিয়া কএকবার সাহস বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু তাহারা তাহাতে কর্ণপাত

করিল না—আবার ভয় দেখাইতে লাগিল। আরোহী তদ্দর্শনে তাঁহাদিগকে গালি দিয়া কহিলেন, "দুরাত্মারা আমি নিরস্ত্র, তোরা আমার অগোচরে আমার অস্ত্র অধিকার করিয়াছিস্, নৈলে এতক্ষণ ইহার প্রতিফল দিতাম।"

কএক জন দস্যু, আরোহীর এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য উদ্যত হইল, কিন্তু দস্যুসর্দ্দার চন্দুরে তৎক্ষণাৎ নিষেধ করিয়া কহিল, "না রে না, একে এখন মেরে ফেলিস্ নি। এ ত আমাদেরি হাতের ভেতর। একে ক'সে বেঁধে ফেল্। আস্‌চে কাত্তিক মাসের অমাবস্যের রেত্তে কালীর কাছে এক বলি দেব। সে দিন নরবলি দিলে আমাদের খুব পুণ্যি হ'বে। একে এখন বেঁধে নিয়ে যাই চল্।"

চন্দুরের এই কথায় সকলে স্বীকৃত হইল। সকলে আরোহী যুবাকে বন্ধন করিয়া লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। তাঁহার সঙ্গে যা কিছু অর্থাদি ছিল, তৎসমস্তই দস্যুদের হস্তগত হইল। কেবল শূন্য নৌকা খানা পড়িয়া রহিল। দস্যুগণ অনেকবার এই যুবার নাম ধাম জানিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু সে বিষয়ে কোন উত্তর পাইল না। যুবা পূর্ব্বের ন্যায় দস্যু-গণকে অনেক ভর্ৎসনা ও সাহসোক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছু লাভ হইল না, বরং দস্যুদের আক্রোশ এবং ক্রোধ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পাঠক মহাশয় কি এই যুবাকে জানেন? ইহাঁর নাম ধীরেন্দ্রনাথ।

অনন্তর যথা সময়ে দস্যুগণ তাহাদিগের গুরু ভৈরবানন্দের নিকট উপ-নীত হইল। তাহাদিগের সঙ্গে নানাবিধ লুণ্ঠিত দ্রব্য ও ধীরেন্দ্রনাথ।

ভৈরবানন্দ ধীরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া, চন্দুরেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ লোকটা কে?"

চন্দুরে ধীরেন্দ্রনাথ-ঘটিত সমুদয় ব্যাপার বলিল। তাহার উপর আরও কএকটা গুরুতর মিথ্যাকথা যোগ করিয়া বলিল, "ঠাকুর! এই ছোঁড়া আপনকাকেও অনেক গাল মন্দ দিয়েচে।"

তাহার এই কথা শুনিয়া ধীরেন্দ্র ক্রোধে ও ঘৃণায় অত্যন্ত বিরক্ত হই-লেন। বলিলেন, "দস্যু! তুই মিথ্যাবাদী।" বাস্তবিক ধীরেন্দ্রনাথ ভৈরবা-নন্দকে জানেন না, সুতরাং কোন কটুকাটব্যও প্রয়োগ করেন নাই। চন্দুরে

তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়াতে ভৈরবানন্দকে এই কথা গড়িয়া শুনাইল। কেন না, এরূপ করিলে, তাহার উদ্দেশ্য সফল হইতে আর কোন বাধা থাকিবে না। ফলে তাহাই হইল। ভৈরবানন্দ চন্দুরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন এবং ধৃত যুবকের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। চন্দুরে সুযোগ বুঝিয়া কালীদেবীর নিকট যুবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নরবলির কথা তুলিল। ভৈরবানন্দ তাহাতে সম্মত হইলেন। অনন্তর তিনি আদেশ করিলেন, "এই পাপাত্মা যুবাকে লইয়া গিয়া কালী-বাটীর বন্দী-প্রকোষ্ঠে বন্দী অবস্থায় রাখিয়া দাও। সে প্রকোষ্ঠের এই তালা চাবি লও।" চন্দুরের হস্তে তালা চাবি দেওয়া হইল। চন্দুরে এবং অন্যান্য দস্যুগণ কৃতকার্য্য হইল বলিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল।

অনন্তর হতভাগ্য ধীরেন্দ্রনাথ কালী-সুড়ঙ্গের বন্দী-প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ হইলেন। তাঁহার চিন্তা দুঃখ প্রভৃতির আর সীমা রহিল না। বিশেষতঃ তিনি হিরণ্ময়ীর কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না বলিয়া যার পর নাই অবসন্ন হইলেন। পাঠক মহাশয়, এক্ষণে আপনার উপরই বন্দী ধীরেন্দ্রনাথের দুরবস্থা বিষয়ের ভার দিলাম।

ধীরেন্দ্রনাথ কালীবাটীতে বন্দী দশায় আপনার দুর্ভাগ্য ভাবিতে ভাবিতে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার সেই কাল নিশা তাঁহার স্মৃতিপথে পুনঃপুনঃ সমুদিত হইয়া, তাঁহাকে অতিশয় হতাশ করিতে লাগিল। এক এক দিন করিয়া এক পক্ষ অতীত হইয়া গেল।

ঊনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

পাপকার্য্যের পরিণাম।

বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বোধ হয়, সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরেই বৃষ্টি হইবে। এমন সময়ে একটি লোক বহড়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই লোকটি বিদেশীয়, সুতরাং বহড়া গ্রামের কাহার সহিত ইহার আলাপ পরিচয় ছিল না।

এই আগন্তুক ব্যক্তি বহড়া গ্রামের একটি স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, এই গাঁয়ে মঙ্গলা নামে একটি মেয়ে লোক কোন্ খানে থাকে ?"

তাহার কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল, "মুঙ্‌লী বুড়ী ?"

আগন্তুক বলিল, "হ্যাঁ, সে বুড়ী বটে।"

স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, "সে এখন এখানে নেই। এখানকার ভিটে ছেড়ে, কাজলাবেড়ে ব'লে একটা গাঁ আছে, সেইখানে ঘর ক'রেচে! তা'র সঙ্গে তা'র দু'টো ব্যাটাও সেই গাঁয়ে আছে।"

আগন্তুক বলিল, "কেন সে এ গাঁ ছেড়ে গেল ?"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "সে তার ব্যাটাদের সঙ্গে ষড় ক'রে তিনটি লোককে এক দিন রাত্তিরে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে ছিল। শেষে গোলমাল হওয়াতে এখান থেকে পালিয়ে যায়।"

আগন্তুক।—"তোমরা জেনে শুনে তাকে ছেড়ে দিলে কেন ?"

স্ত্রীলোক।—"ঠিক সাবুদ পাওয়া যায় নি। কিন্তু গাঁয়ের জমীদার আর পেরজারা তাদের তিন জনের বিপক্ষী হওয়াতে, তারা এখানে তিষ্টুতে পা'ল্লে না—পালিয়ে গেল।"

আগন্তুক কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "কাজলাবেড়ে এখানথেকে কতদূর ?"

স্ত্রীলোক।—"এখান থেকে দশ কোশ দখিনে।" এই বলিয়া আবার বলিল, "হ্যাঁ গা, তুমি তার খোঁজ ক'চ্চ কেন ?"

আগন্তুক এ কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "তা'র ব্যাটাদের নাম কি ?"

স্ত্রীলোক।—"ভোলা আর ল'খে।"

আগন্তুক আর কোন কথা না বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখন জিজ্ঞাসিতা গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকটি কি ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে আপনার গৃহের দিকে চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। রাত্রির প্রথম প্রহর উপনীত হইল।

বহড়া গ্রামে যে অপরিচিত ব্যক্তিকে অপরাহ্ণ সময়ে দেখা গিয়াছিল,

সে এখন কাজলাবেড়ে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বরাবর চলিয়া আসাতে তাহাকে কতকটা পরিশ্রান্ত বোধ হইল, সে প্রথমতঃ গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া, বহির্ভাগে একটি বৃহৎ অশ্বথ-মূলে বিশ্রাম করিতে লাগিল। আমরা তখন বৃষ্টি হইবার যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, আগন্তুকের সৌভাগ্য-বশতঃ তাহা হয় নাই। বরং এক্ষণে আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া, দশমীর চন্দ্রকে কোলে করিয়া, অন্ধকারকে দূর করিয়া দিয়াছে। শীতল সমীরণ মৃদু মন্দ বহিতেছে, সুতরাং আগন্তুক ব্যক্তি অচিরেই গতক্লম হইয়া সুস্থ হইল। কিন্তু এখনও মঙ্গলার কোন অনুসন্ধান না পাইয়া মনে মনে অসুস্থ রহিল। সহসা গ্রামের ভিতর গিয়া তাহার অনুসন্ধান করা, তাহার পক্ষে ভাল বিবেচনা হইল না।

আগন্তুক ব্যক্তি অনেকক্ষণ সেই অশ্বথবৃক্ষতলে উপবিষ্ট রহিল, তথাপি সেখানে কোন লোককে দেখিতে পাইল না। ক্রমে রাত্রি সার্দ্ধেক প্রহর অতীত হইয়া গেল।

এমন সময়ে অনেক দূরে দুই জন লোক দেখা গেল। তাহারা উক্ত গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া মাঠের দিকে চলিয়া যাইতেছিল। আগন্তুক ব্যক্তি তাহাদিগকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অশ্বথবৃক্ষের কাণ্ডপার্শ্বে লুক্কায়িত ভাবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। পাছে সেই দুই জন লোক তাহাকে দেখিতে পায়, এই জন্যই সে এরূপ ভাবে আত্মগোপন করিল। অনন্তর তাহারা আরও কিয়দ্দূর গমন করিলে, আগন্তুক লোকটি, তাহারা যে দিকে যাইতেছিল, সেই দিকে চলিল। কিন্তু তাহার মনে কিসের সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে, সে গতিচাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া আর একদিকে বেগে চলিতে লাগিল। অনন্তর সে, সেই দুই জন লোকের গতিপথের বিপরীত দিকে আসিয়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তাহারা দেখিল, এই লোকটা গমন-কারী নহে, কিন্তু আগমনকারী।

উভয়ে কিঞ্চিদ্দূর হইতে উহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কে তুই?—কোথা যাচ্চিস্?—দাঁড়া।"

আগন্তুক লোকটি যেন তটস্থ হইয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি কি—কেন!"

সেই দুই জন ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "তোর কাছে কি আছে—দে, নৈলে এখনি মেরে ফেল্‌ব।" এই বলিয়া উভয়ে লাঠি বাগাইয়া ধরিল।

আগন্তুক ব্যক্তি কোন কথা না বলিয়া কৌশল সহকারে উহাদের এক জনের বক্ষঃস্থলে দারুণ পদাঘাত করিল। সে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া ভূবক্ষে পড়িয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার মুখ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল।

অনন্তর আগন্তুক স্বীয় মুষ্টিধৃত স্থূলযষ্টির বজ্রসম আঘাতে দ্বিতীয় ব্যক্তির ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করিয়া দিল। সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ সাংঘাতিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পঞ্চত্ব লাভ করিল। কিন্তু যে ব্যক্তি অগ্রে আগন্তুকের নিদারুণ পদপ্রহারে ভগ্নবক্ষ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গিয়াছিল, সে এখনও জীবিত।

আগন্তুক ক্রোধবাক্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বল্, তোরা কারা? নৈলে এখনি একেবারে নিকেস্ করব।"

তখন সেই লোকটা গোঁগাইতে গোঁগাইতে বলিল, "কেন?"

আগন্তুক।—"বল্‌বি নি শালা? তবে এই দ্যাখ্।" এই বলিয়া সে তাহার বক্ষঃস্থলে চাপিয়া বসিল।

তখন সে মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অতি কষ্টে বলিল, "আমার নাম ল'খে; আর এ আমার দাদা—নাম ভোলা। প্রাণ গেল—ছেড়ে দাও—ঘাট হ'য়েচে—এমন কম্ম আর ক'র্‌ব না। যেমন কম্ম তেম্‌নি ফল হ'য়েচে। উঃ—উঃ—গেলুম—গেলুম!"

আগন্তুক তাহাদের নাম শুনিয়া বলিল, "শালারা! এতক্ষণে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। অনেক দিন ধ'রে তোদের সেই মা শালীর খোঁজ ক'চ্চি। কিন্তু তো'দের জান্‌তুম না। তো শালাদের আর তোদের মা শালীর যেমন কম্ম ত'ার তেম্নি ফল দিচ্চি। বল্, তোর মা বেটী কোথা আছে।"

আগন্তুকের এই কথা শুনিয়া ল'খে অবাক্ হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "তাই ত, এ লোকটা কে? এ আবার আমাদের মাকেও জানে। এ কি হ'ল।" অনন্তর সে আগন্তুককে বলিল, "আমাদের মা নেই—ম'রে গেচে।"

আগন্তুক।—"মরে নি, এই বার মর্‌বে। হ্যাঁ রে শালা! মুঙ্গলী শালী তোদের কে?"

এই কথা শুনিয়া ল'খের আপাদমস্তক একবার কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না।

আগন্তুক ব্যক্তি তাহাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া আবার বলিল, "কই, কিছু বল্‌লি নি যে? যদি বাঁচবের ইচ্ছে থাকে, তবে এখনি বল্‌। নৈলে, বুকে ত চেপে বসেইচি, আবার গলা টিপে মেরে ফেলব।" এই বলিয়া বক্ষঃস্থলে দুই তিন বার সবলে চাপ দিল।

পাপাত্মা ল'খের পক্ষে আগন্তুক যেন বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরিয়াছে,বোধ হইল। সে যন্ত্রণায় এরূপ কাতর ও হতচেতন হইল যে, আর কোন উত্তর দিবার অবসর পাইল না। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু আসিয়া তাহার পাপময় জীবনের শেষ গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দিল। আগন্তুক দেখিল, দস্যু আর বাঁচিয়া নাই, তাহার চাপে রুদ্ধনিশ্বাস হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

অনন্তর আগন্তুক, ভোলা ও ল'খের মৃত দেহ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া, নিঃসন্দেহে তথা হইতে প্রস্থান করিল। সে যে কোথায় গেল, তাহা বলিতে পারি না।

কাজলাবেড়ের প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল।

ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

আবার হত্যা।

এক্ষণে রাত্রি তৃতীয় প্রহর। চন্দ্র বিশাল আকাশের পূর্ব্ব দিক অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিকে উপনীত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি স্তরে স্তরে গা ঢালিয়া দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। প্রকৃতিমূর্ত্তি গম্ভীর।

যে আগন্তুক লোকটি ভোলা ও ল'খের জীবন সংহার করিয়াছিল, এক্ষণে তাহাকে আবার কাজলাবেড়ের পশ্চিম সীমায় দেখা গেল। সে সেই স্থানের

একটা পুষ্করিণীর অবতরণ-সোপানে বসিয়া অঞ্জলিযোগে জল পান করিতেছে।

এমন সময়ে হঠাৎ দুই জন লোক পুষ্করিণীর পর পারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আগন্তুক জল পান করিতে করিতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, সেই দুই জনের মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক অপর জন বালক। দূর হইতে তাহার চক্ষে অস্পষ্টভাবে বোধ হইল, যেন স্ত্রীলোকটি বালকটিকে কি বলিতে বলিতে, পুষ্করিণীর ঘাটের দিকে আসিতেছে।

আগন্তুক লোকটি আর স্থির থাকিতে পারিল না। ঈদৃশ গভীর নিশীতে এরূপ নির্জ্জনস্থলে মনুষ্য সমাগম তাহার পক্ষে কেমন কেমন লাগিল। সে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সন্নিকটস্থ একটি বকুল বৃক্ষে আরোহণ করিল। বৃক্ষটা শাখা প্রশাখায় অত্যন্ত নিবিড়।

কিয়ৎকাল পরে সেই বৃদ্ধা ও বালকটি পুষ্করিণীর ঘাটে আসিয়া উপনীত হইল। বালকটি তৃষ্ণার্ত্ত ছিল বলিয়া জল পান করিল। বৃদ্ধা ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। যে আগন্তুক ব্যক্তি ঘাটস্থিত বকুল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া গোপনে বসিয়া আছে, বৃদ্ধা বা বালক পূর্ব্বে বা এক্ষণে তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

বালক জল পান করিয়া উপরে উঠিলে, বৃদ্ধা বলিল, "দেখ, বাছা! ভগবানের ইচ্ছেয় আজ তুমি এই রেতের বেলায় কোন বিপদে পড়নি, কিন্তু এখনো বিপদের অনেক সম্ভাবনা আছে। এই গাঁ আর এই গাঁয়ের আশপাশের জায়গা বড় ভাল নয়। এখানে ডাকাৎ, চোর, লেঠেল, খুনে এই রকম লোক অনেক আছে। তুমি বিদেশী,কাজেই আমার মনে বড় ভয় হচ্চে। এখন এক কাজ কর,—তোমার কাছে যা যা আছে, সে সব আমার কাছে রেখে দাও। আমার সঙ্গে শীগ্‌গির শীগ্‌গির এই বেলা আমার বাড়ী চল। তার পর কাল দিনের বেলায় তোমার যেখানে ইচ্ছে,সেখানে যেও। এমন রে'তেও কি পথ্ চল্‌তে আছে? তাতে আবার তুমি ছেলে মানুষ —একলা।"

বালক বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া বলিল, "ভাগ্যে, বাছা! তোমার দেখা পেয়েছিলুম, নৈলে আমার আজ যে, কি হ'তে কি হ'ত, তা পরমেশ্বরই জানেন।"

বৃদ্ধা বলিল, "আর কোন ভয় নেই। আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ তোমার বাড়ীতে আছ, মনে কর।"

অনন্তর বালক নিঃসন্দেহে বৃদ্ধার হস্তে কএকটি মুদ্রা এবং একটি অঙ্গুরী দিল। বৃদ্ধা সেইগুলি আপনার অঞ্চলে বাঁধিয়া, তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিল। যাইবার সময় বৃদ্ধা বালকটিকে আর একবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা জেতে চাঁড়াল না বলেছিলে?"

বালকটি বলিল, "হ্যাঁ।"

বৃদ্ধা।—"তুমি এমন দামি আঙটী পেলে কোথায়?"

বালক।—"আমাকে একজন এ আঙ্‌টিটি দিয়েচে।"

বকুল বৃক্ষারূঢ় আগন্তুক ব্যক্তি এতক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া নীরবে বৃদ্ধা ও বালকের কথোপকথন শুনিতেছিল। সে এইবার মনে মনে ভাবিল, "এ বুড়ী কে? আমি যার খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছিলুম, এই কি সেই? এই কি সেই লোখে ভোলার পাপিনী মা? এই কি সেই রাক্ষুসী? আমি দেখ্‌চি, আজ এর হাতে এই বিদেশী চাঁড়াল ছেলেটির শেষ দিন উপস্থিত। আর আমার চুপ্ ক'রে থাকা হ'ল না। বিশেষরূপ তদন্ত ক'রে দেখি।" এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে ভূতলে লম্ফ প্রদান করিয়া একেবারে বৃদ্ধার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

বৃদ্ধা সহসা একজন পুরুষকে বৃক্ষ হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া, তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল। কি বলিবে বলিবে করিয়াও বলিতে পারিল না—জিহ্বা জড়বৎ হইয়া গেল। সে তখন অন্য উপায় না দেখিয়া পলাইবার পন্থা দেখিতে লাগিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না।

ইত্যবসরে চণ্ডাল বালক, সেই ব্যক্তিকে দস্যু জ্ঞান করিয়া প্রাণভয়ে পশ্চাদ্দিক দিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। কিয়দ্দূর গিয়া বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে অন্তর্হিত হইল, আর তাহাকে দেখা গেল না। আগন্তুক ব্যক্তি সে বিষয়ে

মনোনিবেশ করিল না। সে কেবল বৃদ্ধার গতিপথ অবরোধ করিয়া, কটিদেশ হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা বাহির করিয়া তাহাকে সগর্ব্বে ভয় দেখাইয়া বলিল, "খবদ্দার, যদি চেঁচাবি, তা হ'লে এখনি এই ছোরাতে তোর গলা কেটে ফেল্‌ব।"

বৃদ্ধা প্রাণভয়ে আরও আড়ষ্ট হইয়া একদৃষ্টে আগন্তুকের দিকে চাহিয়া রহিল; চক্ষে পলক নাই। বোধ হইল, বৃদ্ধা যেন দাঁড়াইয়া মরিয়াছে।

আগন্তুক আর কালবিলম্ব না করিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বল্ তোর নাম কি? নৈলে যমের সঙ্গে এখনি তোর দেখা সাক্ষেৎ হ'বে।"

বৃদ্ধা যে কি বলি'ব, ভাবিয়া আকুল হইল।

আগন্তুক তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, একবার হাস্য করিল, কিন্তু অব্যাহতি দিল না। আবার সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

বৃদ্ধা অনন্যোপায় হইয়া বলিল, "আমার নাম মঙ্গলা। আচ্ছা, বাবা! কেন তুমি আমার নাম জিজ্ঞেস ক'চ্চ?"

আগন্তুক!—"তুই অনেক বিদেশী অসহায় মানুষকে ধনে-প্রাণে নষ্ট করেচিস্, আজ তোকে তার পির্‌তিফল দেব, তাই তোর নাম—"

"না, বাবা! আমি গরিব দুঃখী লোক। আমি উপকার ভিন্ন কখন কারো অপকার করিনি।" বৃদ্ধা আগন্তুকের কথায় বাধা দিয়া এই কথা বলিল। তাহার এই কথগুলির প্রত্যেক অক্ষরে ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ পাইল।

আগন্তুক সক্রোধে বলিল, "পাপিনি! আমি তোর কোন কথাই শুন্‌তে চাইনি। আচ্ছা, বল্ দেখি, লোখে আর ভোলা তোর কে?"

বৃদ্ধা কি ভাবিয়া নিরুত্তর।

আগন্তুক।—"আজ তাদের যে গতি, তোরও সেই গতি। রাক্কুসি! তুই আমার ধর্ম্মমেয়েকে বিষ খাইয়েছিলি। ভগবান্ তাকে প্রাণে বাঁচিয়েচে, কিন্তু তোকে বাঁচা'বে না। আজ আমার হাতে তোর মরণ। তুই নিশ্চয় জানিস্, বীরচাঁদের ধর্ম্মমেয়ের যে প্রাণবধ বা অন্য কোন অপকার করবার চেষ্টা বা ইচ্ছা করে, ভগবান্ তার পরমাই লেখেনি।"

বৃদ্ধা অধিকতর আতঙ্কে অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল, "কে তোমার ধর্ম্মমেয়ে?"

আগন্তুক।—"যার হীরের বালা আর মুক্তোর মালা তোর কাছে আছে।" বীরচাঁদ এ কথা হিরণ্ময়ীর মুখে একবার শুনিয়াছিল।

এইবার বৃদ্ধার হিরণ্ময়ী ঘটিত সমস্ত ব্যাপার স্মরণ হইল। কিন্তু সে ভাঁড়াইয়া বলিল, "সে কি, বাবা! এ কি কথা! আমার বংশে কেউ এমন কর্ম্ম করে না।"

আগন্তুক।—"করে না? তবে তোর ব্যাটা দুটো আমাকে মাঠে পেয়ে খুন ক'ত্তে এসেছিল কেন? তুইও আবার এখনি একটি বিদেশী ছেলেকে খুন করবার যোগাড় কচ্ছিলি। আজ তোকে আমি খুন কর্‌ব। তোকে খুন ক'ল্লে আর কোন লোক অকালে মরবে না। অথচ আমার মহাপুণ্যি হ'বে।" সে এই কথা বলিযাই বৃদ্ধার আর কোন উত্তরের অপেক্ষা করিল না। বাম হস্তে তাহার পক্ক কেশগুলা আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তধৃত তীক্ষ্ণ ছোরার আঘাতে কণ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। বৃদ্ধা ভূতলে পড়িয়া গেল—যন্ত্রণায় ছট ফট্ করিতে লাগিল—বৃদ্ধবয়োজনিত নিস্তেজ এবং স্বল্প-পরিমাণ শোণিত ছিট্‌কাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে হিরণ্ময়ীর বিষ-দাত্রী মহাপাপিনী পাষাণ-হৃদয়া মঙ্গলা পাপজীবন পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর হত্যাকারী আগন্তুক বৃদ্ধার চিরসঙ্গী কাপড়ের পুঁটলিটি এবং চণ্ডাল বালকের নিকট হইতে প্রাপ্ত একটি মুদ্রা ও অঙ্গুরীয়কটি তাহার বস্ত্রাঞ্চল হইতে খুলিয়া লইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে কোথায় চলিয়া গেল।

পাঠক মহাশয়! এই আগন্তুক যে আমাদের সেই সম্মানযোগ্য বীরচাঁদ, তাহা ইহার নিজের কথায় ব্যক্ত হইয়াছে, সুতরাং আর দ্বিরুক্তি করিব না।

একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

ভৈরবানন্দের নূতন শিষ্য।

দেখিতে দেখিতে আষাঢ় মাস, এক বৎসরের জন্য ইহলোক ত্যাগ করিল। এক্ষণে "ধারার শ্রাবণ"। প্রায় অহোরাত্রই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। নদ,

নদী, খাল, বিল, পুষ্করিণী সমস্তই নূতন জলে বর্দ্ধিত হইয়াছে। অজয় নদের বালুকাময় পুলিন এবং চর আর দেখা যায় না—উহা বর্ষার জলে কিছু দিনের জন্য ডুবিয়া গিয়াছে। এক্ষণে অজয় নূতন বর্ণে, নূতন ভাবে, নূতন তেজে এবং নূতন উৎসাহে, প্রবল বেগে ছুটিতেছে। অজয়ে ঢাল নামিয়াছে, সুতরাং উহার অপরিমিত জলরাশি পর্ব্বত ধৌত গৈরিক বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়াছে। গ্রাম্য পথ গুলিতে (যে গুলি কাঁচা রাস্তা) নন্দোৎসবের দধিকাদার ধুম লাগিয়া গিয়াছে। পথিকগণের আছাড় খাইবার, ভূত সাজিবার, শুভ্রবস্ত্র অশুদ্ধ করিবার, অর্দ্ধদণ্ডের পথ পাঁচদণ্ডে যাইবার, দেবতা, ভাগ্য এবং পথের অধিকারীকে সুমিষ্ট কথা শুনাইবার এমন সুবিধা আর হইবে না।

পাঠক মহাশয়! কেতকী (কেয়াফুল) ফুটিয়াছে, বোকা ভ্রমর মধুলোভে বৃষ্টিজলে ভিজিয়া ভিজিয়া, মধুর বদলে কেয়াফুলের গুঁড়া মাখিয়াছে—ভূত সাজিয়াছে—রাগের নেশায় ভোঁ হইয়া কাজেও ভোঁ ভোঁ করিতেছে।

ভৈরবানন্দ অজয়তটস্থ যে শ্মশানে বসিয়া যোগ সাধন করিতেন, এক্ষণে সে শ্মশান স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। অজয়জলের প্রবল বেগে উহার আর সে অবস্থা নাই। শ্মশানকেও আবার শ্মশানগত হইতে হইল!—কালের কাণ্ড কি অদ্ভুত!

এক্ষণে অজয়তটের আরও উপরে একটি নূতন শ্মশান দেখা দিয়াছে। এই শ্মশানের ঐশ্বর্য্য এখনো বৃদ্ধি হয় নাই। বোধ হয়, দশটি কি বারটি মাত্র চিতা ইহার অধিকারভুক্ত হইয়াছে। বর্ষার জলে তাহারও আবার কতক কতক ভাসিয়া গিয়া অজয়জলে পড়িতেছে। এই স্থলে অজয় নদকে দেখিলে উন্মত্ত-ভৈরবকে মনে পড়ে।

আজ কাল ভৈরবানন্দ কাপালিক এই নূতন শ্মশানে যোগপীঠ স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বৃষ্টি বাদলের দুর্যোগে তিনি প্রতিদিন আর সেখানে যাইতে পারেন না। কাজে কাজে মঠে বসিয়া পূজাদি সমাপন করিয়া থাকেন।

পাঠক মহাশয়কে এখানে বলিয়া রাখি, ভৈরবানন্দ প্রত্যহ দুই তিন বার করিয়া হিরণ্ময়ীর নিকট গতায়াত করিয়া থাকেন, কিন্তু আজিও

কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হিরণ্ময়ী বিবাহ করিবেন না বলিয়া ইহাঁকে সর্ব্বদাই প্রত্যাখ্যান করেন, মরিতে উদ্যত হয়েন, সুতরাং ইহাঁর আশা এক্ষণে দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। তবুও ইনি সেই নিষ্ফল আশার মূলে লোভ-বারি সেচন করিতে নিরস্ত হইতেছেন না। এক একবার হতাশ হইতেছেন, আবার ভরসায় বুক বাঁধিতেছেন। শেষে ফল যে, কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন।

যাই হোক, আমরা ভৈরবানন্দকে এক বিষয়ে বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মভীরু বলিয়া ধন্যবাদ করিতে কুণ্ঠিত নহি। আজিও তিনি হিরণ্ময়ীর প্রতি কোনরূপ পশ্বাচার প্রদর্শন করেন নাই; এই জন্য তিনি আমাদের শত শত ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তাঁহাকে সুড়ঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি দিলে কোটি কোটি ধন্যবাদ লাভ করিতে পারিতেন। তবে কথা এই, সকলে সকলের মনের মত কার্য্য করিতে পারে না। দেখাই যা'ক, পরে কি হইতে কি হয়।

হিরণ্ময়ীর শোক, দুঃখ, কষ্ট, দুশ্চিন্তা এবং ভৈরবানন্দের আশা, দুরাশা, মনোভঙ্গ, চিন্তা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহ চলিয়া গেল।

অষ্টম দিবসের প্রাতঃকালে ভৈরবানন্দ একাকী মঠে বসিয়া পূজার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে একটি বালক তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণাম করিল। ভৈরবানন্দ উহাকে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, এই নূতন দেখিলেন। দেখিয়া তিনি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার নাম কি? তোমরা কি লোক?"

বালক ক্রমে ক্রমে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিল;—"আমি চাকুলে থেকে আস্‌চি—আমার নাম্ মাখন—আমরা নমশুদ্দুর।"

ভৈরবানন্দ উত্তর পাইয়া বলিলেন, "তোমরা চণ্ডাল?"

বালক।—"আজ্ঞে।"

ভৈ।—"তুমি কোথা যাইবে?"

বা।—"আজ্ঞে, আপনকারি ছিরিচরণ দর্শন ক'ত্তে এসেচি। আর কোথা যা'ব?"

ভৈরবানন্দ একটু হাসিলেন।

বালক আবার বলিল, "আপনকার চরণে আমার একটি নিবেদন আছে।"

ভৈ।—"কি ?—বল।"

বা।—"আপুনি আমাকে দয়া ক'রে আপনকার শিষ্যি কর। আপুনি অনেক তন্তর মন্তর জান। আমি আপনকার কাছে ভূতের মন্তর, সাপের মন্তর আর অন্যি অন্যি মন্তর শিখতে ইচ্ছে করি।"

ভৈ।—"কেন ?"

বা।—"আমাদের সকলের এই রকম মন্তর তন্তর শিখে ব্যবসা করা চলন, তা ত আপুনি জানেন।"

ভৈ।—"অন্যের নিকট শিখ্‌তে ত পার।"

বা।—"আমার মুরুব্বি কেউ নেই, কে শেখাবে ? এখন আপনকার আছুয়ে এয়েচি ; আপুনিই এই গরিবকে শেখাও। আপুনিই আমার গুরু।"

বালকটির এই কথা শুনিয়া ভৈরবানন্দের মন ফিরিল। তিনি তাহাকে শিষ্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। বালকেরও কপাল ফিরিল।

কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া ভৈরবানন্দ বলিলেন, "যাও তুমি এখনি অজয়ে স্নান ক'রে পবিত্র হ'য়ে এস।"

বা।—"আজ্ঞে, আমি চান ক'রেই আপনকার কাচে এযেচি।"

ভৈ।—"তা ভালই হইয়াছে। তবে তুমি ঐখানে দক্ষিণ-মুখ হইয়া উপবেশন কর।"

বালক তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল। অনন্তর ভৈরবানন্দ কালিকা দেবীর পূজা করিয়া, শিষ্য করণোপযোগি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক চণ্ডাল বালককে শিষ্য করিয়া লইলেন। মাখন, ভৈরবানন্দের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রাদি শিক্ষা করিতে লাগিল। ভৈরবানন্দ তাহার জন্য এক খানি স্বতন্ত্র কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। মাখন চণ্ডাল, সুতরাং তাহা হইতে যে যে কার্য্য হইতে পারে, ভৈরবানন্দ তৎসমস্তের আদেশ, এবং যে যে কার্য্য তৎকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হওয়া অনুচিত, তৎসমস্তের নিষেধ করিলেন।

ক্রমে এক দিন—দুই দিন করিয়া প্রায় শ্রাবণ মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। মাখনের প্রতি ভৈরবানন্দেরও স্নেহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মাখন

স্বীয় প্রতিভাবলে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক মন্ত্র মুখস্থ করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে ভৈরবানন্দ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

মঙ্গলা পিশাচী যে চণ্ডাল বালককে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে এই মাখন।

দ্বিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

কৌতূহল।

হিরণ্ময়ীর জন্য ভৈরবানন্দের চিত্ত যে, দিন দিন কিরূপ ভাবপরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা পাঠক মহাশয়কে আর কত বলিব? তিনি আপনিই তাহা বুঝিয়া লউন্।

ভৈরবানন্দ মাখনকে শিষ্য করিবার পর, তাহার আচার ব্যবহার দর্শনে, অতিশয় তৃপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। মাখনও প্রত্যহ অবহিতচিত্তে সেবা করিয়া গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল।

এ দিকে, দেখিতে দেখিতে ভাদ্র মাসের শুক্লচতুর্দ্দশী তিথি সমুপস্থিত হইল। এই চতুর্দ্দশীর চন্দ্র—নষ্টচন্দ্র। এ চন্দ্রকে দেখিলে পাপ হয়—কলঙ্ক হয়, কিন্তু এই নষ্ট চন্দ্রের গভীর রাত্রিতে বিনাপরাধে পরের দ্রব্য সামগী নষ্ট বা অপহরণ করিয়া গালাগালি খাইলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। চমৎকার বিধান। দস্যুদের পক্ষে এই চতুর্দ্দশী তিথির রাত্রি মহেন্দ্রক্ষণ বলিয়া গণ্য। এই জন্য চন্দুরে প্রভৃতি দস্যুগণ ভৈরবানন্দের নিকট বিদায় লইয়া এক বৎসরের পাপ ক্ষয় করিতে চলিল। অপরের সর্ব্বনাশ আর তাহাদের পাপহ্রাস! এ বিধিব্যবস্থার শ্রীচরণে শতকোটি নমস্কার।

চন্দুরে স্বীয় দলবলে সজ্জিত হইয়া শুভ যাত্রার সময় ভৈরবানন্দকে বলিল, 'ঠাকুর মশাই! আমরা ভাদ্দর আর আশ্বিন, এই দু' মাস বাইরে বাইরেই থাক্‌ব। কার্ত্তিক মাসে এসে অমাবস্তের রেতে খুব ঘটা ক'রে কালী মার পূজো দেবো। আমি এসে সেই ছোঁড়াটাকে নিজের হাতে মার কাছে বলি দেবো।' এখন চল্লেম—পেন্নাম।"

ভৈরবানন্দ আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

মাখন সে স্থানে দাঁড়াইয়া নীরবে এই সমস্ত কথা শুনিল। শুনিয়া মনে মনে ভাবিল, "তাই ত, চন্দুরে কাকে কাগার কাছে বলি দেবে? সে কে? এখন কোথায় বা আছে? কিছুই ত বুঝ্তে পাচ্চি নি। নরবলি! নরবলি! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমাকে একবার তলিয়ে দেখ্তে হবে। গুরু ঠাকুরকে এ কথা বল্ব?—না—বল্ব না। নিজেই চেষ্টা ক'রে দেখি।" এই বলিয়া সে কেবল কি ভাবিতে লাগিল।

ভৈরবানন্দ মাখনকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাখন! তুমি কি ভাবিতেছ?"

মাখন তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "এরা সব চ'লে গেল, তাই ভাব্চি।"

ভৈরবানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "ভয় কি? আমি ত আছি।"

মা।—"আজ্ঞে, ভয় কিছু না।"

ভৈরবানন্দ আর কিছু বলিলেন না।

অনন্তর মাখন তথা হইতে, কি আনিবার নাম করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

এখন ভৈরবানন্দ একাকী। আকাশে নষ্টচন্দ্রও একাকী। ভৈরবানন্দ চাঁদের দিকে আর চাঁদ ভৈরবানন্দের দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। কেন ভৈরবানন্দ আজিকার নষ্টচন্দ্র দেখিতেছেন?—বোধ হয়, কলঙ্কের ভয় নাই।

কিয়ৎকাল পরে ভৈরবানন্দ কাপালিক আপনি বলিতে লাগিলেন, "হা! সেই যুবতী কি আমার একমাত্র চিন্তাস্বরূপিণী হইয়া এখানে আসিয়াছে? সে কেন আমার পত্নী হইতে অস্বীকার করিতেছে? আমি যে কিছুতেই তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না। আর আমি এমন করিয়া কষ্ট সহ্য করিতে পারি না। এইবার তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইব; আর এক সপ্তাহকাল তাহার মুখ চাহিয়া থাকিব। তাহাতেও সে স্বীকৃত না হইলে, ছলে বলে কৌশলে তাহাকে বিবাহ করিব। বিবাহ করিতে দোষ কি?" এই বলিয়া তিনি নীরব হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

মাখন তখন কোথায় কি আনিতে গিয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু এখন তাহাকে ভৈরবানন্দের পশ্চাদ্ভাগে দেখা গেল। সে সম্মুখদিকে

আসিতেছিল, কিন্তু সহসা এই সকল কথা শুনিতে পাইয়া, পশ্চাদ্ভাগে থমকিয়া দাঁড়াইল। একটি একটি করিয়া সমস্ত কথা শুনিল।

পূর্ব্বে ভৈরবানন্দ এরূপ কথা কত বলিয়াছেন, কিন্তু মাখনের কর্ণে তাহা স্থান পায় নাই। আজ দৈব ঘটনায় তাহা হইল।

মাখন কিয়ৎক্ষণ আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টে চাহিয়া কি ভাবিল। আবার পরক্ষণেই গৃহের দেওয়ালে বামহস্ত রাখিয়া, তাহার উপর মস্তক সংন্যস্ত করিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার মনের মধ্যে কি যে হইতে লাগিল, তাহা সে প্রকাশ করিয়া বলিতে জানে না। মাখন নির্ব্বাক্, কিন্তু অত্যন্ত অস্থির। সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিল।

কিয়ৎকাল পরে মাখনের কর্ণে দ্বার বন্ধ করিবার শব্দ প্রবেশ করিল। সে তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সতর্কভাবে দাঁড়াইল। ক্ষণেক পরে দেখিল, ভৈরবানন্দ একাকী কোথায় যাইতেছেন। মাখন আত্মগোপনের জন্য সরিয়া দাঁড়াইল। অনন্তর ভৈরবানন্দ অনেক দূর চলিয়া গেলে, সে সতর্কিত ভাবে আত্মগুপ্ত হইয়া তাঁহার অনুকরণ করিল। যাইবার সময় তাহার মনোরাজ্যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইল। সে কখন ভাবিতে লাগিল, "গুরুদেব কা'কে বিয়ে করবেন? চন্দুরে কা'কে কালীর কাছে বলি দেবে?" আবার পরক্ষণে ভাবিল, "গুরুদেব কোথায় যাচ্চেন? কালী ঠাকুরাণী কোথায়? গুরুদেবের এ কি রকম কাজ?" এই সাত পাঁচ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে সে দেখিল, ভৈরবানন্দ শ্মশান-ভূমির পার্শ্ব দিয়া একটা বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন সেও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। মাখন সেই বনের ভিতর একাকী আরও কএক বার গিয়াছিল, কিন্তু আজিকার যাওয়ায় তাহার অন্তঃকরণে এক অভিনব ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে।

মাখন একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিল, ভৈরবানন্দ একস্থানে দাঁড়াইলেন। অমনি সেও একটা বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া দেখিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে দেখিল, গুরুদেব ভৈরবানন্দ কি করিতে করিতে সহসা অন্তর্হিত হইলেন। তদ্দর্শনে বালক মাখনের আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সে কিয়ৎক্ষণ তথায় থাকিয়া আস্তে আস্তে সেই দিকে অগ্রসর হইল। অন-

ন্তর ঠিক সেই স্থানে গিয়া দেখিল, ভূপৃষ্ঠে একটি চতুরস্র কপাটপট্ট ভিতর হইতে আবদ্ধ। মাখন অবাক্—শঙ্কিত—চিন্তিত—বিস্মিত। তাহার এক-গুণ কৌতূহল শতগুণ হইয়া উথলিয়া উঠিল। সে কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর তথায় আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই কপাটপট্টের অবিদূরে একটি চিহ্ন সংস্থাপন পূর্ব্বক দৌড়িয়া আসিয়া আপনার কুটীরে শয়ন করিল। শুইয়া, চিন্তার সহস্র মূর্ত্তির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু এরূপ ভাবে শুইয়া থাকিল যে, ভৈরবানন্দ আসিয়া তাহার মনোভাব বুঝিতে না পারেন।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ ছয় দণ্ড সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। তখন ভৈরবানন্দ ফিরিয়া আসিলেন। মাখন, আপন কুটীরে শয়নাবস্থায় দেখিল, গুরুদেবের হস্তে কতকগুলা বড় বড় চাবি। সে এই সকল চাবি পূর্ব্বেও গুরুগৃহের একটি নিভৃতস্থানে থাকিতে দেখিয়াছিল। এখন সে বুঝিল, তাহার গুরুঠাকুর এই চাবি গুলাতে সেই কপাটপট্ট-সংবদ্ধ তালাগুলা খুলিয়া মৃত্তিকার নিম্নপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় সেই কপাট-পট্টের নিম্নে কি আছে, এবং কেনই বা ভৈরবানন্দ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন, তাহা জানিবার জন্য এক্ষণে মাখনের অত্যন্ত কৌতূহল বৃদ্ধি হইল।

ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

মাখনের গুরুভক্তি।

ভৈরবানন্দ, মাখনকে নিদ্রিত অনুভব করিয়া আর ডাকিলেন না। আপনার গৃহে শয়ন করিলেন। কিন্তু পাঠক মহাশয়কে বলিয়া রাখা উচিত যে, তিনি প্রত্যহ রাত্রিকালে শয়ন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কি করেন। কারণবারি (সুরা) পান করেন। কালীর নামে উৎসর্গ করিয়া সুরাপান করা কাপালিকদিগের ধর্ম্মাঙ্গবিশেষ। এক্ষণে তিনি আশ মিটাইয়া এই ধর্ম্মাঙ্গ প্রতিপালন করিয়া শয়ন করিলেন। ক্রমে ক্রমে কারণবারি তাঁহার জাগরণ শক্তি হ্রাস করিয়া দিল। তিনি গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

তিনি নিদ্রিত হইবার পর, আরও চারি পাঁচ দণ্ড পরিমিত সময় অতিবাহিত হইয়া গেল।

কারণবারির আয়োজন করিবার ভার মাখনের উপর অর্পিত হইয়াছিল। সেই প্রত্যহ উহা প্রস্তুত করিয়া রাখিত।

ঠিক এক সময়ে দুই জন লোক দুই অবস্থায় সময়ক্ষেপ করিতে লাগিল। ভৈরবানন্দ গভীর নিদ্রায় অভিভূত এবং মাখন অনন্ত চিন্তায় জাগরিত। এইরূপে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

মাখন খুব প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়ের সহিত ভৈরবানন্দ গাত্রোত্থান করিলেন। প্রত্যহ তিনি যাহা যাহা করিয়া থাকেন, এক্ষণে একে একে তৎসমস্তই সম্পাদন করিলেন।

দিবা অবসান হইয়া আসিল। সূর্য্য অস্তাচলে আরোহণ করিয়া গা ঢাকা দিলেন। সন্ধ্যার সময় প্রকৃতির অবস্থা-পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধিনী যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহাই ঘটিল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া রজনীর প্রথম প্রহর উপনীত হইল।

এমন সময় ভৈরবানন্দ মাখনকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এইখানে থাকিয়া মুখস্থ মন্ত্রগুলির আবৃত্তি করিতে থাক। কোথাও যাইও না। আমি কিয়ৎকাল পরে আসিয়া, আবার তোমাকে নূতন মন্ত্র শিখাইব।"

মাখন স্বীকৃত হইল। ভৈরবানন্দ চাবি লইয়া পূর্ব্ববৎ কালীবাড়ী চলিয়া গেলেন।

মাখন চুপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। কিন্তু বেশীক্ষণ আর বসিয়া থাকিল না। তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল। যাইবার সময় সে রিক্তহস্ত ছিল, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় তাহার হস্তে কি একপ্রকার দ্রব্য দেখা গেল। সে তাড়াতাড়ি করিয়া সেই দ্রব্য, একখানি শিলাপট্টে অর্দ্ধপেষণ করিয়া রস বাহির করিয়া লইল। সেই রস ভৈরবানন্দের নৈশ-পানীয় সুরাতে মিশাইয়া রাখিল। এই কার্য্য এইরূপভাবে সম্পাদন করিল যে, গুরুদেব আসিয়া তাহার কিছুই বুঝিতে না পারেন। ফলে তাহাই হইয়াছিল।

কতক্ষণ পরে ভৈরবানন্দ ফিরিয়া আসিলেন। মাখন তাঁহার পা ধুইবার জল আনিয়া দিল। ভৈরবানন্দ পদ ধৌত করিয়া আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। মাখনকে তাহার গৃহে শয়ন করিতে বলিলেন। মাখন শয়ন করিল, কিন্তু ঘুমাইল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভৈরবানন্দ কালীদেবীর নামে সুরা উৎসর্গ করিয়া পান করিলেন। পানব্যাপার সমাপ্ত হইলে পর, আপনার শয্যায় শয়ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে অলক্ষ্যে নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। সেই দ্রব্যরসমিশ্রিত সুরার কিরূপ ভয়ঙ্করী চৈতন্যবিলোপিনী শক্তি, তাহা ভৈরবানন্দে প্রকাশ পাইল। ভৈরবানন্দের নাসারন্ধ্রে নিশ্বাস সঞ্চার না থাকিলে, অদ্য তাঁহাকে মৃত বলিয়া ভ্রম হইত। তিনি যেরূপ ভাবে শয়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবেই রহিলেন। একবারও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন না।

মাখন, অনেক ক্ষণের পর গাত্রোত্থান করিয়া, আস্তে আস্তে ভৈরবানন্দের গৃহে প্রবেশ করিল। ভৈরবানন্দ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন কি না, তাহা জানিবার জন্য সে কএক প্রকার কৌশল প্রকাশ করিল। অবশেষে দেখিল, তাহার কৌশল ও চেষ্টা সফল হইয়াছে। সে তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া, গুপ্ত স্থান হইতে চাবিগুলা লইয়া আপনার কুটিরে প্রবেশ করিল। আবার তথা হইতে একটি প্রদীপ, কিঞ্চিৎ অগ্নি, এবং কএকটা গন্ধক-কাষ্ঠিকা (দিয়াসালাই) লইয়া বরাবর সুড়ঙ্গের দ্বারে উপস্থিত হইল। কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না। অত রাত্রে দেখিবেই বা কে?

মাখন তথায় উপস্থিত হইয়া, চাবি দিয়া তালাগুলা খুলিয়া ফেলিল, কিন্তু ভিতরে গিয়া কপাটপট্ট পুনর্ব্বন্ধ করিল না। দিয়াসালাই জ্বালিয়া দীপ জ্বালিল। অন্ধকারময় সুড়ঙ্গগর্ভ আলোকিত হইল।

তখন সে ধীরে ধীরে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া, সমভূমিতে অবতীর্ণ হইল। সেখানে গিয়া চারি দিকে তাকাইতে লাগিল। তাহার চক্ষে সেই স্থান যেন একটি মধ্যম গোছের বাড়ী বলিয়া বোধ হইল। সে আস্তে আস্তে কিয়দ্দূর গিয়া মনুষ্য-কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাইল। সে স্বর কাতরোক্তি মিশ্রিত।

যে দিক হইতে সেই কণ্ঠশব্দ আসিতেছিল, মাধন সেই দিকে গমন করিয়া দেখিল, একটি অন্ধকার গৃহের মধ্যে কে বলিতেছে, "হা হিরণ্ময়ি! তুমি কেন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে আসিলে? কেন আমাকে সেরূপ পত্র লিখিয়াছিলে? আমি এত দিন তোমার অনুসন্ধান করিয়াও কৃতকার্য্য হইলাম না, এই আমার অত্যন্ত দুঃখ! তুমি জীবিত আছ কি না, তাহাও জানিতে পারিলাম না, ইহাও আমার দুঃখের উপর দুঃখ রহিয়া গেল! আমি আগামী কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় কালীর নিকট দস্যুহস্তে বিনষ্ট হইব, কিন্তু তুমি কোথায় রহিলে, তাহার অনুসন্ধান না পাইয়া মরিতে হইল, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি এমন ভীষণ মনঃকষ্ট হইতে পারে? আমার আর পরিত্রাণের উপায় নাই। আমা হইতে তোমার অণুমাত্র উপকার হইল না, বরং গৃহ ও স্বজনত্যাগী হইয়া, না জানি, কোন্ অচিন্তনীয় সঙ্কটে পড়িয়া কত কষ্টই পাইতেছ! হা হতভাগ্য ধীরেন্দ্র! কেবল নিজে যাবজ্জীবন যন্ত্রণাভোগ করিতে এবং অপরকে বিপদ-গ্রস্ত করাইতে তোর উৎপত্তি হইয়াছে।" গৃহ নিস্তব্ধ হইল। গৃহদ্বার বহির্দ্দিকে তালাবদ্ধ।

মাধন বহির্ভাগে থাকিয়া সমস্তই শ্রবণ করিল। তখন তাহার মনে যে, কত কি উচ্ছলিত হইতে লাগিল, তাহা আমরা বর্ণন করিতে জানি না। সে একবার মাত্র মনে মনে বলিল, "এই লোকটিকেই চন্দ্রবে কালীর কাছে বলি দেবে। ওঃ, কি ভয়ানক ব্যাপার! আচ্ছা দেখি, আমি আজ কি ক'ত্তে পারি।" এই বলিয়া সে তথা হইতে বরাবর আরও ভিতর দিকে চলিয়া গেল।

হতভাগিনী হিরণ্ময়ী যে গৃহে অবরুদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, মাধন একেবারে সেইস্থানে উপস্থিত হইল।

চতুঃষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

মুক্তি।

মাখন দেখিল, হিরণ্ময়ীর গৃহদ্বার বহির্দ্দিকে তালাবদ্ধ রহিয়াছে। সে তখন বহির্ভাগ হইতে কপাটছিদ্র দিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, যেন একটি বিদ্যুন্মূর্ত্তি মেঘগর্ভে মিশাইয়া স্থিরভাবে রহিয়াছে। মাখনের অন্তঃকরণ দুঃখ ও বিস্ময় যুগপৎ অভিভূত হইল। তাহার মনে অত্যন্ত চিন্তার স্রোত অনন্ত বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে তখন মনে মনে কত কি ভাবিতে লাগিল, তাহার সীমা পরিসীমা নাই।

বালক মাখন কিয়ৎক্ষণ স্থিরদৃষ্টে, গৃহকক্ষা সেই স্থির সৌদামিনীর দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। এক্ষণে একখানি চিত্রপটের সহিত মাখনের তুলনা করা যাইতে পারে।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর, মাখনের কর্ণে প্রবেশ করিল, "হা হতভাগিনি হিরণ্ময়ি! তুই কি কুক্ষণেই গৃহত্যাগ করিয়াছিলি। মরিতে আসিলি, কিন্তু মরিতে পারিলি না। হা, ধীরেন্দ্রনাথ! তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হইল না। পরেও আর হইবে না। এই কারাগার আর এই কারাস্বামী কাপালিকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে ত, তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না। দুরাচার আমাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছে, তাহা স্মরণ-পথে সমুদিত হইলেই, আমার মরিবার বাসনা জাগিয়া উঠে, কিন্তু আমি মরিবার কোন উপায় দেখিতে পাই না। কারাগৃহে অবরুদ্ধ আছি; আমার নিকট মরিবার কিছুই নাই। হায়, আমার এ কি হইল! হা বিধাতা! তুমি কি আমার দিকে আর মুখ তুলিয়া চাহিবে না। এ হত-ভাগিনী কি এইরূপই অসহ্য যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইবে!" গৃহ নিস্তব্ধ হইল।

মাখন অবাক্। মনে মনে বিদ্যুদ্বেগে একবার ভাবিল, "কি আশ্চর্য্য ঘটনা। সেই যুবার জন্য এই যুবতী বিলাপ ক'চ্চে, আবার এর জন্য সে শোক ক'চ্চে; অথচ দু'জনে এক জায়গায় থেকেও, কেউ কারো

খবর পাচ্চে না। আর না, আমি সমস্তই বুঝেচি। এই দুজনকে আজ একত্তর কর্‌ব। আর বিলম্ব কর্‌ব না।"

মাখন আর কোন কথা না কহিয়া করস্থ চাবিগুচ্ছ হইতে একটা চাবি বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীর দ্বার খুলিয়া ফেলিল। হিরণ্ময়ী, কাপালিক আসিয়াছে অনুমান করিয়া, একপার্শ্বে নীরবে দণ্ডায়মান হইলেন। মাখন ভিতরে প্রবেশ করিল।

হিরণ্ময়ী যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহার বিপরীত হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে একটি কিশোর বয়স্ক বালক। তিনি তাহাকে দেখিয়া কি যে বলিবেন, তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না।

মাখন বলিল, "হ্যাঁ গা, তুমি ধীরেন্দ্রনাথ ব'লে কাঁদ্‌ছিলে, ধীরেন্দ্রনাথ তোমার কে?"

হিরণ্ময়ী নিরুত্তর; কেবল মনে মনে বলিলেন, "এ যুবা কে? কি করিয়া এখানে আসিল? একে ত আমি একদিনও এখানে আসিতে দেখি নাই। এ আবার আমার মুখে ধীরেন্দ্রনাথের নাম শুনিয়াছে; তাই ত—কি করি? এ কি কাপালিকের চর?" এই ভাবিয়া তাঁহার ভয় হইল—মুখ শুকাইয়া গেল।

মাখন তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া, আশ্বাস প্রদান করিল। বলিল, "তোমার কোন ভয় নেই। তুমি উত্তর দিচ্চ না কেন?"

হিরণ্ময়ী এবার অস্ফুটবাক্যে বলিলেন, "তুমি কে?"

"আমি চণ্ডাল বালক।"

"এখানে কেন আসিয়াছ?"

"ভৈরবানন্দ কাপালিক এখানে এসে কি করে, তাই জান্‌তে।"

"সেই কাপালিকের নাম ভৈরবানন্দ?"

"তা কি তুমি এত দিন জান না?"

"এই কারাগারে একাকিনী আছি, কি করিয়া জানিব? সে আমাকে তাহার নাম বলে নাই। তবে সে যে কাপালিক, তা আমি তাহার আচার ব্যবহার, রীতি নীতি দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি।"

"তোমার নাম হিরণ্ময়ী?"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী আবার নিরুত্তর হইলেন।

মাখন বলিল, "তুমি নাই বল, কিন্তু আমি তোমারি মুখে শুনেচি। আরও বলি, তুমি যে ধীরেন্দ্রনাথের নাম ক'ল্লে, এই কতক্ষণ তাঁর মুখেও শুনে এলেম।"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী অত্যন্ত বিস্মিত এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। চিন্তা যে পলকে কতরূপ রূপ ধরিতে পারে, এক্ষণে তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। সকলের সীমা আছে, কেবল শূন্যতার আর হিরণ্ময়ীর চিন্তার সীমা নাই।

মাখন বলিল, " উত্তর দিচ্চ না কেন ?"

" আমি কি উত্তর দিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। তোমার কথা শুনিয়া আমার আত্মবিভ্রম ঘটিয়াছে। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কি কোন মায়াবী ?"

মাখন একবার হাসিল।

হিরণ্ময়ী লজ্জিত হইয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মাখন দেখিল, সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, সুতরাং আর বেশী বিলম্ব করা উচিত নয়। কি জানি, ভৈরবানন্দ জাগিয়া উঠিলে, এখনি কি এক ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়া পড়িবে। এই জন্য সে আর বিলম্ব না করিয়া বলিল, "আমি তোমার নিকট কালী-দেবীর শপথ ক'রে বলচি, আমি তোমার শত্রু নই। ভৈরবানন্দ আমার গুরু, আমি তাঁ'র শিষ্য, কিন্তু আজ সে সম্বন্ধ ত্যাগ কল্লুম। তিনি যে এমন কুচরিত্তির লোক, তা আমি জান্তম না। সে যে তোমাকেই বিয়ে করবার কথা আপনা আপনি যখন তখন ব'লে থা'কে আর এখানে তোমায় জ্বালাতন ক'ত্তে আসে, তা আমি এখন বুঝ্তে পাল্লুম; আরও বুঝ্তে পাল্লুম, সে তোমাকে এই অন্ধকার ঘরে আটক ক'রে রেখে —ওঃ কি ভয়ানক ব্যাপার!—সে কথা এখন থাক্। তুমি এখন এক কাজ কর, আমার সঙ্গে বরাবর চ'লে এস।"

হিরণ্ময়ী দ্বিরুক্তি করিলেন না। মাখন আলোক হস্তে অগ্রে অগ্রে চলিল, হিরণ্ময়ী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিন্তু তিনি এখনো সন্দেহ ও চিন্তায় জড়ীভূতা।

মাখন ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া, চাবি খুঁজিয়া লইয়া দ্বার খুলিল। হিরণ্ময়ী বহির্ভাগে রহিলেন। মাখন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ধীরেন্দ্রনাথ তাহাকে দেখিয়া প্রথমতঃ কোন দস্যু বলিয়া অনুমান করিলেন, কিন্তু শেষে বিশেষ করিয়া দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "কই একে ত আমি সে দিন, সেই দস্যুদের মধ্যে দেখি নাই। এ যে একটি কিশোর বয়স্ক বালক। তাই ত, এ বালকটি কে? কেন আমার নিকট আসিল?" তিনি এইরূপ নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালককে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

মাখন ধীরেন্দ্রনাথের কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া বলিল, "আপনি শীঘ্র আমার সঙ্গে চ'লে আসুন।"

ধী।—"কোথায়?"

মা।—"সুড়ঙ্গের বাহিরে।"

ধী।—"কেন?"

মা।—"মুক্তিলাভের আশা নাই?"

ধী।—"আছে।"

মা।—"তবে আর বিলম্ব কেন?"

ধী।—"তুমি কে?"

মা।—"আমি চণ্ডাল বালক।"

ধী।—"আমার প্রতি তোমার এরূপ অপূর্ব্ব দয়ার উদ্রেক হইল কেন?"

মা।—"এর পর বল্‌ব। এখন বিলম্বে কাজের ক্ষতি হ'বে।"

ধীরেন্দ্রনাথ মাখনের এই সকল কথা শুনিয়া হর্ষে, বিস্ময়ে, চিন্তায় একেবারে উদ্বেলিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু আর কাল-বিলম্ব না করিয়া মাখনের সহিত যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মাখন কৌশলে ধীরেন্দ্রনাথের হস্তপদের শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিল। অনন্তর ধীরেন্দ্রনাথ মাখনের সহিত গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিবামাত্রই তাঁহার দৃষ্টিপথে হিরণ্ময়ীর মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইল। তিনি তদ্দর্শনে একবার "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?—বালক! তুমি কি ভোজবিদ্যা জান?" এই বলিয়া, আবার কি বলিতে উদ্যত হইলেন,

কিন্তু সেই সময়ে শীর্ণশরীরা চিন্তাকুলা হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের চরণমূলে পতিত হইয়া কেবল বলিলেন, "ধীরেন্! তুমিও এই অন্ধকার সুড়ঙ্গে বন্দী!" আর তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। নয়নযুগল হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরিতে লাগিল।

ধীরেন্দ্রনাথ অবাক্। কিয়ৎকাল কাষ্ঠ-পুত্তলবৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনা সমূহ তাঁহার স্মৃতিচক্ষে প্রতিফলিত হইয়া, তাঁহাকে যেন কি করিয়া ফেলিল। তিনি অনন্ত চিন্তায় অভিভূত হইয়া ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন। তাঁহার তৃষিত ও বিস্মিত নয়নযুগল হিরণ্ময়ীর দিকে স্থির হইয়া আছে, কিন্তু তাহা হইতে আপনা আপনি দরদরিত ধারে অশ্রু বহিয়া যাইতেছে।

পাঠক মহাশয়! এই অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব ঘটনা যে, কেমন করিয়া বর্ণন করিব এবং ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর এই চারি চক্ষুর পুনঃসম্মিলনও যে, কেমন করিয়া আপনাকে বুঝাইয়া দিব, তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। আপনি আমাদের হইয়া কতক কতক নিজে ভাবিয়া লউন।

মাখন, ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর এই অপূর্ব্ব মিলনে অত্যন্ত বিস্মিত এবং আপনাকে জীবনের একটি অতি প্রধান কার্য্যসাধক বলিয়া অতিশয় পুলকিত হইল। কিয়ৎকাল সেও নীরব হইয়া এই যুগল মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। আবার তৎক্ষণাৎ তাহার চৈতন্য হইল। কে যেন তাহাকে বলিল, "এখন এমন করিয়া দেখিবার বা থাকিবার সময় নয়। শীঘ্র তিন জনে এখান হইতে পলায়ন কর, নৈলে শত্রুহস্তে নিশ্চয় মরিতে হইবে।" এ কথা অন্য কেহ বলে নাই—মাখনের কর্ত্তব্যসাধক মন বলিল। তখন মাখন আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বলিল, "ওগো, তোমরা আর বিলম্ব ক'র না। কাপালিক ঘুমুচ্চে, জাগ্‌লেই বিভ্রাট ঘট্‌বে। সে আমাদের তিন জনকেই বিনাশ কর্‌বে।"

হিরণ্ময়ীকে ধীরেন্দ্রনাথের এবং ধীরেন্দ্রনাথকে হিরণ্ময়ীর বলিবার অনেক কথা রহিয়া গেল। তাঁহারা এখন বলিবার সময় পাইলেন না। কাজেই অগ্রে ত প্রাণ রক্ষা করা চাই।

ধীরেন্দ্রনাথ মাখনকে বলিলেন, "তোমার নাম কি?"

মা।—"মাখন।"

ধী।—"মাখন! তুমি আমাদের যে উপকার করিলে, তাহা এ জীবনে এক নিমেষের জন্যও ভুলিব না। আমরা তোমাকে ইষ্টদেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিলাম। তুমি আমাদের নিকট পূজনীয় দেবতা। তুমি আমাদের জীব-দাতা—মুক্তিদাতা—পবিত্রাতা। আমরা তোমাকে হৃদয়ের ভক্তির সহিত পূজা করিতেছি এবং চিরকাল করিব।"

মাখন বলিল, "আমি আমার কর্ত্তব্য কাজ কল্লুম, তার জন্য আপনারা কেন আমাকে অমন কথা ব'লে লজ্জিত ক'চ্চেন? এখন চলুন—শীগ্‌গির চলুন।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কাপালিক যদি দেখিতে পায়?"

মাখন হাসিয়া বলিল, "এখনও তার দেখ্‌তে পাওয়ার অনেক বিলম্ব আছে। আমি তাকে মদের সঙ্গে ধুংরোর অনেকটা রস খাইয়ে অচেতন ক'রে রেখে এসেচি।"

ধীরেন্দ্রনাথ এবং হিরণ্ময়ী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত এবং আনন্দিত হইলেন। উভয়ে মাখনের অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অবিলম্বে তাঁহারা মাখনের সহিত সুড়ঙ্গ হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। সারারাত্রি অবিশ্রান্ত পথ চলিলেন; কিন্তু কোথায় যে গেলেন, তাহা বলিতে পারি না। মাখন যাইবার সময় সুড়ঙ্গের ভিতর হইতে ইচ্ছানুসারে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া আপনার নিকট রাখিয়াছিল এবং সুড়ঙ্গের কপাটপট্টে পূর্ব্ববৎ তালা লাগাইয়া নিজের হস্তে চাবি লইয়াছিল।

পাঠক মহাশয়! আসুন, আমরাও পরম হিতৈষী বালক মাখনকে মুক্তকণ্ঠে শত সহস্র বার প্রশংসা করি। ঈশ্বর যেন সকলকেই মাখনের মত করিয়া সৃষ্টি করেন, এই আমাদের প্রার্থনা। মাখন! তুমি ধন্য! বিধাতা তোমাকে চিরজীবী করিয়া এইরূপে জগতের হিতসাধন করুন্। তোমার মঙ্গল হউক।

পঞ্চষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

অচিন্ত্য ঘটনা—অদ্ভুত ঘটনা।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে বোধ হয় যে, জগদীশপ্রসাদ হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং হরিহর দেওয়ান মহাশয়ের পরামর্শানুসারে কাশীবাসের আশা কিছু কালের জন্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াছিলেন। যদি আপনার সে বিষয় স্মরণ না থাকে, তবে এই পুস্তকের চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ আর একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করুন্।

জগদীশপ্রসাদ কিছু দিন বাটীতে থাকিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তঃকরণে আবার হিরণ্ময়ী, কিরণময়ী এবং ধীরেন্দ্রনাথের অনুসন্ধানের ইচ্ছা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য তিনি কতকগুলি অধীনস্থ লোক লইয়া তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিতে মধুপুর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অনেক দিন এখানে সেখানে করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তার বলিতে গেলে পাঠক মহাশয়ের হয় ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে। সুতরাং সে বিষয়ে নিরস্ত হইলাম।

জগদীশপ্রসাদ এক এক স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া ক্রমেই হতাশ হইতে লাগিলেন। একে ধনবান্ ব্যক্তির শরীর, তাহাতে আবার গুরুতর পরিশ্রম এবং মনোভঙ্গ, সুতরাং তাঁহার শরীর অনেকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। যথা সময়ে স্নানাহার না হওয়াতে এবং নানাস্থানের নানারূপ অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর দোষে তাঁহার উদরাময় পীড়া হইল। এই জন্য তিনি আবার বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য মনস্থ করিলেন। কিন্তু যে স্থানে তাঁহার এই পীড়া সমুপস্থিত হইল, সে স্থান মধুপুর হইতে অনেক দূর, সুতরাং শীঘ্র পঁহুছিবার সম্ভাবনা অল্প। এই কারণে তিনি প্রথমতঃ কোন একটি সুদক্ষ চিকিৎসকের বাটীতে থাকিয়া, তৎকর্ত্তৃক কতকটা আরোগ্য লাভ করিয়া, তাহার পর মধুপুর যাওয়াই বিচার-সঙ্গত জ্ঞান করিলেন। তাঁহার সঙ্গিরাও সেইরূপ পরামর্শ দিল।

তিনি অনুসন্ধান করিয়া একজন ভাল চিকিৎসকের ঠিকানা জানিয়া লইলেন। সেই চিকিৎসকের নাম শূলপাণি কণ্ঠাভরণ,—জাতিতে বৈদ্য। ভ্রমরপুর নামক গ্রামে শূলপাণি বাস করিতেন। জগদীশপ্রসাদ তাঁহারই বাটীতে গমন করিলেন। এক্ষণে তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং পীড়ার প্রাবল্যও বেশী।

শূলপাণি একজন শাস্ত্রবিৎ, সুবিজ্ঞ চিকিৎসক, ভদ্র এবং সদালাপী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যৎকালে জগদীশপ্রসাদ তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হন, তৎকালে তিনি গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ফিরিয়া আসিতে তিন চারি দিন বিলম্ব ঘটিয়াছিল ; সুতরাং জগদীশপ্রসাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত ছাত্রেরা জগদীশপ্রসাদকে বিশেষ যত্নসহকারে বহির্বাটীতে আবাসস্থান দিয়া, উত্তমরূপে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তিন দিবস উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং সুপথ্য ব্যবহার করিতে করিতেই জগদীশপ্রসাদের পীড়ার অনেক উপশম হইল। তিনি তদ্দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, কণ্ঠাভরণের ছাত্রদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

চতুর্থ দিবসে শূলপাণি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জগদীশপ্রসাদের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল। শূলপাণি জগদীশপ্রসাদের নাম শুনিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। এক একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইয়া গেল।

অনন্তর শূলপাণি বলিলেন, "মহাশয়! আপনার নিবাস কি মধুপুরে ?"

জগ।—"আজ্ঞে। আপনি কি করিয়া জানিলেন ?"

শূ।—"বলিতেছি। আচ্ছা, আপনার পত্নীর নাম কি জাহ্নবী ?"

জ।—"আজ্ঞে।" এই কথা বলিয়া তিনি বিমর্ষচিত্তে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার চক্ষুযুগল ছল ছল করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল।

তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া শূলপাণি বলিলেন, "মহাশয়! আপনি এমন হইলেন কেন ?"

জগদীশ অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিলেন, "কবিরাজ মহাশয়! সে কথা আর আপনাকে কি বলিব!"

শূ।—"তাঁহার কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে ?"

এইবার জগদীশের নয়নযুগল আর অশ্রু আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারিল না। জগদীশ গভীর শোকব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "এই হতভাগ্য জগদীশ তাঁহাকে চিরকালের জন্য কালসমুদ্রের অতলগর্ভে হারাইয়াছে!"

শূ।—"তাঁহার কি পীড়া হইয়াছিল ?"

জ।—"হৃদ্রোগ।"

শূ।—"কি কারণে ?"

জ।—"কন্যা-শোক।"

শূ।—"তখন আপনি কোথায় ছিলেন ?"

জ।"বিদেশে।"

এইবার শূলপাণি অন্য কথা না বলিয়া বলিলেন, "ঠিক্ হইয়াছে।"

শূলপাণির এই কথা শুনিয়া জগদীশপ্রসাদ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার সঙ্গিরাও তাহাই হইল। সকলেই নানাচিন্তায় আকুল।

জগদীশ তথ্য জানিবার জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্যসহকারে তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কবিরাজ মহাশয়! আপনি এমন কথা কেন বলিলেন ?"

শূ।—"উভয়ের কথা এক হইয়াছে।"

জগদীশ অধিকতর বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "উভয়ের কথা। আবার কে ?"

শূ।—"আপনার সহধর্ম্মিণী।"

এই কথা শুনিবামাত্র জগদীশপ্রসাদের চিন্তাসমুদ্র মহাসমুদ্র হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল যেন কি হইয়া গেলেন। সেরূপ অবস্থা সচরাচর কাহারও ঘটে না। পরক্ষণেই তিনি বলিলেন, "কণ্ঠাভরণ মহাশয়! আমি আপনার কথার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলাম না। আপনার এরূপ কথা আমার পক্ষে নিতান্ত অসদৃশ অথচ অতিমাত্র বিস্ময়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। আমার পত্নী মৃত অথচ আপনি বলিতেছেন, তিনিও বলিয়াছেন।"

শূল।—"মৃতা হইলে বলিতাম না। তিনি জীবিতা।"

এই কথা শুনিয়া সকলে ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। বিস্ময় অনন্তমূর্ত্তি ধারণ করিল।

পরক্ষণে জগদীশ বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য!—সে কি!—এ যে স্বপ্নাপেক্ষাও অলৌকিক!"

শূ।—"আমি যাহা বলিতেছি, তাহার অনুমাত্রও অলীক নহে। আপনার পত্নী আমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন। আমি তাঁহাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ ও যত্নসহকারে রাখিযাছি।"

জগদীশপ্রসাদের বিস্ময়বিমিশ্রিত আনন্দ অপার হইয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন, "আপনি বলেন কি!"

শূ।—"এ কথা কি কেহই আপনাকে বলে নাই?" এই বলিয়া তিনি আবার বলিলেন, "তা বলিবেই বা কি করিয়া? আমার পত্নী ব্যতীত আর কেহ জানে না বটে। আমি ত আজিও কাহারও নিকট বলি নাই।"

জগদীশপ্রসাদ অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কণ্ঠাভরণ মহাশয়! আপনি সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত বলিয়া আমার ঔৎসুক্য নিবারণ করুন।"

তখন শূলপাণি কণ্ঠাভরণ ক্রমে ক্রমে অথচ সংক্ষেপে বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি একদিন ভাগীরথী নদী দিয়া নৌকারোহণে, টেঙ্রাকাঁটা হইতে বাটী আসিতেছিলাম। সে দিন অত্যন্ত বৃষ্টি হইতেছিল; কিন্তু ঝড় হয় নাই। সুতরাং নৌকা চলিবার কোন ব্যাঘাতও ঘটে নাই। দাঁড়ী মাঝী ব্যতীত আরোহীর মধ্যে আমি একাকী ছিলাম। তার পর শুনুন,—নৌকা ত আসিতে থাক্। এমন সময়ে একটা শ্মশানের একপার্শ্বে দেখিলাম, একটা খাটের উপর বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া কি যেন নড়িতেছে। আমার নৌকা তীর-সন্নিহিত হইয়া আসিতেছিল বলিয়া, আমি উহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিলাম। তার পর শুনুন,—আমি নৌকাবাহীদিগকে তৎক্ষণাৎ নৌকাগতি সংরোধ করিয়া, তাহা কি জানিতে বলিলাম। তাহারা ভয়ে যাইতে স্বীকার করিল না। সুতরাং আমিই তীরে অবতীর্ণ হইয়া খাটখানার নিকট উপস্থিত হইলাম। চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটিও জনমানুষ নাই, কেবল সেই খাটখানা পড়িয়া আছে এবং তাহার মধ্যে কি নড়িতেছে। আমরা চিকিৎসক, সুতরাং আমার সে বিষয় জানিবার জন্য ইচ্ছা হইল। আমি তৎক্ষণাৎ আচ্ছা-

দিত বৃষ্টিসিক্ত বস্ত্র তুলিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, একটি মুমূর্ষু স্ত্রীলোক নড়িতেছে। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া দাঁড়ীমাঝীদিগকে নিকটে ডাকিলাম। কিন্তু তাহারা তখনো ভয়ে আসিতে চাহিল না। আমি তাহাদিগকে অনেক ভরসা ও আশ্বাস, এমন কি, অর্থ পর্য্যন্ত দিলাম। শেষে তাহারা আসিল। তখন সকলে মিলিয়া আস্তে আস্তে খাটশুদ্ধ সেই স্ত্রীলোক-টিকে আমার নৌকায় উঠাইয়া লইলাম। তার পর খাটখানা ফেলিয়া দিয়া, তাহাকে নৌকার ছৎরীর ভিতর, বসনশয্যা পাতিয়া শুয়াইয়া রাখিলাম। আমার নিকট ঔষধ ছিল। আমি তাহার তাৎকালিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া একপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলাম। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে আর একপ্রকার ঔষধ দিলাম। ঈশ্বরেচ্ছায় ক্রমে ক্রমে সেই স্ত্রীলোকটি তখন অনেকটা সুস্থ হইল। নৌকায় আমরা আরও পাঁচ ছয় দিন ছিলাম। আমি বরাবর মনোযোগ পূর্ব্বক তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলাম। অনন্তর বাটী আসিয়াও আজি পর্য্যন্ত চিকিৎসার বিরাম হয় নাই। তবে বিশেষ সুবিধা বলিতে হইবে যে, এখন সেই স্ত্রীলোক সম্পূর্ণরূপে সুস্থা, কেবল কতকটা দৌর্ব্বল্য আছে। তাহাও শীঘ্র সারিয়া যাইবে। আমি বাটীতে আসিয়া এক দিন পরিচয় লইয়া জানিলাম, তিনিই আপনার পত্নী। আমার ইচ্ছা ছিল, তাঁহার দৌর্ব্বল্য সারিয়া গেলে, আমি স্বয়ং তাঁহাকে লইয়া আপনার নিকট যাইব, কিন্তু আপনিই যেকালে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সে কালে আমি যে, কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বর্ণনা-তীত।”

জগদীশপ্রসাদ নিবিষ্টচিত্তে কণ্ঠাভরণের মুখে এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, “এ যে অচিন্ত্য ঘটনা!—অদ্ভুত ঘটনা!

পাঠক মহাশয়! আপনিও কি বিস্মিত হন নাই? বোধ হয়, হইয়া-ছেন। যাই হউক, একবার শূলপাণি কণ্ঠাভরণের বহির্বাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করুন,—দেখুন,—এখানে বিস্ময় মূর্ত্তিমান কি না।

জগদীশপ্রসাদের সঙ্গে যতগুলি লোক আসিয়াছিল, তন্মধ্যে দুই জনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, “গুরুদয়াল! চিন্তামণি! তোমরা সে দিন জাহ্নবীদেবীকে ভাগ্যে চিতাদগ্ধ কর নাই, তাই আজ আমি হৃতরত্ন পুনর্ব্বার

পাইলাম। আমি তোমাদিগকে এবং আর যাহারা তোমাদের সঙ্গে ছিল, তাহাদিগকে গৃহে গিয়া আশাতীত সন্তুষ্ট করিব। আচ্ছা, এখন আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, কবিরাজ মহাশয়ের মুখে যাহা শুনিলাম, তাহার পূর্ব্বে কি হইয়াছিল, তাহা তোমরা ব্যতীত আর কেহই জানে না, সুতরাং আনুপূর্ব্বিক বল দেখি।"

তাহারা ভয়ে ও ভাবনায় কথা কহিতে পারিল না।

তদ্দর্শনে জগদীশ বলিলেন, "ভয় কি? তোমরা আমার অহিত কর নাই—বরং পরাপর নাই হিতই করিয়াছ।"

তখন গুরুদয়াল বলিতে আরম্ভ করিল;—"কর্ত্রীঠাকুরাণী হৃদ্‌রোগে এরূপ মূর্চ্ছিত ও অসাড় হইয়াছিলেন যে, আমাদের সকলেরই মনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হইল। আমরা দেওয়ানজী মহাশয়ের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে দাহ করিতে শ্মশানে লইয়া গেলাম। যাইতে যাইতে পথে মেঘ উঠিল। যখন আমরা শ্মশানের সন্নিকট হইলাম, তখন মুসলধারে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। কাজেই আমরা খাট সমেত তাঁহাকে শ্মশানের ধারে রাখিয়া কিঞ্চিদ্দূরে একটা পুরাতন বটবৃক্ষের তলে গিয়া আশ্রয় লইলাম। আমরাও সকলে ভিজিয়া গেলাম। যাই হৌক, তথাপি বৃষ্টি নিবারণের অপেক্ষায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। এইরূপে দুই ঘণ্টাকাল অতীত হইল; তবুও বৃষ্টিপাতের আর বিরাম হইল না। এমন সময়ে আমরা হঠাৎ সেই স্থান হইতে দেখিলাম, খাটের উপর কর্ত্রীঠাকুরাণীর দেহ নড়িতেছে। আমরা তাহা দেখিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিলাম। আমাদের ভয় হইল, তিনি দানা পাইয়াছেন, এখনি আমাদের প্রাণ সংহার করিবেন। প্রাণের ভয়ে এই কার্য্য করিয়াছিলাম। বাড়ী গিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাঁহার দাহ-কার্য্য সমাধা করিয়া আসিলাম। কিন্তু, কে জানিত যে, তিনি জীবিত হইবেন। আজ আপনার নিকট আমাদের বড় ভয়, বিস্ময় ও লজ্জা হইয়াছে।"

জগদীশ বলিলেন, "কোন ভয় নাই। তোমরা আমার আশাতীত উপকার করিয়াছ। তজ্জন্য আমি তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।"

শূলপাণি জগদীশপ্রসাদকে বলিলেন, "দেখুন, মহাশয়! সে দিন সেরূপ মহাবৃষ্টি না হইলে আপনার সহধর্ম্মিণীকে জীবন থাকিতে দগ্ধীভূত হইতে হইত। সেই বৃষ্টিতেই তাঁহার চৈতন্য লাভ হইয়াছিল।"

তখন জগদীশপ্রসাদ অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কবিরাজ মহাশয়! আপনি যে, আমার কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়াছেন, তাহা আমি যাবজ্জীবন অনর্গল বলিয়াও শেষ করিতে পারিব না। আপনি আমার পক্ষে দ্বিতীয় বিধাতা; আর অধিক কি বলিব? আমি সস্ত্রীক আপনার নিকট চিরজীবনের জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া রহিলাম।"

অনন্তর শূলপাণি কণ্ঠাভরণ জগদীশপ্রসাদকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যে গৃহে জাহ্নবী দেবী অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা উভয়ে সেই গৃহে গমন করিলেন।

তখন জাহ্নবী দেবী শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কণ্ঠাভরণ মহাশয়কে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার পশ্চাতে দেখিলেন, তাঁহার স্বামী জগদীশপ্রসাদ। তখন তাঁহার আনন্দ স্তরে স্তরে উছলিয়া উঠিল। যাহা হইবার অণুমাত্রও আশা ছিল না, জগদীশপ্রসাদের তাহাই হইল।

অনন্তর পতিপত্নীতে পুনঃপুনঃ সন্দর্শন ও নানাবিধ কথা বার্ত্তা হইল। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে যিনি যত জানেন, পরস্পরে তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। পাঠক মহাশয়! এ বিষয়ে আর আমরা আপনাকে কত ব্যাখ্যা করিয়া বলিব?

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনের অন্যতর নিদর্শন স্বরূপ শূলপাণি কণ্ঠাভরণকে এক লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিবার অঙ্গীকার করিলেন। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, কণ্ঠাভরণ মহাশয় ইহাতে আশাতীত আনন্দিত হইলেন।

এই অচিন্ত্য ও অদ্ভুত ঘটনার পর আরও এক সপ্তাহ কাল জগদীশপ্রসাদ উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিয়া, পরে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্বীয় পত্নী ও অধীনস্থ লোকদিগের সহিত মধুপুরে যাইবার জন্য প্রস্থান করিলেন। মধুপুরে যাইবার কারণ এই যে, তিনি তথায় জাহ্নবী দেবীকে

অগ্রে রাখিয়া আসিয়া, পরে পুনর্ব্বার হিরণ্ময়ী, কিরণময়ী ও ধীরেন্দ্রনাথের অনুসন্ধান করিবেন। তিনি সে অবস্থায় জাহ্নবীকে লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। বাস্তবিক তাও বটে।

পাঠক মহাশয়কে এখানে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, জগদীশপ্রসাদ জাহ্নবী দেবীকে হিরণ্ময়ী ও কিরণময়ীর অপ্রাপ্তি-সংবাদ বলাতে, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি কন্যা দুইটির পুনঃপ্রাপ্তিজন্য, অন্তরের সহিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

কাপাসডাঙ্গার সরাই।

জগদীশপ্রসাদ, শূলপাণি কণ্ঠাভরণের বাটী হইতে যাত্রা করিয়া, এক এক দিন এক এক স্থানে বিশ্রাম করত মধুপুরের দিকে যাইতে লাগিলেন। সে বৎসর অত্যন্ত বর্ষা হওয়াতে, তাঁহাকে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইল। যে সকল মেটে পথ দিয়া অন্য সময়ে গাড়ী যাওয়া আসা করিতে পারে, বর্ষাকালে তাহা পারে না, সুতরাং পাকা রাস্তা দিয়া, তাঁহাকে যাইতে হইল। এই জন্য বিলম্বও হইতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদ প্রাতে এবং অপরাহ্ণে পথ চলিতেন, এবং মধ্যাহ্ন ও রাত্রিকালে বিশ্রাম করিতেন। এরূপ করিয়া না গেলে দুর্ব্বলা জাহ্নবীকে লইয়া তাঁহার পথ চলা অত্যন্ত দুর্ঘট হইয়া উঠে। ইহাও তাঁহার বিলম্বের অন্যতর কারণ হইয়া উঠিল।

বেলা সার্দ্ধেক প্রহর হইয়াছে, এমন সময়ে তাঁহারা সকলে কাপাসডাঙ্গার সরাইয়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কএকখানি দোকান আছে। যাত্রিরা সুবিধামত সেই সকল দোকানে পাকসাকাদি করিয়া আহার করিয়া থাকে। কেহ কেহ রাত্রিযাপনও করে। জগদীশপ্রসাদ তন্মধ্য হইতে একখানি দোকান

নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন। দোকানদার এক জন পাচক ব্রাহ্মণ এবং এক জন দাসী যোগাড় করিয়া দিল। অনন্তর সকলের স্নানাহার চুকিয়া গেল।

আহারান্তে জগদীশপ্রসাদ শয়ান্ হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এক জন ভৃত্য তাঁহার গা হাত পা টিপিয়া দিতে লাগিল। এমন সময়ে পাচক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, কিঞ্চিদ্দূরস্থিত একখানা খেজুর চাটাইয়ের উপর উপবেশন করিয়া তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়! আপনার নিকট আমার একটি নিবেদন আছে।"

জ।—"কি বল।"

পা।—"আমি শুনিলাম, আপনি এক জন বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী জমীদার এবং অনেকের প্রতিপালক। আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিলে আমি যার পর নাই উপকৃত হইব। আমি এক্ষণে আপনাকে আমার প্রতিপালক বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহ। আমি জমীদারী সেরেস্তার কার্য্য কর্ম্ম জানি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোথাও ঘটিয়া উঠে নাই। কি করি, উদরচিন্তায় বাধ্য হইয়া আমাকে এই উঞ্ছবৃত্তি করিতে হইতেছে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আরও অনেক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

জগদীশের দয়া হইল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমাকে তোমার উপযুক্ত একটি কার্য্য দিব। তুমি আমার সঙ্গে চল।"

পাচক ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, জগদীশের অনেক প্রশংসা করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে জগদীশ একটু নিদ্রিত হইলেন। তিনি প্রত্যহই আহারান্তে এইরূপে নিদ্রা যান।

তখন পাচক ব্রাহ্মণ আপনার আহারের যোগাড় করিতে গেল। তাহার বাসা সরাই হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে। সে যাইবার সময় জানিয়া গেল যে, অদ্য জগদীশপ্রসাদ এই সরাইয়েই থাকিবেন। এক্ষণে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর।

এমন সময়ে এক জন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "হরিহর দেওয়ানজী মশায় আমাদের দোকানের পাঁচ খানা দোকানের পরের দোকানে এসেচেন; আমি এই কতক্ষণ তাঁকে দেখে আস্‌চি। তাঁর সঙ্গে ভবানীসহায়, মাণিক

চাঁদ, চরণ আর দুজন অচেনা লোক এসেচে।" সে আহ্লাদে এই সংবাদ এত উচ্চৈঃস্বরে বলিল যে, তাহাতে জগদীশপ্রসাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি তাহার মুখে পুনর্ব্বার সেই কথাগুলি শুনিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হরিহরকে, তাঁহার নিকট আনিবার জন্য তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। হরিহর দেওয়ান এখনও তথায় তাঁহার প্রভুর উপস্থিতির বিষয় জানিতে পারেন নাই।

ভৃত্য গিয়া হরিহরকে কর্ত্তা মহাশয়ের সংবাদ দিল। হরিহর তৎক্ষণাৎ জগদীশের নিকট আসিলেন—প্রণাম করিলেন—কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসিলেন। পরক্ষণেই হরিহর দৃষ্টি পরিবর্ত্তন করিয়াই অবাক্। কেন?—পার্শ্বের কুঠরীতে জাহ্নবীদেবী নিদ্রিতা। তাঁহার মনে 'হাঁ—না' এইরূপ কতরূপ চিন্তা বিদ্যুদ্বেগে সংস্পৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি জাহ্নবীদেবীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জগদীশকে বলিলেন, "মহাশয়!—" আর কিছু না বলিয়া পূর্ব্ববৎ চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষুযুগল বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া রহিল।

জগদীশ, হরিহরের চক্ষুর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই, তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "কি দেখিতেছ, হরিহর! মরা মানুষ বাঁচিয়াছে। দেখ দেখি, উনি জাহ্নবী কি না।"

হরিহর বিস্ময়ে, লজ্জায় এবং ভয়ে কেমন এক প্রকার হইয়া গেলেন। অধোমুখে কি ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার কৌতূহল, সীমা ছাড়াইয়া প্রবল বেগে উচ্ছ্বলিত হইয়া পড়িল।

তখন জগদীশ, হরিহরকে এক এক করিয়া জাহ্নবী-সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা বলিলেন। হরিহর অবাক্!

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল।

অনন্তর জাহ্নবী গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, স্বামীর নিকট হরিহর বসিয়া আছেন। তিনি হরিহরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিহর! তুমি কেমন আছ?"

হরিহর লজ্জায় উত্তর দিতে পারিলেন না। অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

জাহ্নবী তদ্দর্শনে বলিলেন, "যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে, তজ্জন্য তুমি দোষী নও। তবে কেন তুমি অত ভীত এবং লজ্জিত হইতেছ?"

হরিহর কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "মা! ওর নাম কি, আমায় ক্ষমা করুন্।"

জগদীশ হাসিতে লাগিলেন। অনন্তর হরিহরকে বলিলেন, "হরিহর এ সব কথা এখন থাক্। তুমি কি জন্য এখানে আসিয়াছ?"

এই কথা শুনিয়া হরিহরের যেন চমক হইল। তিনি বলিলেন, "মহাশয়! আপনার নিকট, ওর নাম কি, আমি যেমন আশাতীত আনন্দ লাভ করিলাম, সেইরূপ আপনিও, ওর নাম কি, আমার নিকট একটি সুসংবাদ শুনিয়া পুলকিত হইবেন।"

জগদীশের কৌতুহল বৃদ্ধি হইল। তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন, কি সংবাদ?"

হরিহর বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথ এবং আপনার কনিষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে, ওর নাম কি, নীলকণ্ঠপুরে আছেন। ধীরেন্দ্রনাথ দুইজন লোক মারফৎ আপনার নামে এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আপনি না থাকাতে, আমিই আপনার আদেশ মতে, ওর নাম কি, সেই পত্র খুলিয়া পাঠ করি। সে পত্র এখনও আমার সঙ্গে আছে,—এই দেখুন।" এই বলিয়া জগদীশের হস্তে পত্র প্রদান করিলেন।

জগদীশপ্রসাদ এবং জাহ্নবীদেবী পত্রখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

এমন সময়ে হরিহর দেওয়ান আবার বলিলেন, "মহাশয়! আমি চারিজন লোক এবং, ওর নাম কি, সেই দুই জন পত্রবাহককে লইয়া নীলকণ্ঠপুর যাইতেছি। শুভসংবাদ পাইয়া, ওর নাম কি, কি করিয়া বিলম্ব করিতে পারি?"

জগদীশপ্রসাদ এবং জাহ্নবী দেবীর হর্ষের সীমা পরিসীমা রহিল না। জগদীশপ্রসাদ আনন্দমিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "এবার আমি সুনিশ্চয় মহেন্দ্রক্ষণে পা বাড়াইয়াছিলাম। বিধাতা এইবার আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন। তবুও এখনো আর একটা দুঃখ রহিয়া গেল। যাই হউক, সে বিষয়েও সেই দয়াময় ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম।"

অনন্তর সকলে আর তথায় কালবিলম্ব না করিয়া, 'জয় দুর্গা' বলিয়া নীলকণ্ঠপুর যাত্রা করিলেন। সেই পাচক ব্রাহ্মণকে, জগদীশপ্রসাদ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার অপেক্ষা করিলেন না। ব্রাহ্মণের দুর্ভাগ্য, নহিলে সে

এমন সময় অনুপস্থিত থাকিবে কেন? তা যাই হৌক, তিনি দোকানদারকে বলিয়া গেলেন, আমি এখন নীলকণ্ঠপুর চলিলাম। তথা হইতে প্রত্যাগমনের সময় সেই ব্রাহ্মণকে লইয়া যাইব। তুমি এ কথা তাহাকে বলিও।"

দোকানদার সম্মত হইল এবং তাঁহার নিকট হইতে আপনার পাওনা গণ্ডা চুকাইয়া লইল।

সপ্তষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

শূন্য সুড়ঙ্গ।

পাঠক মহাশয়কে ভৈরবানন্দ কাপালিকের কথা অনেকক্ষণ হইতে বলিতে অবকাশ পাই নাই। এইবার পাইয়াছি;—স্থির হইয়া শুনুন।—

ভৈরবানন্দ প্রত্যহ প্রায় সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন, ইহা একবার আপনাকে বলা হইয়াছে। কিন্তু হিরণ্ময়ী ও ধীরেন্দ্রনাথকে লইয়া মাখনের পলায়ন করিবার দিবস, প্রায় বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, তাঁহার শরীর যেন তখনও ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে—আবার শয়ন করিবার ইচ্ছা হইতেছে—মস্তক ঘুরিতেছে—চক্ষু যুগল চাপিয়া যাইতেছে। তিনি নিজের অবস্থা এরূপ হইবার কারণ বুঝিতে না পারিয়া, ভাবিলেন, "এ আমার কি হইল? এ কি পীড়া?" কিন্তু কি করেন, আস্তে আস্তে দাঁড়াইলেন। পা টলিতে লাগিল। ভৈরবানন্দের মূর্ত্তি আজ নূতনতর।

তিনি গাত্রোত্থান করিয়া মাখনকে কএকবার ধীরোচ্চস্বরে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়া পাইলেন না—আবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, তবুও উত্তর আসিল না। কাজেই কিঞ্চিৎ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন।

অনন্তর আস্তে আস্তে গৃহের বাহিরে আসিলেন। একবার পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন। ক্রোধ ও বিরক্তি বৃদ্ধি হইল। বাহিরে আসিয়া, মাখনের কুটীরে গেলেন। দেখিলেন, কুটীর শূন্য পড়িয়া আছে। বিরক্ত

হইয়া বলিলেন, "দেখ দেখি, ছোঁড়া গেল কোথা। এত বেলা হইল, তবু আমাকে জাগায় নাই ; আবার নিজেও ঘরে নাই। আসুক্‌, আজ তাকে বিশেষরূপে শাসন করিব। কেন সে এমন অন্যায় কার্য্য করিল ?"

অনন্তর তিনি ধীরে ধীরে গমন করিয়া, অজয় নদের জলে অনেকক্ষণ ধরিয়া অবগাহন করিলেন। এরূপ করাতে তাঁহার শরীর অনেক সুস্থ বোধ হইল। আবার তিনি মঠে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, তখনও মাখন অনুপস্থিত বলা বাহুল্য যে, তিনি মাখনের উপর উত্তরোত্তর ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন।

এটি সেটি করিতে করিতে, চাবি রক্ষার স্থানে হটাৎ তাঁহার চক্ষু পড়িল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "এ কি, চাবি কি হইল ? মাখন বুঝি চাবি লইয়া সুড়ঙ্গে গিয়াছে ? তাই সে এখানে এখনও আসিতেছে না ? কেন সে চাবি লইল ? তার মনস্থ কি ? তাহাকে ত আমি চাবির কথা এক দিনও বলি নাই। আর ত কেহই আমার চাবির সন্ধান জানে না। সেইই সর্ব্বদা এখানে থাকে, সুতরাং আমার অলক্ষ্যে কখন ইহার সন্ধান জানিতে পারিয়াছে, বোধ হয়। যাই হউক, দেখিতে হইল।" এই বলিয়া তিনি বিশেষরূপে আপনার গৃহ এবং মাখনের কুটীর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু চাবি মিলিল না।

তখন তিনি ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া উঠিলেন। আর সেখানে কালবিলম্ব না করিয়া, বরাবর সুড়ঙ্গের দিকে চলিলেন। আজ তাঁহার পূজার সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। আর পূজা !

অনন্তর তিনি গন্তব্য স্থানে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুড়ঙ্গের কপাটপট্ট বহির্দ্দিকে তালাবদ্ধ। তদ্দর্শনে তিনি অস্থির হইলেন। ভাবিলেন, "একি ! সুড়ঙ্গ-কপাট ত বাহিরেই বন্ধ রহিয়াছে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই তালাগুলা টানিয়া দেখিতে লাগিলেন। একটিও খুলিল না। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া সেগুলি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু একটিও ভাঙ্গিতে পারিলেন না। তিনি তালা ভাঙ্গিবার সুকৌশল জানিতেন না। মহাবিপদ উপস্থিত। কি যে করিবেন, ভাবিয়া অস্থির হইলেন। আবার তাড়াতাড়ি মঠের দিকে ফিরিলেন। ইচ্ছা যদি এইবার

মাখন আসিয়া থাকে, ত চাবির সন্ধান হইতে পারে। তাহা না হইলেও তালা ভাঙ্গিবার অন্য কোনরূপ দ্রব্যও মিলিতে পারে। তিনি অতি দ্রুতপদে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আসিবামাত্রই আবার বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! বীরচাঁদ মঠের বাহিরে একাকী বসিয়া আছে। ভৈরবানন্দ অস্থৈর্য্যনিবন্ধন তাহাকে ভাল করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অবসর পাইলেন না।

বীরচাঁদ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "আপুনি কেমন আছ?"

ভৈ।—"বীরচাঁদ! তুমি আমার সঙ্গে একবার আইস দেখি।"

বী।—"আজ্ঞে, আজ আপুনি এত ব্যস্ত আর চিন্তিৎ ক্যেন?"

ভৈ।—"আমার সঙ্গে গেলেই, তার কারণ জানিতে পারিবে। তুমি ভাল আছ ত?"

বী।—"আজ্ঞে, কায়িক ভাল বটে, কিন্তু আন্তিক বড় কষ্ট।"

ভৈ।—"কেন, কি হইয়াছে?"

বী—"আপুনি আবার এ কথা ব'ল্লেন।"

এই কথায় ভৈরবানন্দের মনোমধ্যে দারুণ আঘাত লাগিল। তাঁহার স্মৃতিপথে তড়িদ্বেগে সমস্ত ঘটনা একবার প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি লজ্জিত হইলেন, কিন্তু এ দিকের বিভ্রাট দেখিয়া তাঁহার লজ্জা অনেকক্ষণ থাকিতে পারিল না। তখন তিনি বলিলেন, "বীরচাঁদ! তোমাকে আজ একটি কার্য্য করিতে হইবে।"

বী।—"কি কাজ, বলুন।"

ভৈরবানন্দ কি বলিবেন, একবার ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে কালীসুড়ঙ্গে যাইতে হইবে।"

এই কথা শুনিয়া বীরচাঁদ মনে ভাবিল, "গুরুঠাকুর এইবার বুঝ্তে পেরেচেন, তাই আমাকে কালীসুড়ঙ্গে যেতে বল্‌চেন। আমার ধম্মমেয়ে কি সেখানে আছে? হ'তেও পারে, কেন না, সে বড় লুকনো জায়গা। কিন্তু, আমি আগে একদিনও এ কথা ভাবিনি। ভাব্বই বা কি ক'রে? কে জানে যে, ঠাকুরবাড়ীর ভিতর আমার গুরুঠাকুর মানুষ লুকিয়ে রাখ্‌বে? ধম্মের ঘর, সেখানে কি এমন অন্যাই কাজ হ'তে পারে? মানুষচুরি যে মহা-

পাপ। যাই হৌক, একবার এনার সঙ্গে যেতে হ'ল।" এই ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, চলুন।"

অনন্তর বীরচাঁদকে লইয়া ভৈরবানন্দ পুনর্ব্বার সুড়ঙ্গের দিকে প্রস্থান করিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তখনও সুড়ঙ্গ পূর্ব্ববৎ তালাবদ্ধ। তখন তিনি বীরচাঁদকে বলিলেন, 'বীরচাঁদ! তোমাকে এই তালাগুলা ভাঙ্গিতে হইবে। আমি পারি নাই।"

পাঠক মহাশয় হয় ত এবার বলিতে পারেন যে, যে ভৈরবানন্দ বীর-চাঁদের ভয়ে হিরণ্ময়ীকে এরূপ ধর্ম্মগৃহে গোপনে রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে কি করিয়া তাহাকেই তালা ভাঙ্গিতে বলিলেন? এ কথার উত্তর এই,—এক্ষণে ভৈরবানন্দ হতাশ। তাঁহার মনোভঙ্গ হইয়াছে। এখন তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া এইরূপ বলিতেছেন।

বীরচাঁদ গুরুঠাকুরের এই কথা শুনিয়া কহিল, "আপুনি চাবিগুলো কি ক'রেচ?"

ভৈ।—"আমি কিছু করি নাই। কে সেগুলা লইয়া কি করিয়াছে। আমি অনেক অন্বেষণ করিয়া পাইতেছি না। এই জন্য তোমাকে তালা ভাঙ্গিতে বলিতেছি।"

বী।—"এখানে ত আপনকার এমন কোন বিশেষ দরকার নেই, তবে মিছি মিছি কেন তালাগুলো ভাঙ্‌বে? আর দু' এক দিন ভাল ক'রে চাবি-গুলোর খোঁজ ক'রে, তার পর ভাঙ্‌লে ভাল হয় না?" বীরচাঁদ নিজের সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য এই কথা বলিল।

ভৈরবানন্দ এ কথার উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

বী।—"ঠাকুর! চুপ ক'রে রইলেন যে?"

ভৈরবানন্দ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া আর কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না। অগত্যা বলিয়া ফেলিলেন, "তালা না ভাঙ্গিলে তোমার ধর্ম্মদুহিতা অনাহারে মারা যাইবে।"

এই কথা শুনিবামাত্র বীরচাঁদ মনে মনে বলিল, "যা ভেবেচি, তাই। ওঃ, কি ভয়ানক ব্যাপার!" প্রকাশ্যে বলিল, "ঠাকুর! আপুনি আমার ধর্ম্মমেয়েকে এখানে রেখেচ? তা আমি জান্তম

না। আমি মনে করেছিলুম, তাকে তার বাপ মার কাছে পাঠিয়ে দিয়েচ।"

এইবার ভৈরবানন্দ বলিবার পথ পাইলেন,। বলিলেন "তুমি এখানে নাই, তবে কাহার সঙ্গে তাহাকে পাঠাইব?"

বীরচাঁদ আর বিলম্ব করিল না। তৎক্ষণাৎ বলে ও কৌশলে তালাগুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

তখন ভৈরবানন্দ বীরচাঁদকে লইয়া সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, হিরণ্ময়ী নাই—ধীরেন্দ্রনাথও নাই। দুইটি কক্ষ শূন্য পড়িয়া আছে। ধীরেন্দ্রনাথের জন্য ভৈরবানন্দের কিছুই হইল না, কিন্তু হিরণ্ময়ী বড় সাধের ভবিষ্যৎপত্নী। তাহারই জন্য তাঁহার মনোবাজ্যে সর্ব্বনাশ ঘটিল। তিনি অত্যন্ত আকুল ও দুঃখিত হইলেন। কিন্তু বীরচাঁদ পাছে তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া মনে মনেও অবিশ্বাস করে, এই জন্য মনোভাব গোপন করিবার অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মন বাগ মানিল না।

অনেকক্ষণ উভয়ে এ গৃহ—সে গৃহ করিয়া অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না।

ভৈরবানন্দ, ধীরেন্দ্রনাথকে বলিদান জন্য যে, বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে কথা বীরচাঁদকে বলিলেন না। সে কথা তাহাকে তাহার বলিবার প্রয়োজনই বা কি?

বীরচাঁদ প্রথমে তাহার ধর্ম্মকন্যার দর্শনলাভের ইচ্ছায় অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইল। বলা বাহুল্য যে, তাহার দুখের উপর আবার দুঃখ। সে একবার কাতরস্বরে বলিল, "কই, প্রভু! আমার ধর্ম্মমেয়ে কই?"

ভৈ।—"তাই ত আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" এই বলিয়া মনে মনে বলিলেন, "আমার এতক্ষণের পর অনুমান হইতেছে যে, বীরচাঁদ মাখনের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া এই কার্য্য করিয়াছে। বীরচাঁদ মাখনকে সরাইয়া দিয়া, দোষ কাটাইবার জন্য এখানে আসিয়াছে। তাই এ জানিয়াও যেন কিছুই জানে না, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছে।"

ভৈরবানন্দ কাপালিকের সন্দেহ ক্রমে ক্রমে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি উভয় সঙ্কটে পড়িয়া, বীরচাঁদকে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার মনের আগুন মনেই জ্বলিতে লাগিল।

দস্যুবীর বীরচাঁদও সন্দেহাকুল হইল। সে ভাবিল, "গুরুঠাকুর, বোধ হয়, আজ একটি খেলা খেল্‌লেন। আমি আর যাতে এঁর উপর কোন সন্দ ক'র্ত্তে না পারি, ইনি আজ তারই যোগাড়যন্ত্র ক'রেচেন। আমি নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, এরূপ ক'রে ইনি আজ নিষ্কৃতী হ'বার ফিকির করেচেন। তাই ত, আমি যে মহামুস্কিলেই পড়্‌লুম। কিছু বল্‌তেও যে পাচ্চিনে। এ যে দেখ্‌চি আমার পক্ষে শাঁখের করাত্।" ইহার পর সে আরও কত কি ভাবিতে লাগিল।

ক্রমে ভৈরবানন্দ এরূপ অস্থির হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে উন্মত্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি আর মনের আবেগ সংযত করিয়া রাখিতে পারিলেন না। আপনা আপনি তাঁহার নয়নযুগল ছল ছল করিয়া উঠিল। কএক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তিনি নিরাশ হইয়া স্খলিতপদে একস্থানে বসিয়া পড়িলেন। মুখমণ্ডল বিষাদমণ্ডিত হইল। মধ্যে মধ্যে এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস যেন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইতে লাগিল। তিনি অধোমুখে কি ভাবিতে লাগিলেন।

ভৈরবীর প্রতি ভৈরবানন্দের আন্তরিক ভালবাসা যে অত্যন্ত প্রবল, এই ঘটনায় আজ তাহা বিশদরূপে প্রতীয়মান হইল।

সন্দেহাভিভূত বীরচাঁদ নিকটে ছিল। সে ভৈরবানন্দের এই ভাব পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইল। তাহার অটল সন্দেহ টলিয়া গেল। ভৈরবানন্দের উপর তাহার যিজাতীয় বিদ্বেষ ও ক্রোধ সঞ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে উহা যেন কোথায় মিলিয়া গেল। সে বলিল, "প্রভু! আপুনি এমন হ'লে কেন?"

ভৈরবানন্দ দুঃখিত চিত্তে বলিলেন, "বীরচাঁদ। আর আমি এখানে থাকিব না। তোমার হস্তে আমি আমার মঠ এবং এই কালীবাড়ীর ভার দিলাম। এই সুড়ঙ্গে অনেক গুপ্ত ধন রহিল। তুমিই এক্ষণে এই সমস্তের অধিকারী। চন্দ্রের প্রভৃতিরা ফিরিয়া আসিলে, তাহাদিগকে কিছু কিছু

অর্থ দিও। আমি চিরকালের জন্য চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি বীরচাঁদকে অর্থকলসগুলি দেখাইয়া দিলেন।

বীরচাঁদের ভাবান্তর ঘটিল। সে অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে বলিল, "প্রভু! আমার এ সকলে কোন প্রয়োজন নাই। আমিও চলিলাম।"

ভৈরবানন্দ বলিলেন, "তবে তুমি আমার সঙ্গে চল। উভয়ে মিলিয়া তোমার ধর্ম্মদুহিতার অনুসন্ধান করিব।"

বীরচাঁদ ভাবিল, "গুরুঠাকুরের সঙ্গে যাওয়া উচিত। যদি আমার ধম্মমেয়েকে পাই, তবে তার বাপ মার কাছে তাকে রেখে আস্‌ব।" সে এই ভাবিয়া গুরুবাক্যে সম্মত হইল। অনন্তর সে গুপ্ত-অর্থ-কলসগুলি আরও গোপনে রাখিয়া, ভৈরবানন্দকে সঙ্গে লইয়া সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিল। একরূপ করিয়া সুড়ঙ্গের কপাট বন্ধ করিল।

অনন্তর ভৈরবানন্দ বীরচাঁদকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

সমাপ্তি।

ভৈরবানন্দ কাপালিক এবং তাঁহার অধীনস্থ দস্যুগণের ভয়ে, ধীরেন্দ্রনাথ এবং হিরণ্ময়ী, চণ্ডাল বালক মাখনের সহিত নানা স্থানে গোপনে গোপনে ভ্রমণ করিয়া,এক্ষণে নীলকণ্ঠপুরে আসিয়া একটি দোকানে বাসা লইয়াছেন। প্রথমে কোন দোকানদার তাঁহাদিগকে স্থান দিতে স্বীকৃত হয় নাই। কেবল হিরণ্ময়ীর দোষেই এরূপ হইয়াছিল। তিনি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে না পারাতেই, কথার নড় চড় দেখিয়া দোকানদারেরা, কাহারা ইহারা, ভাবিয়া ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে ধীরেন্দ্রনাথ ও মাখনের অনেক বলা কওয়াতে একজন দোকানদার সম্মত হইয়াছিল। ধীরেন্দ্রনাথ প্রথমে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কালী-সুড়ঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বরাবর মধুপুরে

যাইবেন ; কিন্তু অবশেষে অনেক বিবেচনার পর, তাহাতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন যে, ভৈরবানন্দ এবং তদীয় অনুচরগণ হয় ত এখন চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সুতরাং অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া পথ চলা ভাল নয়। এ সম্বন্ধে মাখনও তাঁহাকে অনেক পরামর্শ দিয়াছিল। কেন না সে ধীরেন্দ্রনাথের অপেক্ষা ভৈরবানন্দের নির্ঘাত শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দিকে বাড়ী যাইতে যত বিলম্ব হয়, হিরণ্ময়ীর পক্ষে ততই ভাল। কেন না তিনি এক্ষণে কি করিয়া পিতা মাতাকে মুখ দেখাইবেন—কি করিয়া অগ্রজা ভগিনী কিরণময়ীর সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহিবেন, এক্ষণে তাহার সেই ভয়—বড় ভয়।

হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে এবং ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীকে পুনর্লাভ করিয়া যেন নব জীবন—নব আনন্দ—নব ভাব লাভ করিলেন। উভয়ে উভয়কেই এই কয় দিন ধরিয়া কত দুঃখের কথা—কত দুরবস্থার কথা—কত আশা ভঙ্গের কথা—কত দুর্ঘটনার কথা বলিলেন। আমরা পাঠক মহাশয়কে সে সকল কথা আর কত বলিব ? এই উপন্যাসের আদ্যোপান্তই প্রায় তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মাখন পলাইয়া আসিবার সময় সুড়ঙ্গ হইতে ভৈরবানন্দের গুপ্তকলস হইতে ইচ্ছামত কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া আপনার কাছে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এই কয় দিন সেই আপনি যোগাড় যাগাড় করিয়া বাসাখরচ চালাইতে লাগিল। ধীরেন্দ্রনাথ বা হিরণ্ময়ীর নিকট একটি কপর্দ্দকও নাই। ধীরেন্দ্রনাথের নিকট যাহা ছিল, তাহা চন্দ্রবের হস্তে এবং হিরণ্ময়ীর মুক্তামালা এবং হীরার বালা মঙ্গলার হস্তে গিয়া পড়িয়াছে। যাই হোক, মাখন বড় বুদ্ধিমান। সে খুব বুদ্ধি খাটাইয়া ভৈরবানন্দকে দুই দিকে ঠকাইয়া ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীকে দুই দিকে বাঁচাইয়াছে। মাখনের জয়জয়কার হউক্। হয় ত পাঠক মহাশয় বলিবেন, ভৈরবানন্দের নিজস্ব স্বর্ণমুদ্রাগুলি লওয়া মাখনের ভাল হয় নাই। আচ্ছা, তাহাই যেন হইল, কিন্তু ভৈরবানন্দ সে স্বর্ণমুদ্রাগুলি কি সদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উপার্জ্জন করিয়াছিলেন ? আমরা বলি, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"।—তাতে কোন দোষ নাই। বরং যিনি দোষ ভাবিবেন, তিনিই ঠকিয়া যাইবেন। মানবসমাজে প্রবঞ্চনা ও

পরস্বাপহরণ-বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। পাঠক মহাশয়! আপনি একবার স্থির-চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আজ কাল এই দুইটি পাপ-বৃত্তির প্রসাদেই প্রায় লোকে গণ্য, মান্য, পূজনীয়, যাবজ্জীবন স্মরণীয়, ঐশ্বর্য্য-শালী, সাধু, ধার্ম্মিক ও সৎকর্ম্মী হইয়া থাকে। হরি হরি! তবে আর পাপী, নারকী, প্রবঞ্চক, তস্কর, দস্যু ও ধর্ম্মশত্রু বলিব কাহাকে? তাই বলিতেছিলাম, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ," নৈলে এখনি তোমায় পথের ভিখারী করিয়া,আর একজন ইমারৎ প্রস্তুত করিবে—ফল ফুলের বাগান বসাইবে—এক ঘোড়া,দুই ঘোড়', তিন ঘোড়া বা চারি ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া গায়ে ফুঁ দিয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইবে! আর তুমি "হা পরমেশ্বর! ক্ষুধায় প্রাণ যায়!" বলিয়া ধুলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিবে।

আমাদের বিবেচনায় ঠক্ চিনিয়া চলা সকলেরই কর্ত্তব্য। নিজে যাহাতে না ঠকি, তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা এবং ঠক্‌কে ঠকাইয়া স্বত্বাপহৃত ব্যক্তির দুঃখ বিনাশের যত্ন করা উচিত। ইহাতে পুণ্য বই পাপ নাই। যাই হৌক্, এখন আর এ কথার বেশী বাড়াবাড়ি করিব না। কেননা, তাহা হইলে হয় ত অনেক পাঠক বিরক্ত হইবেন।

ধীরেন্দ্রনাথ জগদীশপ্রসাদের নিকট পত্রসমেত দুই জন লোক পাঠাইয়া-ছেন। আজ কয় দিন ধরিয়া তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষায় নীলকণ্ঠপুরে কাল-ক্ষেপ করিতেছেন।

অদ্য বেলা প্রায় প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে। এমন সময়ে সেই দুই জন পত্রবাহক ধীরেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়া প্রণাম করিল। ধীরেন্দ্রনাথ ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি?"

তন্মধ্য হইতে একজন বলিল, "কর্ত্তা আস্‌চেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র ধীরেন্দ্রনাথ এবং হিরণ্ময়ী যেন জাগরিত হইয়া উঠিলেন। মাখনও যেন 'কি হইবে—কি হইবে' বলিয়া সজাগ হইল।

দেখিতে দেখিতে জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী, হরিহর দেওয়ান এবং তাঁহাদের সঙ্গিগণ ধীরেন্দ্রনাথের বাসায় উপনীত হইলেন। ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু দুই চারি পা-র বেশী যাইতে হইল না। তিনি জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবীদেবীকে নিকটে দেখিয়া

প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

হিরণ্ময়ী অগ্রেই সংবাদ পাইয়া লজ্জায় ও ভয়ে গৃহের একটি নিভৃতস্থানে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন।

জাহ্নবীদেবী অপর কথা ছাড়িয়া, ধীরেন্দ্রনাথকে ঔৎসুক্য পরিপূরিত চিত্তে কহিলেন, "বাবা! আমার হিরণ্ কই?"

ধীরেন্দ্রনাথ একটি কুঠরীর দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে উত্তর দিলেন, "মা! আপনার হিরণ্ এই গৃহে। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

তখন জাহ্নবীদেবী স্বামীকে লইয়া ধীরেন্দ্রনাথের প্রদর্শিত গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। ধীরেন্দ্রনাথও সঙ্গে সঙ্গে থাকিলেন।

তাঁহাদিগকে গৃহপ্রবিষ্ট দেখিয়া লুক্কায়িতা হিরণ্ময়ী আরও লুকাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আর স্থান পাইবেন কোথায়?

জাহ্নবীদেবী কোন কথা না কহিয়া, একবারে হিরণ্ময়ীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত ক্রোড় যেন স্বর্গীয় সুধায় সুশীতল হইয়া গেল। তিনি গভীর আনন্দ এবং অপার স্নেহের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন। হিরণ্ময়ীও মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

জগদীশপ্রসাদের অন্তঃকরণে পুত্রিকাস্নেহ উচ্ছ্বলিত হইয়া, তাঁহার মুখমণ্ডলে কি এক নুতন ভাব আনিয়া দিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইল। এই সময় টুকুর মধ্যে সেই তৃণাচ্ছাদিত গৃহের ভিতর স্বর্গের আনন্দও, বোধ হয়, পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল।

অনন্তর জাহ্নবীদেবী হিরণ্ময়ীকে ক্রোড় হইতে অবতারণ করিয়া, হর্ষভরে বলিলেন, "হ্যাঁ, মা! তোর মনে কি এই ছিল? তুই কেমন ক'রে আমাকে ভুলে চ'লে এলি?"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "হিরণ্! তুই কি দুঃখে আমাদের পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলি?"

হিরণ্ময়ী এ সকল প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? তাঁহার উত্তর দিবার পথ কই? কাজেই অনন্যোপায় হইয়া, ভয়ে ও লজ্জায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। জনক

জননীর পা জড়াইয়া ধরিলেন। চক্ষের জলে তাঁহার বদনমণ্ডল ভাসিয়া গেল। তাঁহার তখনকার সে মুখের ভাব, আমাদের এখনকার লেখনী-মুখে খুলিবে না—খুলিবারও নয়।

মাখন, গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, স্থিরদৃষ্টে এই সকল ব্যাপার দেখিতে লাগিল। তাহারও হর্ষ ও বিস্ময়ের উৎস উচ্ছলিয়া উঠিল। সে সেই হর্ষ ও বিস্ময়ের সহিত একবার নিঃশব্দে হাস্য করিল। এ হাসির অপর নাম কৃতকার্য্যতা।

ধীরেন্দ্রনাথ আজ বড় সুখী। তাঁহার অনেক দিনের পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায় সুফল প্রদান করিল বলিয়া, তিনি আজ বড় সুখী। তাঁহার জীবন,মন প্রাণ, শরীর প্রভৃতি সমুদয় যেন আজ কি এক অভিনব উপাদানে নির্ম্মিত বলিয়া অনুভূত হইল।

হিরণ্ময়ী আজ আনন্দময়ী। তাঁহার আনন্দের প্রবর্ত্তক মাখন—ভোগ-মূল ধীরেন্দ্রনাথ এবং উদযাপন জাহ্নবীদেবী ও জগদীশপ্রসাদ। যদিও তিনি লজ্জা ও ভয়ে পিতা মাতার দিকে মুখ তুলিয়া,তাঁহাদের চক্ষে আনন্দ ঢালিয়া দিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাঁহাদিগকে মনোরাজ্যের রত্নসিংহাসনে বসাইয়া, অলক্ষ্যে রাশি রাশি আনন্দ-কুসুম ঢালিয়া পূজা করিতেছেন।

একরূপ সামগ্রী স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকিলে বড় মনোহর দেখায়। এই জন্যই শারদীয়-মগ্নোন্মুখ-সূর্য্য-কিরণ-রঞ্জিত-সান্ধ্য-নীরদস্তর—পূর্ণচন্দ্র-কৌমুদী-বিধৌত-মহাসমুদ্রের হর্ষোল্লসিত তরঙ্গস্তর—শরতের প্রভাত-মারুতান্দোলিত-শুক-শ্যামল-তৃণস্তর—বসন্তের মলয়ানিলহিল্লোলিত-বিকসিত-কুসুমস্তর—এবং মেঘ-নির্ম্মুক্ত-গগন-সজ্জিত-তারকাস্তর বড় মনোহর। আবার আজ এই নীলকণ্ঠপুরের বিপণী কুটীর-উদ্ভাসিত-আনন্দস্তরও বড় মনোহর।

এই অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঙ্গে, সময় যেন দেখিতে দেখিতে অতি শীঘ্র চলিয়া যাইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী, ধীরেন্দ্রনাথ এবং হিরণ্ময়ীর পক্ষে সময়, তাঁহাদের পর্ব্বতপ্রমাণ দুঃখের গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া এক পাও চলিতে পারে নাই, আজ সেই-ই সময় আবার তাঁহাদেরই আনন্দ-মারুত-বিদ্যুদ্বেগে যেন এক প্রহরের পথ এক নিমেষে অতিক্রম করিতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদ এবং জাহ্নবীদেবী, ধীরেন্দ্রনাথকে তাঁহাদিগের সমস্ত বিবরণ জানাইতে ইচ্ছা করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ আপনার সমস্ত ঘটনা বলিলেন, কিন্তু হিরণ্ময়ী তখন লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না। সুতরাং ধীরেন্দ্রনাথকে তাঁহার হইয়া বলিতে হইল। হিরণ্ময়ী, ধীরেন্দ্রনাথকে পূর্ব্বে নিজের সমস্ত ঘটনা বলিয়াছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ যখন আপনার ও হিরণ্ময়ীর বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বলিলেন, তখন চণ্ডাল বালক মাখনেরও কথা তৎসঙ্গে বিবৃত হইল। তা' ত হইবারই কথা। মাখন না থাকিলে আজ কি এই নীলকণ্ঠপুরীর অপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইত?

জগদীশপ্রসাদ এবং জাহ্নবীদেবী, ধীরেন্দ্রনাথের প্রমুখাৎ মাখনের অলৌকিকী পরহিতৈষিণার কথা শুনিয়া একেবারে মোহিত হইলেন। তাঁহাদের হর্ষ ও বিস্ময় সীমা ছাড়াইয়া উঠিল। তাঁহারা উভয়ে অন্তরের সহিত মাখনকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মাখন এক্ষণে তাঁহাদের চক্ষে যেন সাক্ষাৎ পরোপকারের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাঁহাদের জিহ্বা অনর্গল তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল, এক নিমেষের জন্যও ক্লান্তি বোধ করিল না। তাঁহারা তাহাকে প্রচুররূপে পুরস্কৃত করিবার অঙ্গীকার করিলেন।

এইরূপে আরও কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল।

এইবার আর একটি নূতন ব্যাপার উপস্থিত। জগদীশপ্রসাদ কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিলেন। ভাবিয়া জাহ্নবীদেবীকে বলিলেন, "হ্যা দেখ, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, আজ আমরা হিরণ্ময়ী এবং ধীরেন্দ্রনাথকে পাইলাম। এই সৌভাগ্যের ফল আজিই ভোগ করিতে ইচ্ছা করি।"

জাহ্নবী বলিলেন, "কি?"

জ।—"আমি এক্ষণে তোমার সহিত একমত হইয়া, ধীরেন্দ্রনাথের হস্তে হিরণ্ময়ীকে অর্পণ করিব। ধীরেন্দ্রনাথ আমাদের জন্য যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন; তাহার পুরস্কার স্বরূপ, হিরণ্ময়ীকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি ইঁহাকে ইহা অপেক্ষা আর কি পুরস্কার দিব? ধীরেন্ সম্পূর্ণরূপেই এই পুরস্কারের উপযুক্ত পাত্র। আরও একটি কথা এই;—আমি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, কন্যাকে বয়স্থা করিয়া বিবাহ দিলে, ভবি-

ষ্যতে বড় সুখের বিষয় হইয়া থাকে, কিন্তু এক্ষণে বুঝিলাম, তাহা অন্যত্র হইলেও, আজিও আমাদের দেশে হইবার নয়। সে সময় এখনও আসে নাই। আসিলে কেন আমরা এরূপ দুর্ঘটনায় জড়ীভূত হইয়া আজ কএক মাস ধরিয়া ঈদৃশ বিপদগ্রস্ত হইব? আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, এখনও আমাদের বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকা উচিত। সময় হইলে, আপনিই ইহা পরিবর্ত্তিত হইবে, কিন্তু ইচ্ছা বা বলপূর্ব্বক ইহার পরিবর্ত্তন করিলে, এক্ষণে হিতে বিপরীত হইবে। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই প্রত্যক্ষ ঘটনা। যদি আমি অল্পবয়সে কন্যা-বিবাহে সম্মত হইতাম, তাহা হইলে আর এই বিপদ সংঘটিত হইত না।"

জগদীশপ্রসাদের এই কথা শুনিয়া জাহ্নবীদেবী বলিলেন, "আমি ত তোমাকে কতবার এ কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি বাল্যবিবাহের বিষম শত্রু ছিলে। যাই হোক, আজ তোমার এই শুভমতি দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তাঁহার মনে আবার কিসের এক ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

জগদীশপ্রসাদ শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আবার কি হইল?"

জাহ্নবী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "না—কিছু না।" এই কথা বলাতে যেন তাঁহার অন্তরে অনেক কথা চাপিয়া গেল।

জগদীশ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। পারিয়া, তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অন্তরালে লইয়া গিয়া অনুচ্চস্বরে সদুঃখে বলিলেন, "আর দুঃখ করিয়া কি করিবে, বল? কিরণময়ীকে আর পাওয়া যাইবে না। তাহার পত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া আমি সে বিষয়ে একেবারে হতাশ হইয়াছি। সে হিরণ্ময়ীকে না পাইলে আর ফিরিবে না। এখন সে জীবিত আছে কি না, তাহাই সন্দেহের বিষয়। এখন তাহার আশায় চুপ করিয়া থাকিয়া ভবিষ্যতে সুফলপ্রাপ্তির আশাই বা কই? আবার, এ দিকে আমি ধীরেন্দ্রনাথের বন্ধু প্রিয়মাধবের মুখে হিরণ্ময়ীর পলাইয়া আসিবার কারণ এক প্রকার আভাসে আভাসে শুনিয়াছি। শূলপাণি কণ্ঠাভরণ মহাশয়ের বাটীতে তাহাও ত তোমাকে বলিয়াছি। সুতরাং এখন হিরণ্ময়ীর যাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, তাহাই করা যুক্তি-সঙ্গত। আমি দেখিতেছি, এখনই ধীরেন্দ্র-

নাথের সঙ্গে হিরণ্ময়ীর বিবাহ দেওয়া উচিত। তা নহিলে, জানি না, আবার কি হইতে কি হইবে। আর দেখ, যদ্যপি পরে কিরণময়ীকে কোন সূত্রে পাওয়া যায়, তখন অন্য কোন পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিব। তাহাতে কোন দোষ হইবে না। আর আমি হিরণ্ময়ীকে অবিবাহিতা অবস্থায় রাখিতে পারি না। যদি আরও পাঁচ সাত বৎসর কিরণময়ীকে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তখন হিরণ্ময়ী কত বড় হইবে বল দেখি? সুতরাং তুমি আর দুঃখ করিও না—অন্য কিছু ভাবিও না।"

স্বামীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া জাহ্নবীদেবী কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া অবশেষে ধীরেন্দ্রনাথের সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ আর বিলম্ব না করিয়া ধর্ম্ম সাক্ষী করত ধীরেন্দ্রনাথের হস্তে আপনার কনিষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ীকে সম্প্রদান করিলেন। দোকান ভরিয়া আনন্দধ্বনি উঠিল।

কিন্তু তাঁহার এবং জাহ্নবীদেবীর পক্ষে হরিষে বিষাদ ঘটিল। তাঁহারা এই আনন্দমিলনেও সম্পূর্ণরূপে সুখী হইতে পারিলেন না। পূর্ব্ব শোক জাগিয়া উঠিল। সেই শোকের সঙ্গে তাঁহারা উভয়ে, "হা কিরণময়ী!—" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ এবং হিরণ্ময়ী এতক্ষণ ধরিয়া বুঝিয়াছিলেন, কিরণময়ী বিবাহিতা হইয়া গৃহে আছেন, নহিলে আজ কেন তাঁহাদের বিবাহ হইল? কিন্তু এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহাদেরও অভিনব আনন্দে—বহু দিনের আশা-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি-আনন্দে সহসা বিষাদ ও দুশ্চিন্তা মিশ্রিত হইয়া গেল। ধীরেন্দ্রনাথ কি বলিবেন বলিবেন করিয়া বলিবার সাহস পাইলেন না। হিরণ্ময়ীর সহিত ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। হিরণ্ময়ী আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আবার জগদীশপ্রসাদ শোকোচ্ছ্বসিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন, "হা হিরণ্ময়ি! তুই যদি সে দিন এমন করিয়া না আসিতিস্, তাহা হইলে তোর এই হতভাগ্য পিতা মাতাকে আজ 'হা কিরণ!' বলিয়া কাঁদিতে হইত না।"

ধীরেন্দ্রনাথ দুঃখিতচিত্তে বলিলেন, "মহাশয়! আপনার অগ্রজা কন্যা কিরণময়ীর কি হইয়াছে?"

জ।—"সে যে কোথায় গিয়াছে, আজিও তার অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। আজ আসিবে কাল আসিবে করিয়া আশায় পড়িয়াছিলাম, কিন্তু আপাততঃ আগত হরিহর দেওয়ানের মুখে তাহার অদর্শনের কথা শুনিয়া আমার আশা ভরসা সব ঘুচিয়া গেল। ধীরেন্! সেও হিরণ্ময়ীকে অন্বেষণ করিতে গিয়াছে। আমরা তাহার কিছুই জানিতাম না। তাহার একখানি পত্রে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। কিরণময়ী সে পত্রখানি লিখিয়া তাহার শয্যাতলে রাখিয়া, এক দিন রাত্রিকালে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার পত্রে লেখা ছিল, হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিতে পারিলে গৃহে আসিবে, নতুবা আর আসিবে না। ধীরেন্! তবে বল দেখি, আর কি তাহাকে পাইব! আমরা হিরণ্ময়ীকে পাইলাম, কিন্তু কিরণ ত পায় নাই। সে এখনও না জানি, কোথায় ভগিনীশোকে আকুল হইয়া বেড়াইতেছে, কি আত্মঘাতিনী হইয়াছে, তাহার ত কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। মানুষের মন সর্ব্বদাই যেন অমঙ্গলের দিকে ঢলিয়া পড়ে। কিরণময়ী সম্বন্ধে আমাদেরও তাই।" এই বলিয়া তিনি আবার হিরণ্ময়ীকে বলিলেন, "হিরণ! তোর সঙ্গে কি কিরণময়ীর কোন খানে দেখা হইয়াছিল?"

হিরণ্ময়ী শোকাকুলচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "না, বাবা! আমি বড় দিদিকে এক দিনও দেখি নাই। আমার বড় দিদি কোথা, বাবা? হা বড়দিদি! এই নিষ্ঠুরার জন্য তোমার ভাগ্যে কি ঘটিল?" এই বলিয়া তিনি ভগিনীশোকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

আনন্দময় গৃহ কিয়ৎক্ষণের জন্য গভীর বিষাদে ডুবিয়া গেল।

এমন সময়ে সহসা তথায় ভৈরবানন্দ কাপালিক এবং বীরচাঁদ আসিয়া উপস্থিত। অনেকে দৈব ঘটনা বিশ্বাস করে না, কিন্তু আমরা করি। তাহা নহিলে এই ঘটনাকে কি ঘটনা বলিব? ভৈরবানন্দ এবং বীরচাঁদ যেমন এখানে উপস্থিত আর অমনি অবাক্। উভয়েরই মনে কি এক ভাবান্তর ঘটিয়া গেল। উভয়েই সবিস্ময়ে হিরণ্ময়ী প্রভৃতির দিকে চাহিয়া রহিল।

হিরণ্ময়ী বীরচাঁদকে দেখিয়া সন্দেহমিশ্রিত ভরসাযুক্ত এবং ভৈরবানন্দকে দেখিয়া ভীত হইলেন। মাখন ভৈরবানন্দকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তাঁহাকে রোষভরে কি

বলিবেন, এমন সময়ে বীরচাঁদ আনন্দভরে হিরণ্ময়ীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মা ! তুই কেমন আছিস্ ? এরাবা কে ?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "ইনি আমার পিতা, ইনি আমার মাতা।"

তখন বীরচাঁদ ধীরেন্দ্রনাথের দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া বলিল, "আর ইনি ?"

হিরণ্ময়ী লজ্জায় নিরুত্তর।

তখন জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "ইনি আমার জামাতা।"

এই কথা শুনিয়া বীরচাঁদ অতিশয় আহ্লাদিত হইল। কিন্তু ভৈরবানন্দ যেন বজ্রাহত হইয়া পড়িলেন। তিনি যাঁহাকে কালীর নিকট বলি দিবেন বলিয়া কারাগৃহে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই যুবা তাঁহার আশা-স্বরূপিণী যুবতীর স্বামী। ভৈরবানন্দের প্রাণ উড়িয়া গেল। শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া গেল। তাঁহার হতাশ চিত্ত চিন্তার অগাধ গর্ভে ডুবিতে ডুবিতে কোথায় চলিল।

এ দিকে জাহ্নবীদেবী, জগদীশপ্রসাদ এবং ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীর মুখে যে বীরচাঁদের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহাকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া অতিশয় পুলকিত হইলেন। সকলেই তাহাকে মনের সহিত ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে ভৈরবানন্দ মাখনকে দেখিতে পাইলেন এবং সেই যে তাঁহাকে মাদকাভিভূত করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ এবং হিরণ্ময়ীকে সুড়ঙ্গ হইতে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে, তাহাতে তাঁহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাহাকে একাকী পাইলে সর্ব্বনাশ করিতেন। এত লোকের নিকট এখন তাঁহার নীরব হইয়া থাকাই ভাল।

এমন সময়ে সহসা বীরচাঁদ মাখনকে বলিয়া উঠিল, "আমি তোমাকে যেন দেখেছি দেখেছি মনে হ'চ্ছে।"

মা।—"তা হ'বে, কিন্তু আমি তোমাকে কখন দেখিনি।"

বী।—"আচ্ছা, বল দেখি, মঙ্গলা বুড়ী কি তোমাকে কাজলাবেড়ে গাঁয়ে নিয়ে এসেছিল ? সেই গাঁয়ের পাশে একটা পুকুরধারে তোমাতে আর তাতে কি সব কথা হ'চ্ছিল ?"

মাখন এখন সমস্ত বুঝিতে পারিল। বলিল "তুমি তা কি ক'রে জান্‌লে ?"

বী।—"আমি সেই পুকুরের ঘাটের কাছে একটা বকুলগাছে ব'সে ছিলুম।"

মা।—"তবে তুমি ডাকাত !"

বীরচাঁদ হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন ?"

মা।—"আমি না পালিয়ে গেলে সে দিন ত তুমি আমায় মেরে ফেল্‌তে।"

বী।—"সে দিন আমি না গাছে থেকে লাফিয়ে পড়্‌লে, মঙ্গলা তোমায় বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌ত।"

এই কথা শুনিয়া মাখন এবং অন্যান্য সকলে বিস্মিত হইল।

এমন সময়ে বীরচাঁদ নিজের বস্ত্র হইতে কএকটি মুদ্রা ও একটি স্বুবর্ণ অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া মাখনের হস্তে দিয়া বলিল, "আমি তোমার এবং আমার এই ধর্ম্মমেয়ের শত্তুর সেই মঙ্গলা আর তা'র স'খে ভোলা ব'লে ছুটো ব্যাটাকে যমের বাড়ী পাঠিয়েচি।"

এই কথা শুনিবামাত্র হিরণ্ময়ী সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি কি মঙ্গলা পাপিনীকে মেরে ফেলেছ ?"

বী।—"হ্যাঁ মা ! তার পাপ কর্ম্মের ফল দিয়েচি। এই নেও তোমার হীরের বালা আর মুক্তোর মালা।" এই বলিয়া বস্ত্রমধ্য হইতে উক্ত অলঙ্কারদ্বয় বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীর হস্তে প্রদান করিল।

তদ্দর্শনে হিরণ্ময়ী অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

ইত্যবসরে আর একটি ঘটনা ঘটিয়া পড়িল। বীরচাঁদ মাখনকে যে অঙ্গুরীটি প্রদান করিল, মাখন উহা পাইয়াই অতিশয় চিন্তিত ও অস্থির হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি যেমন সেই অঙ্গুরীটি নিজের বস্ত্র-মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে যাইবে, আর অমনি উহা ভূমিতলে পড়িয়া জগদীশপ্রসাদের সন্নিকটে ঠিক্‌রাইয়া পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা তুলিয়া মাখনকে যেমন দিতে যাইবেন, আর অমনি, "এ কি !" বলিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার বিস্ময়-রঞ্জিত মুখমণ্ডল দেখিয়া মাখন আরও অস্থির হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময়ে জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "মাখন! তুমি এ অঙ্গুরী কোথায় পাইলে?"

মাখন নিরুত্তর। কিন্তু বীরচাঁদ বলিল, "মশাই! আমি সেই রাত্রে শুনেচি, কে এই ছোক্‌রাকে এই আঙ্‌টি দিয়েছিল।"

এই কথা শুনিয়া জগদীশ বলিলেন, "মাখন! সত্য করিয়া বল, তাহার নাম কি?"

তবুও মাখন নিরুত্তর।

জগদীশপ্রসাদ পুনর্ব্বার অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিলেন, "এই অঙ্গুরীতে যাহার নাম অঙ্কিত দেখিতেছি, তাহাকে একবার দেখিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। কোথায় আছে জান?"

মাখন এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "সে এখন আপনার নিকটেই আছে।" এই কথা বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল এবং জগদীশের পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিল, "বাবা! আমাকে ক্ষমা কর। আমিই তোমার—"

"অ্যাঁ তুইই আমার কিরণময়ী!" জগদীশের মুখে এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র গৃহস্থিত সকলে একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

ও পাঠকমহাশয়! এ কি হইল! চণ্ডালবালক মাখন কোথায় গেল! তাহার সে পরিচ্ছদ, সে গ্রাম্য কথা এবং সে বদনমণ্ডলমণ্ডিত রক্তচন্দন-প্রলেপ কোথায় গেল! কি আশ্চর্য্য! বালক—বালিকা! মাখন—কিরণময়ী।

কিরণময়ীকে দেখিয়া সকলে বিস্ময় ও আনন্দে মোহিত হইল। কিন্তু ভৈরবানন্দের কৌতূহলের আর ইয়ত্তা রহিল না। তিনি আপনা আপনি একবার বলিয়া উঠিলেন, "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি!—না বাস্তবিক ঠকিয়াছি!"

জগদীশপ্রসাদ আনন্দিতমনে কিরণময়ীকে বলিলেন, "মা! তুই যে এত বুদ্ধিমতী—তুই যে আমাদের মৃতসঞ্জীবনী লতা, তা আমরা জানিতাম না। তুই না থাকিলে আজিকার এই শুভদিন কখনই সংঘটিত হইত না। তোকে আর কি বলিয়া প্রশংসা করিব? তবে এই বলি যে, জাহ্নবী তোর জননী, হিরণ্ময়ী তোর কনিষ্ঠা ভগিনী, এবং আমি তোর পিতা হ'য়ে আজ সার্থক হইলাম।"

জাহ্নবীদেবী কিরণময়ীকে ক্রোড়ে করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীর নিকট কত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী কিরণময়ীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া অনেক দিনের পর ভগিনী ভালবাসার সাধ মিটাইয়া লইলেন।

দুইটি কন্যাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া জগদীশ ও জাহ্নবীদেবী আশাতীত সৌভাগ্যের ফল লাভ করিলেন। এত দিনে জগদীশ্বর ইহাঁদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দোকান গৃহে কন্যা-প্রাপ্তির উৎসবের অসংখ্য তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে, ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরণময়ি! তুমি তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী এবং আমার জন্য যে, কিরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছ, তাহা বর্ণনাতীত। আমরা উভয়ে তোমার এই মহোপকারের একাংশ প্রত্যুপকারও করিতে পারিব না। আচ্ছা, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি জন্য চণ্ডালবালকের বেশ ধারণ করিয়াছিলে?"

তখন কিরণময়ী অধোমুখে বলিতে লাগিলেন, "আমি পুরুষ নহি, অথচ আমাকে পুরুষ না সাজিলে সকল স্থলে পর্য্যটন করা হয় না। এই ভাবিয়া আমি অন্য কোন জাতীয় পুরুষ না সাজিয়া, একেবারে চণ্ডাল সাজিয়াছিলাম। কেননা, তাহা হইলে আমাকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও অস্পর্শ্য বলিয়া কেহ স্পর্শ করিবে না। সুতরাং আমার ছদ্মবেশ ধারণেরও কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিবে না।"

কিরণময়ীর এই কথা শুনিয়া, সকলে তাঁহাকে বড় বুদ্ধিমতী বলিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল।

ধীরেন্দ্রনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জন্য ভৈরবানন্দ কাপালিকের নিকট গিয়াছিলে?"

কিরণময়ী বলিলেন, "আমি নানাস্থানে হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইলাম না, তখন একবার মনে করিলাম, গৃহে ফিরিয়া যাই। কিন্তু আমার মনের সেরূপ ইচ্ছা অধিকক্ষণ থাকিল না। আমি আবার ভাবিলাম, হিরণ্ময়ীকে না পাইলে যাইব না। এই ভাবিয়া আবার অন্য দিকে প্রস্থান করিলাম। তখন আমার নিকট এই কএকটি মুদ্রা

এবং অঙ্গুরীটি ছিল। ইহাও আবার কিরূপে হারাইয়াছিলাম, বীরচাঁদের মুখে তাহা ত শুনিলে। অবশেষে আমি নিরুপায় হইয়া, কএক দিন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম। তাহার পর ঘটনাক্রমে ভৈরবানন্দ কাপালিকের নিকট উপস্থিত হই। আমি জানিতাম, অনেক চণ্ডাল, কাপালিকদিগের নিকট মন্ত্র এবং ঔষধ শিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই জন্য আমিও এইরূপ করিয়াছিলাম। এইরূপে কিছু সুবিধা করিয়া পুনর্ব্বার অন্যত্র হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিতে যাইতাম।"

ধীরেন্দ্রনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি কেন তোমার সুড়ঙ্গাবরুদ্ধা কনিষ্ঠা ভগিনীকে উদ্ধার করিতে এত বিলম্ব করিয়াছিলে?"

কিরণ।—"আমি অগ্রে কিছুই জানিতে পারি নাই।" এই বলিয়া, যেরূপে তিনি হিরণ্ময়ী এবং ধীরেন্দ্রনাথের সন্ধান পাইয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তৎসমস্ত বলিলেন।

সে সকল কথা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইল। ভৈরবানন্দ কাপালিক বহির্ভাগে ছিলেন। তিনি কিরণময়ীর মুখে আত্মচরিত শ্রবণ করিয়া সলজ্জে কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া গেলেন।

এবার ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীকে আবার কি বলিবেন বলিবেন বলিয়া মনে করিতেছেন, এমন সময়ে হিরণ্ময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় দিদি! তুমি যখন আমাকে সুড়ঙ্গের ভিতর দেখিয়াছিলে, তখন কেন আত্মপ্রকাশ কর নাই? বোধ করি, চিনিতে পার নাই—না?"

কিরণময়ী হাসিয়া উত্তর দিলেন, "হিরণ! আমি চিনিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু পাছে তুমি আহ্লাদে গোলযোগ করিয়া বিভ্রাট ঘটাও, এই জন্য ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করি নাই।"

হিরণ।—"বড়দিদি! আমিও তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

কিরণ।—"তুমি ত পারিবেই না। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথও পারেন নাই।"

এই কথা শুনিয়া ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিরণময়ী যে, চণ্ডালবালকের বেশ ধরিবেন—মুখময় রক্তচন্দন লেপন করিবেন—চণ্ডালের ন্যায় কথা কহিবেন, তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর।"

তাঁহার এই কথা শুনিয়া সকলে বলিল, "বাস্তবিক—বাস্তবিক!"

কিয়ৎকাল এইরূপ এবং অন্যান্যরূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

এমন সময়ে কাপাসডাঙ্গা হইতে সেই বৃদ্ধ পাচক ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া উপস্থিত। জগদীশপ্রসাদ তৎসম্বন্ধে তথাকার দোকানদারকে যাহা বলিয়া আসিয়াছিলেন, পাচক ব্রাহ্মণ তাহাতে বুক বাঁধিয়া থাকিতে সাহস পায় নাই। যদি জগদীশপ্রসাদ পুনর্ব্বার কাপাসডাঙ্গায় না যান, তাহা হইলেই ত তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে না। সে এই ভয়ে দোকানদারের নিকট নীল-কণ্ঠপুরে জগদীশপ্রসাদের প্রস্থানসংবাদ পাইয়া বরাবর চলিয়া আসিয়াছে।

জগদীশপ্রসাদ তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ আহ্লাদিত হইয়া নমস্কার করিল। জগদীশপ্রসাদও প্রতিনমস্কার করিলেন।

অনন্তর কাহাকে দেখিয়া পাচক ব্রাহ্মণের মনে যেন কি এক ভাবান্তর ঘটিল। ব্রাহ্মণ কাহাকে যেন কি বলিবে বলিবে করিয়াও বলিতে সাহস পাইল না। মনের মধ্যে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল। কিয়ৎকাল সে চুপ করিয়া থাকিয়া আর থাকিতে পারিল না। জগদীশপ্রসাদকে বলিল, "মহাশয়! আপনি যদি আমার দোষ গ্রহণ না করেন, তবে আমি আপনাকে অন্তরালে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।"

জ।—"দোষ আবার কি?"

এই বলিয়া তিনি উক্ত ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া অন্তরালে গেলেন। তথায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিবে—বল।"

ব্রাহ্মণ বলিল, "আপনার সঙ্গে ঐ যে যুবাটি রহিয়াছেন, ওঁকে ত সেদিন দেখি নাই। আর ঐ দুইটি বালিকাকেও দেখিতে পাই নাই। এক্ষণে শুনিলাম, বালিকা দুইটি আপনার কন্যা, কিন্তু যুবাটি কে?"

জগদীশ হাসিয়া বলিলেন, "আমার জামাতা।"

ব্রাহ্মণ।—"ওঁর নাম কি?"

জগ।—"ধীরেন্দ্রনাথ।"

ব্রাহ্মণ।—"পিতার নাম?"

জগ।—"গোলোকনাথ!"

ব্রাহ্মণ।—"কোথায় নিবাস?"

জগ।—"পূর্ব্বে নবদ্বীপে ছিল, এক্ষণে মধুপুরে আমার বাটীতে।"

ব্রাহ্মণ।—"ওঁর সঙ্গে আপনার দেখা সাক্ষাৎ কিরূপে হয়?"

জগ।—"সে অনেক কথা। তবে সংক্ষেপে বলি, ওঁর পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং উনি নবদ্বীপ হইতে সপ্তগ্রামে যাইতেছিলেন। রাত্রিকালে সহসা ভাগীরথী নদীতে নৌকাডুবি হইয়া যান। তাঁহারা কে কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানা যায় নাই। তবে উনি সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হ'ন। আমি আজ ক্রমাগত দশ এগার বৎসরকাল ওঁকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি।"

ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া আসিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ অবাক্।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাবা! আজ আমি তোমায় পুনর্ব্বার পাইলাম। বিধাতা আজ আমাকে স্বপ্নের অগোচর ফলপ্রদান করিলেন।" এই বলিয়া তিনি ধীরেন্দ্রনাথের হস্তে একটি অঙ্গুরী প্রদান করিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ অঙ্গুরীটি লইয়া দেখিলেন, উহাতে লেখা রহিয়াছে "গোলোকনাথ।" দেখিবামাত্রই তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল—মন তড়িদ্বেগে চঞ্চল হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। ভাবিয়া চিনিতে পারিলেন, তাঁহার পিতা গোলোকনাথ। অমনি তিনি অপরিমিত আনন্দভরে কাঁদিয়া ফেলিলেন। ভক্তিভরে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন।

এই ব্যাপার দর্শন করিয়া গৃহস্থিত সকলে বিস্ময়াভিভূত হইল।

জগদীশপ্রসাদ আহ্লাদিত হইয়া গোলোকনাথকে বলিলেন, "মহাশয়! আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি না জানিয়া আপনার প্রতি সদ্ব্যবহার করি নাই। এক্ষণে আমি জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি যে, তিনি আমার বৈবাহিক মহাশয়কেও মিলাইয়া দিলেন।

এই ব্যাপার দেখিয়া হরিহর দেওয়ান প্রভৃতি সকলে বিস্ময়ে ও আহ্লাদে বলিতে লাগিল, "অ্যাঁ, ইনিই আমাদের প্রভুজামাতা ধীরেন্দ্রনাথের পিতা গোলোকনাথ! ইনি যে নৌকাডুবি হইয়াছিলেন! আজ আবার ইহাঁকে পাওয়া গেল। ধন্য জগদীশ্বর! ধন্য জগদীশ্বর!" এই বলিয়া সকলে আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ গত হইলে, গোলোকনাথ জগদীশপ্রসাদকে বলিলেন, "মহাশয়! আমি যে, আজ আমার ধীরেন্দ্রনাথকে আপনার জামাতা হইতে দেখিলাম, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে? আমি সেই নৌকাডুবির পর জায়াপুত্রবিহীন হইয়া উদাসীনের ন্যায় দেশ দেশে কতই ভ্রমণ করিয়াছি, এঁদের কতই অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু কাহারই সাক্ষাৎ না পাইয়া এত দিন জীবন্মৃত হইয়া ছিলাম। আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া মরি নাই।

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "বিধাতার ইচ্ছা ও কৃপা; তাহা না হইলে আজ পিতাপুত্রে পুনর্ব্বার শুভদর্শন হইত না।"

গোলোকনাথ, এমন সময়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার বিষণ্ণ হইলেন। তদ্দর্শনে জগদীশপ্রসাদ চিন্তিত হইয়া বলিলেন, বৈবাহিক-মহাশয়! আপনি আবার সহসা এমন বিষণ্ণ হইলেন কেন?"

গোলোকনাথ দুঃখিতচিত্তে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি আমার অপেক্ষা সুখী; কেননা আপনার দুইটি কন্যাই লাভ হইল। কিন্তু আমি আমার কনিষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ—"এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হা বীরেন্দ্রনাথ! হা বাবা! তুমি কোথায় রহিলে!"

"পিতঃ! এই যে আমি!—"এই বলিয়া সহসা কে ঐ ব্যক্তি দৌড়িয়া গিয়া গোলোকনাথের পদমূলে পতিত হইল? দুই চক্ষে অশ্রুরাশি উথলিয়া পড়িল। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল, আর বাক্যনিঃসরণ হইল না। ঐ লোকটি কে?—ওগো পাঠক মহাশয়! বলুন্ না, উনি কে?—চিনিয়াছি, ঐ দেখুন, উনি সেই ভৈরবানন্দ কাপালিক।

মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলেই অবাক্—সকলেই স্তম্ভিত!

ধীরেন্দ্রনাথ নিশ্চল।

হিরণ্ময়ী বিস্ময়ে ও লজ্জায় অবগুণ্ঠনের পরিসর বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার মনের ভিতর কি যে হইতে লাগিল, পাঠক মহাশয়, তাহা ভাবিয়া লউন।

বীরেন্দ্রনাথ আর ভৈরবানন্দ নহেন। তিনি তাঁহার পিতাকে হস্ত তুলিয়া কি চিহ্ন দেখাইলেন এবং সেই চিহ্ন ধীরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া ভ্রাতৃ-স্নেহে উচ্ছ্বলিত হইয়া বলিলেন, "ভাই ধীরেন্! আমায় ক্ষমা কর!" এই বলিয়া তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথের চরণযুগলে পতিত হইয়া সাশ্রুনয়নে বলি-লেন, "দাদা!—"

বী।—"ভাই!"

ধী।—"আপনি ক্ষমা চাহিয়া আমাকে অপরাধী ও লজ্জিত করিবেন না। আপনি জ্যেষ্ঠ আমি কনিষ্ঠ। দাদা! আমি আপনার নিকট মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—আমায় ক্ষমা করুন্। আমি আপনাকে চিনিতে না পারিয়া, দস্যুদলপতি কাপালিক জ্ঞানে অনেক কটুকাটব্য বলিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন্।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি নির্দ্দোষীকে ক্ষমা করিতে জানি না। ভাই ধীরেন্! আজ পিতাকে এবং তোমাকে পুনর্ব্বার দর্শন করিয়া আশা-তীত আনন্দ লাভ করিলাম। আমি কেবল তোমাদেরই সুদীর্ঘ বিরহে হতাশ হইয়া কাপালিক হইয়াছিলাম। ভাই! আমি অনেক দিন ধরিয়া ভাগীরথীর দুই কূলে, কত গ্রামে ও কত নগরে, সপ্তগ্রামে এবং অবশেষে নব-দ্বীপে তোমাদের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও আমার আশা পূর্ণ হয় নাই। ভাই ধীরেন্! এই জন্যই আমি অত্যন্ত উদাস হইয়া কাপালিকের শিষ্য হইয়াছিলাম।" এই বলিয়া তিনি আবার হিরণ্ময়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎসে হিরণ্ময়ি! তুমি আমার কনিষ্ঠ সহোদরের পত্নী। আমি দুর্দ্দৈববশতঃ তাহা জানিতে না পারিয়া তোমাকে অত্যন্ত দুঃখিত করিয়াছি—কষ্ট দিয়াছি। বৎসে! তজ্জন্য তুমি আর কিছু মনে করিও না—ক্ষমা কর।" এই বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ বিস্তর পরিতাপ এবং আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন।

জগদীশ প্রভৃতি এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া উত্তরোত্তর অতিমাত্র বিস্মিত হইতে লাগিলেন।

এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া দস্যুপতি উদাবচেতা বীরচাঁদ কি ভাবিতেছিল। সে ভাবিতে ভাবিতে গোলোকনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মশাই! আমি আপনকাকে এইবার চিনেচি। এই হতভাগার নৌক-ডুবি হ'য়ে আপুনি এই দশ এগার বছর ভায্যে পুত্তুর হারিয়ে নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে অনেক কষ্ট পেয়েচ। আমিই আপনকার সেই নফর মথুর মাঝী।" এই বলিয়া সে গোলোকনাথ প্রভৃতিকে পুনঃপুনঃ ভূলাট হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ে আনন্দসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মথুর! তোমাকে ত আমি এত দিন চিনিতে পারি নাই।"

তখন মথুর বলিল, "মশাই! আমিও আপনকাকে চিন্‌তে পারিনি। তা পাল্লে আপনকাকে কি আর এত দুঃখু দিতুম। আর আমি পূর্ব্বে আপ-নকাকে দু' এক দিন দেখেছিলুম ব'লে, এ অবস্থায় চিন্‌তে পারিনি। যাই হোক্, এখন আপুনি আমাকে ক্ষমা কর।" এই বলিয়া সে বীরেন্দ্রনাথের পদধূলি লইয়া নিজের মস্তকে ধারণ করিল।

অনন্তর সে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া জগদীশপ্রসাদকে বলিল, "ঠাকুর-মশাই! আমি গরিব দুঃখী নোক; মাঝীগিরি কাজ ক'রে দিন নির্ব্বাহ কত্তুম। শেষে দায়ে প'ড়ে ডাকাতী ক'রে আজ পেরায় ৯।১০ বছর কাটিয়েচি, কিন্তু এখন আমি সেই পূর্ব্বের মথুর। কিন্তু আপনকার ছোট মেয়ে চিরদিনের জন্যে আমার ধর্ম্মমেয়ে হ'য়ে রইল। তা এখন আপুনি যাই মনে কর। আমি আপনকার হিরণ্ময়ীকে বড্ড ভালবাসি। এমন, কি ওঁরি জন্যে আমি পাপকাজ ডাকাতী ছেড়ে দিয়েচি।"

জগদীশপ্রসাদ অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "মথুর! আমার হিরণের সঙ্গে তোমার এ সম্বন্ধ চিরকালের জন্যই রহিয়া গেল। ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম।"

মথুর আবার তাঁহাকে প্রণাম করিল।

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীকে বলিলেন, "মা কিরণ! আমার একটি ইচ্ছা হইয়াছে। সে ইচ্ছা এই,—আমি ধীরেন্দ্রনাথের হস্তে তোমায় সম্প্রদান করিব।"

এই কথা শুনিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "বাবা! আমায় ক্ষমা কর। আমি বিবাহ করিব না।"

এই কথা শুনিয়া জগদীশপ্রসাদ সবিস্ময়ে বলিলেন, "সে কি! অমন কথা কি বলিতে আছে?"

কি।—"বাবা! তুমি নিজে বুঝিয়াই দেখ না কেন, আমার যদি বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে আমি এতক্ষণ কোন্ কালে আত্মপ্রকাশ করিতাম। পাছে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী হিরণ্ময়ী আবার হতাশ হয়েন, এই ভয়ে আমি ওঁর বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত ছদ্মবেশে ছিলাম। আরও অনেক দিন থাকিতাম, কিন্তু বীরচাঁদ (মথুর) আমাকে প্রকাশ করাইয়া দিল। তা যাই হোক্, ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে হিরণ্ময়ীর বিবাহ সংঘটনের পূর্ব্বে যে, আমি প্রকাশ হই নাই, ইহাই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য।"

জাহ্নবীদেবী ধীরেন্দ্রনাথের সহিত কিরণময়ীর বিবাহের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিরণময়ী কোনমতেই স্বীকৃত হইলেন না। বরং বলিলেন, "মা! এখন আমার বিবাহ শাস্ত্রমতে অসিদ্ধ। অগ্রে কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হইলে পরে কি জ্যেষ্ঠার বিবাহ হয়?"

জগ।—"না জানিয়া হইয়াছে, তাহাতে দোষ নাই।"

কি।—"আমায় ক্ষমা কর। আমি বিবাহ করিব না।" এই বলিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন, "আমি ধীরেন্দ্রনাথকে মনে মনে বরণ করিয়াছি। ভালবাসা—প্রণয় কি এক জন ব্যতীত দুই জনের উপর হইতে পারে? আমি আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিপদে অস্থির হইয়াছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার বিপদ দূর হইয়া গেল। ইহাই আমার যথেষ্ট। এখন আমি কোন্ প্রাণে আবার নিজের বিপদ ডাকিব? ধীরেন্দ্রনাথ ব্যতীত আমার আর অন্য কেহ স্বামী নাই। কিন্তু তা বলিয়া ইহাঁকে আর বিবাহ করিব না। করিলে হিরণ্ময়ীর আবার সপত্নী যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইবে। ধীরেন্দ্রনাথ

আমার মানসস্বামী, আমি যাবজ্জীবন মানসেই ইহাঁকে স্বামিবৎ সেবা করিব। এইরূপ সেবা করিতে করিতেই ইহলোক পরিত্যাগ করিব। পরজন্মে যাহাতে ইহাঁকে বিবাহ করিতে পারি, এক্ষণ হইতে সেইরূপ ব্রত করিব। আমি এক্ষণে উদাসিনী। উদাসিনীর যাহা কার্য্য, তাহাই করিব। গৃহত্যাগ করিয়া, তীর্থে তীর্থে—পর্ব্বতে পর্ব্বতে—বনে বনে—সমুদ্র-তটে, পরজন্মে ধীরেন্দ্রনাথ লাভের জন্য তপস্যা করিব। ধীরেন্দ্রনাথ ব্যতীত আমি কাহারও পত্নী হইব না।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তিমচ্ছটায় কেমন একতর হইয়া উঠিল। চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি এইরূপ মূর্ত্তিতে একবার ধীরেন্দ্রনাথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

জগদীশ ও জাহ্নবী বুঝিলেন, "কিরণময়ী বালিকা, সুতরাং এখন আমাদের কথা বিশেষরূপে বুঝিতে না পারিয়া এমন হইল। অতএব এক্ষণে উহাকে আর কিছু বলা ভাল নয়। বাড়ীতে গিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গেই ইহার বিবাহ দিব।"

অনন্তর জগদীশ বলিলেন, "কিরণ! আর মা, তোর দুঃখ করিতে হইবে না। এখন বাড়ী চল্।"

এই বলিয়া তিনি ভৃত্যগণকে পাল্কী, ডুলী প্রভৃতি সওয়ারী আনিতে আদেশ দিলেন। তাহারা আনন্দে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

নীলকণ্ঠপুরে বেশী পাল্কী ছিল না, সুতরাং উহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রাম হইতে বেহারারা পাল্কী ডুলী লইয়া উপস্থিত হইল।

এমন সময়ে মথুর মাঝী, ঐ সকল আগত বেহারাদের মধ্যে দুই জনকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া, আহ্লাদে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "ওরে হ'রে! ওরে কেঙ্গলা! তোরা এখন্ পাল্কী ব'চ্চিস্? কত দিন থেকে এ কাজ ক'চ্চিস্?"

হ'রে ও কেঙ্গ্লা মথুরের এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া চিনিতে পারিল। তখন উভয়ে আহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "এ কি আশ্চয্যি! মাঝী যে! আজ কি সৌভাগ্যি!—আজ আমাদের কি সৌভাগ্যি! দাদা! তুমি কেমন আছ? মথুদ্দা! আমরা সেই নৌকডুবীর দিনে এক রকম চেষ্টা টেষ্টা ক'রে পরাণে বেঁচেচি; কিন্তু ভয়ে আর দেশে ফিরে যাইনি। অনেক দিন ধ'রে এ কাজ সে কাজ ক'রে বছর দুই তিন হ'ল, পাল্কী ব'চ্চি।" এই বলিয়া তাহারা গোলোকনাথকে চিনিয়া লইয়া প্রণাম করিল। তিনিও তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর সকলে নীলকণ্ঠপুর হইতে মধুপুরে যাত্রা করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে বীরেন্দ্রনাথ একবার ভাবিলেন, "আমি, পিতা মহাশয় এব
ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মধুপুর যাইব কি না? আমার ত যাইবার ইচ্ছা নাই
কিন্তু এখন না গেলে আবার ইহাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন। এমন কি
আমাকে ছাড়িয়া কখনই যাইবেন না। আমি এখন কি করি? আমি ন
জানিয়া আমার ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ইহাতে
আমার গুরুতর পাপ হইয়াছে। আমি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি
হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব
ওঃ আমি কি ঘোরতর পাপী! যত দিন পর্য্যন্ত না আমার এই পাপদেহ এব
পাপপ্রাণের পতন হইতেছে, তত দিন আমাকে পাপানলে দগ্ধ হইতে
হইবে। এখন পিতা ও ভ্রাতার সঙ্গে গমন করি।" এইরূপ ভাবিয়া তিনি
মনে মনে আরও কত কি ভাবিতে লাগিলেন। দৈব বিড়ম্বনায় বীরেন্দ্র
নাথ যুগপৎ লজ্জিত ও পরিতপ্ত হইলেন। মুখ তুলিয়া কাহারও সহিত
ভাল করিয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না।

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ মধুপুরে যাইবার জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে
বলিলেন। সকলে প্রস্তুত হইল। তখন তিনি "জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ
জয় দুর্গা!" বলিয়া সকলকে লইয়া নীলকণ্ঠপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ বাটী
মধুপুরে প্রস্থান করিলেন।

এক দিন, দুই দিন করিয়া তৃতীয় দিনে সকলে আসিয়া একটি নদীতীরে
উপস্থিত হইলেন। তাহাদের উপস্থিতির সময়, তথাকার ফেরয়া-নৌকা
মাঝী নৌকা লইয়া পরপারে ছিল। সুতরাং জগদীশপ্রসাদ প্রভৃতিকে এ
পারে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল।

অনন্তর মাঝী পরপার হইতে ফেরয়া-নৌকা আনিল। তাহার এই ফেপে
পরপার হইতে সর্ব্বশুদ্ধ দশ জন লোক আসিল। তন্মধ্যে ছয় জন পুরু
এবং চারি জন স্ত্রী। তীরে সকলের অবতীর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মাঝী
পেরুণী পয়সা আদায় করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোক পয়সা
দিতে চাহিল না। মাঝীও পয়সা ছাড়িবার পাত্র নহে। সুতরাং উভয়ে
ঝগড়া উপস্থিত হইল।

সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, "আজ আমি ভিক্ষে ক'রে কোথাও একটা
পয়সা পাই নি—খালি চাট্টি চাল পেয়েছি। কাল তোকে পয়সা দেব।"

মাঝী বলিল, "চালই দিয়ে যা। নৈলে আমি আবার তোকে ওপারে
নিয়ে যা'ব।"

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি কাতরস্বরে বলিল, "তবে আমি আজ কি খা'ব
উপোস থেকে ম'রে যা'ব কি, বাবা!"

মাঝী।—"তা আমি জানিনি।"